পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 183 Monday, 3 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৮৩ সংখ্যা ❋ ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, সোমবার, ৩ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

'এর নাম হল মোদি মিডিয়া পোল!'

নয়াদিল্লি, ২ জুনঃ শনিবারই এক্সিট পোলে দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আর সিংহভাগ এক্সিট পোলের হিসাবে এগিয়ে রাখা হয়েছে বিজেপিকে। এবার এনিয়ে মুখ খুললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি জানিয়েছেন, 'এর নাম এক্সিট পোল নয়। এর নাম হল মোদি মিডিয়া পোল। এটা মোদিজির পোল। এটা তাঁর ফ্যান্টাসি পোল।' চলে যাচ্ছিলেন রাহুল গান্ধি। এরপর তাঁকে সংবাদ মাধ্যমের তরফে প্রশ্ন করা হয়, কত পেতে পারেন আপনারা? এই প্রশ্ন শুনেই ঘুরে দাঁড়ান রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, ''সিধু মুসেওয়ালার গান কখনও শুনেছেন ২৯৫? ২৯৫।'' একথা বলেই চলে যান রাহুল গান্ধি। এর বেশি আর কিছু তিনি বলেননি। এবার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের প্রশ্ন তবে কি এবার ইন্ডিয়া জোট ২৯৫টি আসন পাবে? সেদিকেই কি রাহুল গান্ধি দিক নির্দেশ করলেন? সব মিলিয়ে এক্সিট পোলের ফলাফলকে কেন্দ্র করে নতুন করে জল্পনা ছড়িয়েছে ভারত জুড়ে। গোটা দেশ তাকিয়ে আছে ইন্ডিয়া জোট কত পেতে পারে। এদিকে ইন্ডিয়া জোটের বিভিন্ন শরিকরা ইতিমধ্যেই দাবি করতে শুরু করেছে যে তারাই সরকার তৈরি করবে। এদিকে গেরুয়া শিবির একেবারে জোরালো দাবি করেছে যে সরকার তৈরি করবে এনডিএ। মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমি পূর্ণ আস্থার সঙ্গে এটা জানাচ্ছি যে ভারতবাসী এনডিএ সরকারকে ক্ষমতায় আনতে ভোট দিয়েছেন আর এনডিএ রেকর্ড ভোট পাবে। তারা আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড দেখেছেন, কীভাবে গরীব, প্রান্তিক ও অসহায় মানুষদের জীবনকে বদলাতে আমরা কাজ করে গিয়েছি সেটা তাঁরা দেখেছেন। কীভাবে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' কোনও পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সরকারি স্কিমগুলি মানুষের কাছে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

হিটস্ট্রোকে সারা ভারতে রেকর্ড মৃত্যু!

নয়াদিল্লি, ২ জুনঃ সারা ভারতে তাপপ্রবাহের জন্য যত মৃত্যু ঘটেছে তার সংখ্যা এই বছর সর্বাধিক! এমনই চমকে দেওয়া রিপোর্ট সামনে আসতেই শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের সূত্র ধরে জানা গিয়েছে দেশে এখনও পর্যন্ত তাপপ্রবাহের বলি হয়েছেন ১৬৫। এই পরিসংখ্যান শুধু মাত্র এই বছরের, মনে করা হচ্ছে তাপপ্রবাহের জন্য মৃত্যু এই বছরে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক। এই সংখ্যাটা বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় এই পরিসংখ্যান সর্বকালীন রেকর্ডও সৃষ্টি করতে পারে। এই রাজ্যে তাপপ্রবাহের দাপট শেষ হলেও বাংলার পড়শি রাজ্যে চলছে তাপপ্রবাহের ঝড়ো ব্যাটিং। ওড়িশায় গত ৭২ ঘণ্টায় ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে বারাঙ্গিরে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। যদিও এখনও পর্যন্ত ওড়িশা সরকার হিটস্ট্রোকে ১৫ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আরও জানা গিয়েছে সম্বলপুর জেলায় ১৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে গত ৪৮ ঘণ্টায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে বালাঙ্গিরে, যা সবচেয়ে বেশি। বাকি ৩০টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্তে। শনিবার ছত্তিশগড়ে আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে চাম্পা জেলায়। মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা জেলায় গত ২৮ মে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগ জানাচ্ছে, এবছর এ পর্যন্ত রাজ্যে ২৮১টি হিটস্ট্রোকের ঘটনা ঘটেছে। এদের নাসিকের ২৯ জন। এরপর জালনার ২৮ এবং বুলধানার ২৩ জন। পুনেতে এ পর্যন্ত ৮টি হিটস্ট্রোকের ঘটনা ঘটেছে। মুম্বইয়ে তিনটি এই ঘটনা ঘটেছে। এদিকে, গরমে দিল্লিতেও বিপজ্জনক অবস্থা। সেখানে আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে রুমেলের জন্য বাংলায় এখনও ঢুকতে পারেনি বর্ষা। হাওয়া অফিসের সূত্রে জানা গিয়েছে বর্ষা না এলেও রবিবার থেকে ভিজবে বাংলা। উত্তরে বাড়বে বৃষ্টি। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে উপরের জেলাগুলিতে। দক্ষিণের জেলাগুলিতেও তাণ্ডব চালাবে কালবৈশাখী। দোসর হবে বৃষ্টি।

ফল প্রকাশের আগেই মোদির লক্ষ্য প্রথম ১০০ দিনের অ্যাজেন্ডা!

নয়াদিল্লি, ২ জুনঃ নিজের কেন্দ্র বারাণসীর ভোট-সহ সপ্তম দফায় ৫৭টি কেন্দ্রের ভোট শেষের পর এক্সিট পোলও বেরিয়ে গিয়েছে। প্রায় সবকটি এক্সিট পোলেই মোদির ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে। এদিকে প্রায় দেড় মাস ধরে চলা ভোট পর্বের মধ্যে দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। যার মোকাবিলা-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি এদিন একাধিক বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর নির্বাচন পরবর্তী বৈঠকে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। প্রসঙ্গত এই ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ত্রিপুরা, মিজোরাম, অসম, মণিপুর ও মেঘালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়। রাজ্যগুলিতে ভূমিধস, বন্যার কারণে মানুষের জীবন, ঘরবাড়ি ও সম্পত্তির ক্ষতির বিবরণ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত রাজ্যগুলিতে আটকে পড়াদের উদ্ধারে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা এবং রাস্তা পুনরুদ্ধারে এনডিআরএফের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার রেমালে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে সহায়তা অব্যাহত রাখবে। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে

বিষয়টির পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের বিভিন্ন অংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি এবং বর্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আলাদা আলাদা বৈঠক করেছেন। সেইসব বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়, রাজস্থান, গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। অন্যদিকে দেশের বেশিরভাগ অংশে মৌসুমী বায়ু স্বাভাবিক কিংবা তার থেকে বেশি এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে স্বাভাবিকের থেকে কম থাকতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি নির্দেশ দিয়েছেন, আগুন লাগার ঘটনা প্রতিরোধ ও পরিচালনার জন্য নিয়মিত মহড়া চালাতে হবে। পাশাপাশি হাসপাতাল ও অন্য পাবলিক প্লেসের ফায়ার অডিট এবং বিদ্যুতিক নিরাপত্তার পরীক্ষা নিয়মিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এদিন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে একটি বৈঠক করেন। এব্যাপারে ৫ জুন বার্ষিক অনুষ্ঠান পালন করা হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি শীর্ষ আমলাদের বলেছিলেন, অন্তর্বর্তী সময়ে মোদি ৩ সরকারের প্রথম একশো দিনের জন্য কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে তার পরিকল্পনা তৈরি করতে। তিনি সেই সময় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, নতুন সরকার প্রথম ১০০ দিনে কঠিন সিদ্ধান্ত নেবে।

গণনায় কারচুপির ষড়যন্ত্র দেখছেন শুভেন্দু এক্স হ্যান্ডেলে ফের বিস্ফোরক পোস্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুনঃ বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সন্দেশখালিতে শাসকদল তৃণমূলের ভোট-হিংসা নিয়ে শনিবারই গলা চড়িয়েছিলেন বসিরহাট রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সারারাত 'চটি পরা' পুলিশ এলাকায় ঘুরেছে বলে দাবি করেছিলেন তিনি। অভিযোগ তুলেছিলেন, শেষ দফায় সন্দেশখালি জিততে 'শেষ চেষ্টা' করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সপ্তম তথা শেষ দফা নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে গোটা রাজ্য তথা দেশের চোখ যখন এক্সিট পোলের দিকে, তখন, রবিবার সকালে শুভেন্দু অধিকারী ফের টুইট করে উস্কে দিলেন ভোট-হিংসা প্রসঙ্গ। দাবি করলেন, পুলিশি সন্ত্রাসের। শুভেন্দু তাঁর এক্স হ্যান্ডেল থেকে অভিযোগ করেছেন 'আমি একটি বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে, শ্রী অবভারু রবীন্দ্রনাথ (আইপিএস), ডিআইজি (নিরাপত্তা), ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটি, গতকাল কলকাতা অফিসে বৈঠক করে নির্দেশ দেন, যে একজন করে অফিসার এবং দু'জন করে কনস্টেবল সিভিল ড্রেসে প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন।' এর পরে শুভেন্দু আরও সরাসরি অভিযোগ তুলে লেখেন, 'মিস্টার রবীন্দ্রনাথ, আমি জানি আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন এবং তাঁর নির্দেশেই গতকাল সন্দেশখালিতে উপস্থিত ছিলেন ভোট প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটাতে।' এর পাশাপাশিই শুভেন্দু উল্লেখ করেন, 'ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে, রাজ্য পুলিশ গণনা কেন্দ্রগুলিতে এমনটা হতে পারে না। সেখানকার কর্ডনিং সিস্টেম মান্য করা উচিত।' বিরোধী দলনেতার কথায়, 'ভোট গণনা প্রক্রিয়া ব্যাহত করতেও তৃণমূল বহু দূর যেতে পারে, তাই সতর্ক থাকতে হবে এবং গণনা কেন্দ্রের সমস্ত প্রোটোকল নিশ্চিত করতে হবে।' বস্তুত, ভোটের আগেই শুক্রবার রাত থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। সেখানকার মহিলাদের একাংশের তরফে অভিযোগ ওঠে, রাতে ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটারদের ভয় দেখিয়েছে পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়াররা। তৃণমূলের হয়ে তারা কাজ করছে বলেও দাবি করা হয়। এই প্রসঙ্গেও এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু অধিকারী সরব হয়েছিলেন। দাবি করেছিলেন সন্দেশখালির স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকার মুখে কালো কাপড় বেঁধে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী হামলা চালিয়েছে। ঘরে ঢুকে কয়েকজনকে মারধরও করা হয়েছে। যারা এই কাজ করেছেন তারা পুলিশই নন বলে দাবি। ছদ্মবেশে তৃণমূল এই কাজ করিয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। এর পরে ভোট মিটতেই রবিবার ফের এক্স হ্যান্ডেলে নতুন দাবি করলেন শুভেন্দু। এবার তাঁর অভিযোগের তির সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসারের দিকে।

'আমি মানুষের চোখ দেখেছি, এই এক্সিট পোল মানি না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুনঃ শনিবার শেষ দফার ভোটের পর যে সব বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশেরই অনুমান হল বাংলায় তৃণমূলের চেয়ে ভাল ফল করবে বিজেপি। টুডেজ চাণক্য ও এক্সিস মাই ইন্ডিয়ার এও পূর্বানুমান যে বাংলায় তৃণমূলের থেকে বেশি হারে ভোট পেতে পারে বিজেপি। রবিবার দুপুরে সেই পূর্বানুমানকে এক কথায় খারিজ করে দিতে চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলনেত্রী এদিন সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, ''এই এক্সিট পোল বিজেপির তৈরি করা। বিজেপি এটা তৈরি করে মিডিয়াকে খাইয়াছে। আমি এই মিডিয়া ক্যালকুলেশন মানি না।'' মমতার কথায়, দু'মাস আগে এই এক্সিট পোল তৈরি হয়েছে। একজন বিজেপি সাংসদের কোম্পানি তৈরি করেছে। তার পর মিডিয়াকে দেওয়া হয়েছে।'' মমতা বলেন, এরা নির্লজ্জ মিডিয়া। এদিন একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। একমাত্র সেই চ্যানেলে বুথ ফেরত সমীক্ষায় দেখানো হয়েছিল বাংলায় বিজেপি ১৭টি আসনে জিততে পারে। তৃণমূল জিততে পারে ২৪টি আসনে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, এই মিডিয়া হল মোদিয়া। তিনি বলেন, ''আমরা ফিল্ডে কাজ করেছি। লোকের চোখ দেখেছি। তাতে আমার মনে হয়নি লোকে আমাদের ভোট দেবে না। আমি দলের কর্মীদের বলেছি স্ট্রং থাকতে।'' নির্বাচনের আবহে এই একই কথা বলেছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছরই নবজোয়ার কর্মসূচিতে কার্যত জল মেপেছেন অভিষেক। এবছরের শুরু জেলায় জেলায় ঘুরেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। প্রশাসনিক বৈঠক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কর্মসূচি, মানুষের আবেগ বুঝেছেন মমতা-অভিষেক। উত্তর থেকে দক্ষিণের জেলা, প্রত্যন্ত গ্রামে সভা করেছেন মমতা-অভিষেক। শেষ দফার আগে দু'দিন রোড শো করেছেন মমতা। এন্টালি, বিরাটি, গড়িয়া মমতাকে ঘিরে মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, চব্বিশের মহারণের আগে দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিদ্ধ করতে দাঁত কামড়ে লড়াই করেছে বিজেপি। অনবরত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির হানা, হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের গ্রেফতারি, তৃণমূলকে ব্যাক ফুটে ফেলেছিল কিছুটা। উল্টে 'মেরুকরণে'র উস্কানিকে সামনে রেখে লড়াই করেছেন মমতা-

অভিষেক। নির্বাচনী প্রচারে মানুষের উচ্ছ্বাসে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে তৃণমূলকে। মমতা এদিন জানান, ''নরেন্দ্র মোদি সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরবে বলে একাধিক বিভিন্ন এক্সিট পোলে ইঙ্গিত দেওয়া হলেও বাস্তবে সেটা হবে না। আগামী ৪ জুনের ছবিটা একেবারেই আলাদা হবে।'' এবার লড়াইটা একেবারে হাড্ডাহাড্ডি হয়েছে বলে দাবি করলেন মমতা। মমতার কথায়, 'মোদিজিকে যাঁরা জিতিয়ে দিচ্ছেন হাইভোল্টে, তাঁদেরও বলি, এবার অত সহজ পার হওয়া যাবে না। এই গভর্নমেন্ট (সরকার) আদৌও কতদিন চলবে, সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে।'' অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোট যে ক্ষমতায় আসতে পারে, সেটা নিয়ে আশাপ্রকাশ করেছেন মমতা। তবে ইন্ডিয়া জোট সরকার গঠন করলে তাতে তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে কিনা, তা নিয়ে সরাসরি কোনও উত্তর দেননি। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''আমি আগে রেজাল্টটা দেখব। রেজাল্টটা দেখে ক্যালকুলেশন করব। আমাদেরও একটা ম্যাথমেটিক্স আছে। আমরা চেষ্টা করব, যাতে আরও আঞ্চলিক দল আমাদের সঙ্গে আসে। সেটাও আমরা দেখব।'' ইন্ডিয়া জোট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ইন্ডিয়া জোটে কোনও সমস্যা হবে না, যদি না সিপিএম নাক গলায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সর্বভারতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটে কোনও অন্তরায় তৈরি হবে না যদি না সিপিএম নাক গলায়। আমার একটাই খারাপ লাগে, ইন্ডিয়া জোটে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে, আমি ওদের সাপোর্টও দিই। কিন্তু সিপিআইএম এদের সম্পূর্ণ মনিটরিং করছে। সিপিএম কেন মুখপাত্র হবে, আমার এটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। প্রত্যেকটা আঞ্চলিক দলের নিজস্ব সম্মান রয়েছে। সবার সঙ্গে কথা বলে যেটা হয়, সেটা জোট। জোট মানে সবাইকে নিয়ে চলা। কাউকে বাদ দিয়ে নয়। কাউকে গায়ের জোরে বাদ দেওয়া-সেটা হয় না।' সিপিএমের নাক গলায়, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ার জবাবে সিপিএম নেতা তথা লোকসভা নির্বাচনে দমদমের প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী কার্যত স্বীকার করে নিলেন যে সিপিআইএম যদি মনিটরিং না করে, তাহলে উনি সব ম্যানেজ করে নেবেন। কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সিপিএম মনিটরিং করছে বা সিপিআইএম দায়িত্ব নিয়ে সবাইকে একজোট করছে, এটা উনি স্বীকার করে নিলেন। সিপিআইএম-কে দেখা যায় না, সেখানেই জাতীয়স্তরে ওঁকে বারবার সিপিআইএমের কথাই বলতে হচ্ছে।'' তিনি আরও বলেন, ''মোদিজি যখন বলছিলেন ৪০০ সিট, তখন উনিই সবার আগে বলেছিলেন যে কংগ্রেস ৪০-র কম আসন পাবে। তার মানে ওনার কথা অনুযায়ী ইন্ডিয়া জোটের কোনও গল্প নেই। উনি মোটামুটি এমনভাবে চলবেন, যাতে বিজেপি ৪০০ পেলে, সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন। এখন যেই বুঝে গিয়েছেন বিজেপি ৪০০ পাবে না, তখন বলছেন সারা দেশে কী হবে, তা নিয়ে বলতে পারবেন না। মল্লিকার্জুন খাড়্গে যেমন বলেছেন যে ইন্ডিয়া ২৯৫ আসন পাবে, সীতারাম ইয়েচুরী বলেছেন ২৯৫ পাবে, দুটি সর্বভারতীয় দল বলেছে, কিন্তু উনি বলতে পারছেন না। যদি বিজেপির সুবিধা হয়ে থাকে, তাহলে ওদিকে ঝাঁপ দেবেন, নাহলে উল্টোদিকে ঝাঁপ মারবেন।'' সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, ''উনি নিজেই বলছেন, বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওঁর লড়াই। অর্থাৎ শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে নয়, সিপিএম-কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও লড়ছেন উনি। এই মানসিকতা নিয়েই চলছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সিপিএম লড়বে।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন আঞ্চলিক দলগুলি ভাল ফল করবে। এ প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''আঞ্চলিক দলগুলি ভাল ফল করবে, এটা তো কেউ অস্বীকার করছে না। তারা ইন্ডিয়া জোটে রয়েছেন, তারা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ট্রেন থেকে নেমে পড়েননি। স্ট্যালিনের কথা বললেন, তারা ট্রেন থেকে নেমে পড়েননি, অখিলেশ এখনও নেমে পড়েনি। ট্রেন থেকে দু'জন নেমে পড়েছেন। এক, নীতীশ কুমার, তিনি সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আর একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ফেন্সে দাঁড়িয়ে দেখছেন, কোনদিকে গেলে ওনার ধান্দাটা ভাল হয়। তামিলনাড়ু, কেরলে কংগ্রেস, সিপিএম, ডিএমকে একসঙ্গে লড়ছে। বাংলায় কংগ্রেস, সিপিএম একসঙ্গে লড়ছে, তৃণমূল আলাদা লড়ছে।'' প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতেই তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়া জোট। বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার শরিক তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও ভোটের আগেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ''ইন্ডিয়া জোটকে বাইরে থেকে সমর্থন করবেন। পরে যদিও বলেন, আমিই জোটের নামকরণ করেছি। ইন্ডিয়া জোটে আমি সবরকমভাবে রয়েছি। আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।''

বাহিনীর ভয়ে পুকুরে ঝাঁপ মহিলাদের, নতুন করে তপ্ত হয়ে উঠল সন্দেশখালি

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২ জুনঃ ভোটের দিনেও বিরাম যায়নি। সন্দেশখালির বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত ভাবে অশান্তির খবর এসেছে। মারধর, ভাঙচুর, অশান্তিতে উস্কানির অভিযোগে ইতিমধ্যেই ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ন্যাজাট. বেড়মজুর এলাকায় চলে ধরপাকড়। সন্দেশখালির বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে শান্তির বার্তা দিচ্ছে প্রশাসন। সন্দেশখালির চারটি পঞ্চায়েতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ভোট মিটতে ফেরও হিংসার অভিযোগ। সন্দেশখালির সরবেড়িয়া

গ্রামে রাতভর তৃণমূল বাহিনীর বিরুদ্ধে তাণ্ডবের অভিযোগ তুললেন গ্রামবাসীরা। গ্রামে পাহারা দিচ্ছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশের কাছে ডেপুটেশনও জমা পড়ে। এক মহিলা বলেন, ''ওরা ঝামেলা করছে। রাজ্য পুলিশ তাড়া দিয়ে আমাদের ঘরে ঢোকাচ্ছে। রাতবিরেত হামলা হচ্ছে। আমরা বাচ্চা নিয়ে কীভাবে থাকব? আমরা শান্তি চাই।'' আরেক মহিলা বলেন, ''আমাদের সামনে সারাক্ষণ হুমকি, আমাদের ঘরে ছেলেদেরে তুলে নিয়ে যাবে বলে হুমকি দিচ্ছে। সোজাসুজি বলছে, আমরা দিদিকে ভোট দিই না। দিদি জিতলে আরও অত্যাচার বাড়বে।'' এসবের মধ্যেই নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালির আগরহাটির মণ্ডলপাড়া এলাকা। ভোটের দিন এই গ্রামে রীতিমতো পুলিশ জনতা খণ্ডযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। চপার মারারও অভিযোগ ওঠে। রবিবার সকালে পুলিশ গ্রামে ঢুকলেই রে রে করে ওঠেন বাসিন্দারা। এক জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখনই অভিযুক্তকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন গ্রামের মহিলারা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বাসিন্দারা। এরপর গ্রামে ঢুকতে শুরু করে বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দেখে পুকুরে ঝাঁপ মারতে থাকেন মহিলারা।

দেখুন ডায়মন্ডহারবার মডেল! ইভিএমে বিজেপির প্রতীকে টেপ আটকানো, ছবি দেখালেন অমিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুনঃ ডায়মন্ডহারবার। এই আসন থেকেই তৃণমূলের প্রতীকে দাঁড়িয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবারই এখানে ভোট হয়েছে। এদিকে একটি ইভিএমের ছবি পোস্ট করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। সেখানে দেখা যাচ্ছে ইভিএমের একেবারে উপরে ১ নম্বরে রয়েছে বিজেপির প্রতীকে যিনি দাঁড়িয়েছেন সেই অভিজিৎ দাসের নাম ও ছবি। তার পরে ২ নম্বরে নাম ও ছবি রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিজেপির প্রতীকে ও যে বাটন চিপে ভোট দিতে হবে সেখানে সাদা টেপ সাঁটা রয়েছে। এই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। অমিত মালব্য লিখেছেন, 'এটাই হল কুখ্যাত ডায়মন্ডহারবার মডেল। এখান

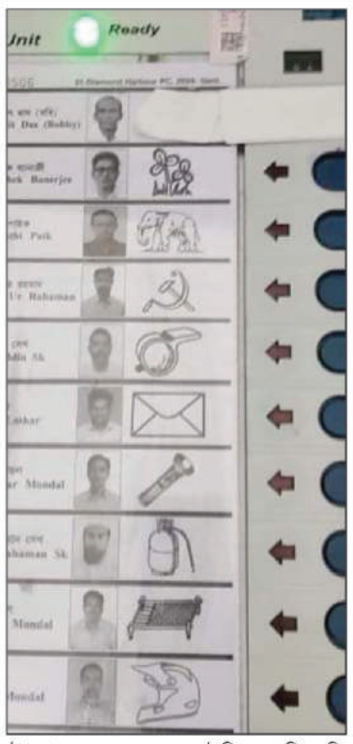

থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো লড়তে নেমেছেন। ইভিএমে বিজেপি প্রার্থীর ভোটিং বাটনে টেপ দেওয়া রয়েছে। যে সমস্ত বিজেপি সমর্থকরা কোনওভাবে বুথে গিয়েছিলেন তৃণমূলের অত্যাচারকে পাশ কাটিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে এড়িয়ে যারা ভোট দিতে গিয়েছিলেন, তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল বিজেপির ভোটিংয়ের কোনও অপশন নেই।' তিনি আরও লিখেছেন, 'ডায়মন্ডহারবারের একাধিক বুথে হয়েছে। এই ছবিটা বজবজ বিধানসভার একটি বুথের। এটা আর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে বহু জায়গায় সিসি ক্যামেরা কাজ করছিল না। তবে সেটা শুধু ডায়মন্ডহারবারে নয়, (মথুরাপুর, জয়নগর, যাদবপুরেও) যাতে ছাপ্পা ভোট দেওয়া যায়। এর মাধ্যমেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জনাদেশ ও তিনি আর মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এনিয়ে তদন্ত করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয় সেটা দেখা দরকার।' লিখেছেন অমিত মালব্য। তবে এই ইভিএমের ছবিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এক নেটিজেন লিখেছেন ফের ওই এলাকায় ভোট করা দরকার। অপর একজন লিখেছেন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অপর একজন লিখেছেন বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনটা একমাত্র পথ। এদিকে অপর একজন লিখেছেন তার মানে বিজেপি এটা মেনে নিচ্ছে যে যদি ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে ইভিএম হ্যাক করা না যায় তবে সেটা ম্যানুয়ালি ট্যাম্পার করা যায়। সেক্ষেত্রে দেশের অন্য প্রান্তে এই ধরনের কৌশল প্রয়োগ করা হয়নি তার নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? এবার ডায়মন্ডহারবার থেকে ৪ লাখ ভোটে জেতার মার্জিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এমনকী জিতলে ডায়মন্ডহারবারের জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের কথাও ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক। তবে এবার ইভিএমে দেখা গেল বিশেষ কারসাজি।

নির্বাচনের পর এবার ফোকাসে ফলাফল, গণনা শান্তিপূর্ণ করতে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা কমিশনের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সাত দফার লোকসভা ভোট সমাপ্ত হয়েছে শনিবারই। মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছে ভোটদানের প্রক্রিয়া। এবার ফোকাসে ফলাফল। লোকসভা নির্বাচন এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার রাজ্য বিধানসভা এবং বিধানসভা উপ-নির্বাচনের ভোট গণনা ৪ জুন সকাল ৮ টায় শুরু হবে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গণনার জন্য নির্বাচন কমিশনও বেশ কিছু নির্দেশনা জারি করেছে। একটি বিবৃতিতে, নির্বাচন কমিশন লোকসভা নির্বাচনের জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন, ভিভিপিএটি এবং পোস্টাল ব্যালট থেকে ভোট গণনার জন্য অনুসরণ করা পদ্ধতি সম্পর্কে সমস্ত নির্বাচন কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশাবলীর জারি করেছে। রাজ্য বিধানসভাগুলির ভোটের ফলাফলের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর থাকবে। জেলা নির্বাচন অফিসার, রিটার্নিং অফিসার এবং পর্যবেক্ষকরা নিশ্চিত করবেন ভোট গণনার আগে গণনা কেন্দ্রে এবং তার আশেপাশে গণনা ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিদ্যমান নির্দেশাবলী সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হয়েছে। কোনো ভোটকেন্দ্রে স্থগিত ভোটের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের আদেশ মুলতুবি

থাকলে নির্বাচনী এলাকার ভোট গণনা শুরু হবে না। গণনার দিনে কোনো ভোটকেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচন হলেও নির্বাচনী এলাকার ভোট গণনা শুরু হতে পারে। এই ক্ষেত্রে পুনঃনির্বাচনের করা ইভিএম এবং ভিভিপিএটিগুলির পরেই গণনার শেষ রাউন্ড শুরু হবে, এই জাতীয় ভোটকেন্দ্রগুলি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া ও গণনা হবে। ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখতে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-র ধারা ১২৮ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধি অনুসারে কাজ হবে।, গণনা কোনো বিরতি ছাড়াই একটানা চলবে। গণনা কেন্দ্রের মধ্যে কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন না। রিটার্নিং অফিসারের আইনানুগ নির্দেশনা মানতে ব্যর্থ হলে তাঁর ক্ষমতা রয়েছে যে কাউকে গণনা কেন্দ্রের বাইরে যেতে নির্দেশ দেওয়ার। পোস্টাল ব্যালট পেপারের গণনার বিষয়েও থাকছে একাধিক নির্দেশনা, পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনা প্রথম রাউন্ডেই হবে। শুধুমাত্র এই ধরনের পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনার জন্য নেওয়া হবে যা গণনা শুরুর জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে রিটার্নিং অফিসারের দ্বারা গৃহীত হয়। রিটার্নিং অফিসার গণনা শুরুর সময় পর্যবেক্ষকের কাছে মোট পোস্টাল ব্যালট পেপারের সংখ্যার সর্বশেষ হিসাব প্রদান করবেন। প্রতিটি গণনা টেবিলে পোস্টাল ব্যালট পেপারের খাম বিতরণ এবং প্রকৃত যাচাই-বাছাই করার আগে সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের মধ্যে একজন সমস্ত গণনা তত্ত্বাবধায়ক, সহকারী এবং মাইক্রো-পর্যবেক্ষকদের কাছে একটি বৈধ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন এবং প্রদর্শন করবেন। রিটার্নিং অফিসারের নিশ্চিত করবে যে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের এবং গণনা তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা ঘোষণাগুলির যাচাইবাছাই করার ক্ষেত্রে কোনও অযৌক্তিক বিলম্ব নেই।

ভোট মিটতেই গোরক্ষধাম মন্দিরে যোগী আদিত্যনাথ

গোরক্ষপুর, ২ জুন ঃ দেশে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ভোট মিটতেই এক্সিট পোল বা বুথ ফেরত সমীক্ষা নিয়ে বসে পড়েছেন বিশেষজ্ঞরা। আর তাতেই দেখা যাচ্ছে বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ইঙ্গিত মিলছে। উত্তর প্রদেশেও আবারও পদ্ম ফুটতে চলেছে। অন্তত এক্সিট পোলের হিসাব তাই বলছে।এমতাবস্থায় রবিবার সকাল সকাল গোরক্ষপুরের গোরক্ষধাম মন্দিরে যান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ঈশ্বরের দর্শন সেরে এদিন তিনি শিশুদের হাতে খাবার তুলে দেন। মন্দিরে গরুদেরও নিজের হাতে খাবারও খাওয়ান বলে জানা গেছে।

বিশ্রাম নিচ্ছিলেন গাছের তলায়, বদায়ুঁতে গাড়ির ধাক্কায় মৃত ৪, আহত দুই

বদায়ুঁ, ২ জুন ঃ গাছের তলায় শুয়ে থাকা কয়েকজন ব্যাক্তিকে পিষে দিল একটি পিকআপ ভ্যান। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বদায়ুঁতে। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বদায়ুঁতে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন কয়েকজন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেখানে ধাক্কা মারে একটি পিকআপ ভ্যান। ঘটনাস্থলেই গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ৪ জনের। বাকি দু''জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।গ্রামবাসীরা ওই চালককে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বদায়ুঁতে। অভিযুক্ত ভ্যানচালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মুম্বইয়ের রাস্তায় ''মত্ত'' অবস্থায় কটূক্তির অভিযোগ অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডনের বিরুদ্ধে

মুম্বই, ২ জুন ঃবলিউড অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। গালিগালাজ ও অপমান করার অভিযোগ আনা হয়েছে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে।গত শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের কার্টার রোডের রিজভি কলেজের কাছে। রবিনার গাড়িচালক তিনজন পথচারীকে ধাক্কা মারে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় স্থানীয়রা গা।চিলকের উপর চড়াও হলে, গাড়ি থেকে নেমে আসেন রবিনা। আহতদের গালিগালাজ করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। তিনি মত্ত অবস্থায় ছিলেন বলে দাবি স্থানীয়দের। সেই মুহূর্তের ভিডিয়ো ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় (যদিও ভিডিওর সত্যটা যাচাই করেনি হিন্দুস্থান সমাচার)। এই ঘটনায় এখনও অভিনেত্রীর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বৈদ্যবাটিতে মুখোমুখি সংঘর্ষ মালবোঝাই দু'টি ট্রাকের

হুগলি, ২ জুন ঃ হুগলির বৈদ্যবাটিতে মালবোঝাই দু'টি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন ৪ জন। রবিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জিটি রোডের ওপর। আহতরা সকলেই দু'টি ট্রাকের চালক এবং খালাসি। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার ভোটে পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। বালিবোঝাই একটি ট্রাক শেওড়াফুলির দিক থেকে ভদ্রেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। অন্য ট্রাকটি বিপরীত দিক থেকে আসছিল।সেই ট্রাকে বোঝাই করা ছিল চটের বস্তা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বালিবোঝাই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে.উল্টো দিক থেকে আসা ট্রাকে মুখোমুখি ধাক্কা মেরেছে। ট্রাকের চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। দুর্ঘটনার জেরে জিটি রোড পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে যানজট তৈরি হয়।

লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সমাপ্ত, শেষ পর্বে ভোট পড়েছে ৫৮.৮৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃলোকসভা নির্বাচনের সপ্তম এবং শেষ দফায়, সাতটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭ টি লোকসভা আসনের জন্য গত শনিবার সন্ধ্যায় ভোটগ্রহণ শেষ হযেছে। এর সাথে,গত ১৯ এপ্রিল শুরু হওয়া বিশ্বের দীর্ঘতম ম্যারাথন ভোটিং প্রক্রিয়া শেষ হল।নির্বাচন কমিশনের মতে, লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম ও শেষ ধাপে ৫৮.৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সর্বোচ্চ ৬৯.৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছে এবং বিহারে সর্বনিম্ন ৪৯.১২ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোটের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে, নির্বাচন কমিশন বলেছে যে বিহারে ৪৯.১২ শতাংশ, চণ্ডীগড়ে ৬২.৮০

শতাংশ, হিমাচল প্রদেশে ৬৬.৯১ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ৬৮.১৬ শতাংশ, ওড়িশায় ৬২.৫৫ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৫৫.৫৮৮ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৫৫.৫৩ শতাংশ এবং উত্তর প্রদেশে ৬৯.৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। ওড়িশা রাজ্য বিধানসভার বাকি ৪২টি আসনের জন্যও ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এখানে ৬২.৬৬ শতাংশ ভোট পড়েছে।এদিন শেষ দফায় পাঞ্জাবের ১৩টি, হিমাচল প্রদেশের ৪টি, পশ্চিমবঙ্গের ৯টি, বিহারের ৮টি, ওড়িশার ৬টি, ঝাড়খণ্ডের ৩টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের একটি আসনের সবকটিতে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় এই পর্বের সমাপ্তির সাথে, ৫৪৩টি আসনের জন্য গত ১৯এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সাত দফা ম্যারাথন ভোট প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে।এর সঙ্গে হিমাচল প্রদেশের ছয়টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনও শেষ হয়েছে। ধর্মশালায় ৬৬.২৭ শতাংশ, বারসারে ৫০ শতাংশ, লাহৌল ও স্পিতিতে ৭৩.৭২ শতাংশ, গাগরেতে ৬৮.২৮ শতাংশ, সুজনপুরে ৬৩ শতাংশ এবং কুটলেহার আসনে ৭১.৪০ শতাংশ ভোট রেকর্ড করা হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার অভিনব উদ্যোগ ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের

নিজস্বপ্রতিবেদনঃদেশীয় শিক্ষার বদলে ১৮৩৫ সালে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেন লর্ড ম্যাকলে। কিন্তু তাতে ভারতীয় দর্শন শিক্ষায় কখনও ভাঁটা পড়েনি। ঈএরপর ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, জৈনধর্মের প্রতিনিধি বীরচাঁদ গান্ধী ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি অনাগরিক ধর্মপালের (শ্রীলঙ্কা) মাধ্যমে সারা বিশ্ব নতুন করে জানতে পারে ভারতীয় দর্শনের গভীরতা। এরপর বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হতে শুরু করে ভারতীয় দর্শন। মার্গারেট নোবেল (ভগিনী নিবেদিতা), মিরা আলফাঁসা (শ্রীমা), রোমাঁ রোলাঁ, ম্যাক্সমুলালের মতো বিদেশিরা কেউ এসেশে এসে আবার কেউ নিজের দেশে ভারতীয় দর্শনের শিক্ষাও শুরু করেন। প্রায় পাঁচশো বছর আগে ভক্তির যে ধারা প্রচার করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, সেই ধারাও

এগিয়ে যেতে থাকে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের হাত ধরে, যাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার এখন ভারতীয় দর্শনের আকর। এদেশের বৈষ্ণব দর্শনকে বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন এসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ইসকনের মাধ্যমে।ঈভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য ও বিভিন্ন ধারা তুলে ধরার পাশাপাশি সারা বিশ্ব জু।ে ভারতীয় দর্শনের সেই চর্চাকে এবার নতুন করে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিল কলকাতার ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টার। একদিকে ভারতের ধ্রুপদী দর্শন আর উল্টোদিক থেকে এসে মেশা পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা। পাশাপাশি এদেশের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা ও সেগুলির সংরক্ষণের দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান।ঈএবার নতুন প্রজন্মকে দর্শনের পাঠ দিতে তারা শুরু করল ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের উপর কর্মশালা ও অডিও ভিস্যুয়াল অনলাইন কোর্স, যেখানে ক্লাস নিচ্ছেন গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোশি থাকান, আইআইআইটি নিউ দিল্লির অধ্যাপক নিষাদ পট্টনায়ক,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ টেনেসির অধ্যাপক ইথান মিলস,নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অফ বার্গেনের অধ্যাপক নুট এক্সেল জ্যাকবসেন,কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন তিওয়ারি, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাকেশ চন্দ ও হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিএ টমির মতো দর্শনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞরা।ঈকোর্স কো-অর্ডিনেটর তথা বরীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, কলকাতায় ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের দর্শন ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে দুটি কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। যেগুলি বর্তমানে ' বি আর সি গ্লোবাল' ইউটিউবে বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শনের উপর আরও কয়েকটি কোর্স শুরু হবে। তিনি বলেন,দর্শন শাস্ত্র নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, দেশবিদেশ থেকে মূলত তাঁরাই সরাসরি ও কেউ অনলাইনের মাধ্যমে এই কর্মশালায় যোগ দিচ্ছেন। তাঁদের লক্ষ্য ভারতীয় ধ্রুপদী দর্শনের ঐতিহ্য ও চর্চাকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ফিরিয়ে আনার।ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন সুমন্ত রুদ্র বলেন, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা যেমন এখান থেকে ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারছেন, একই সঙ্গে সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,২জুনএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটো ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটো কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটো মোবাইল ডেটো । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে

ভোট মিটতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক বার্তা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ প্রায় সব বুথ ফেরত সমীক্ষায় ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট।ভোট মিটতেই এবং সমীক্ষার ফল বেরনোর পরেই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একাধিক বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শুরুতেই ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদী। লিখেছেন, 'যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তাদের সক্রিয় .অংশগ্রহণ আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। তাদের প্রতিশ্রুতি এবং নিষ্ঠা নিশ্চিত করে যে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশ লাভ করেছে। আমি ভারতের নারী শক্তি এবং যুবশক্তির বিশেষভাবে প্রশংসা করতে চাই। নির্বাচনে তাদের শক্তিশালী উপস্থিতি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ।'তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিজেপি কার্যকর্তাদের প্রতি। লিখেছেন, ' আমি প্রতিটি এনডিএ কার্যকর্তাকে সাধুবাদ জানাতে চাই। এই গরমে যেভাবে আমাদের উন্নয়নের মডেল দেশজুড়ে পৌঁছে দিয়েছেন, সেটা অভাবনীয়। আমাদের কার্যকর্তারা সেরা। আমাদের কার্যকর্তারা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।'বিগত দু'টি সরকারের উন্নয়নের সুফল দেখেই ভারতবাসী এনডিএ-র উপর আস্থা রেখেছেন বলে দাবি মোদীর। লিখেছেন, 'আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে, ভারতের জনগণ রেকর্ড সংখ্যক ভোট দিয়ে এনডিএ সরকারকে পুনর্নির্বাচিত করেছে। তাঁরা আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড দেখেছে এবং আমাদের কাজ যেভাবে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং নিম্নবিত্তদের জীবনে একটি গুণগত পরিবর্তন এনেছে তাতে আস্থা দেখিয়েছেন। পাশাপাশি, তারা দেখেছেন যে কীভাবে নানা সংস্কারকাজ ভারতকে পঞ্চম বৃহত্তম বিশ্ব অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। আমাদের প্রতিটি প্রকল্প কোনও পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সকলের কাছে পৌঁছেছে।'সমগ্র ভোট প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন ও নিরাপত্তা বাহিনীকে।কিন্তু বিরোধীদের কটাক্ষ করে মোদীর তোপ, ' ইন্ডি জোট ভোটারদের সঙ্গে একাত্ম হতে ব্যর্থ হয়েছে। ওরা বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক ও দুর্নীতিবাজ। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারকে রক্ষা করাই লক্ষ্য এদের। এই জোট জাতির জন্য ভবিষ্যত-এর পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।'

জেলযাত্রার আগে আবেগঘন বার্তা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ জেল মুখো হওয়ার আগে আম আদমি পার্টির নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে চোখে জল আনা বার্তা দেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, আমি সুপ্রিম কোর্টের কাছে কৃতজ্ঞ। তিহাড়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করব। বিকেল তিনটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরবো। প্রথমে রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। সেখান থেকে আমি হনুমানজির আশীর্বাদ নিতে কনট প্লেসের হনুমান মন্দিরে যাব। সেখান থেকে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে সব কর্মী ও দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করব। এর পর আমি তিহাড়ের উদ্দেশে রওনা হব। জেল থেকেই দল চালানোর প্রতিশ্রুতি দেন কেজরি। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা ভালো থাকলে আপনার কেজরিওয়ালও জেলে ভালো থাকতে পারবে।উল্লেখ্য, আবগারি মামলায় দুর্নীতির অভিযোগে কেজরিওয়ালকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল ইডি। তাঁকে পাঠানো হয় তিহাড় জেলে। ইডির গ্রেফতারির বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ জানায়, গ্রেফতারির বিরুদ্ধে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আবেদনের শুনানির জন্য সময় লাগতে পারে। তাই আদালত তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করবে। এর পরই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২১ দিনের জামিন পান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার ছিল তাঁর আবার জেলে ফেরার দিন।

আঠারোমুড়া এডিসি ভিলেজে পানীয়জলের হাহাকার, প্রশাসন নীরব

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ২ জুন ঃ প্রচণ্ড দাবদাহ ও গরমে ত্রিপুরার জনজীবন নাজেহাল। তাপমাত্রার পারদ ৩৬ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ছুঁই ছুঁই। এই পরিস্থিতিতে পানীয় .জলের চরম সংকট খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের আঠারমুড়া এডিসি ভিলেজের ৪৫ মাইলে।এই এলাকায় ১৫০ থেকে ১৭০ টি জনজাতি পরিবারের বসবাস। এই পরিবারগুলিতে পানীয় জলের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রত্যন্ত একটি এলাকা হওয়ায় প্রশাসনেরও কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ গিরিবাসীদের। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার পাহাড়ি এলাকাগুলিতে পানীয় জলের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করলেও ব্যাতিক্রম এই আঠারমুড়া এডিসি ভিলেজের ৪৫ মাইল এলাকাটি। ফলে প্রচণ্ড গরমে পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষ।সহজ সরল গিরিবাসীদের অভিযোগ, বারবার স্থানীয় এ.ডি.সি ভিলেজ থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর ও স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের আঠারমুড়া এ.ডি.সি ভিলেজের ৪৫ মাইল এলাকাটি ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এবং এই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।এইরকম এক অসহ্যকর পরিস্থিতিতে পানীয় .জল না থাকায় সমস্যায় পড়েছে সহজ সরল গিরিবাসীরা। দূর দূরান্ত থেকে গ্রামের গৃহবধূ সহ বাড়ির শিশু থেকে বয়স্করা জল সংগ্রহ করছে চড়াই উত।ই পাহাড় পেরিয়ে। এমনকি তীব্র দাবদাহের ফলে ছড়ার জলও শুকিয়ে গিয়েছে। অনেক দূর থেকে ঝর্নার জল এনে গ্রামবাসীদের ব্যাবহার করতে হচ্ছে। বারবার আঠারোমুড়া এ.ডি.সি ভিলেজে পানীয় জলের সঙ্কটের সমাধানে কথা বলা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ।বর্তমানে রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা যখন মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এলাকার বিধায়ক ছিলেন অতুল দেববর্মা ওই সময় ৪৫ মাইল এলাকায় বাম আমলের তৈরি করা একটি জলের উৎস মেরামতের নামে প্রায় ৪০ থেকে ৭০ হাজার টাকা চুনোপুঁটি থেকে রাঘব বোযালেরা গিলে খেয়েছিল বলে অভিযোগ। ফলে এই গিরিবাসীদের ভাগ্য সেই একই তিমিরে। গিরিবাসীদের অভিযোগ ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোট পাখিদের মিথ্যা গাল ভরা প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও ভোট পর্ব সাঙ্গ হতেই সেই সকল ভোট পাখিদের আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিযেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

তদন্তে সহযোগিতা করছেন না প্রজ্জ্বল, দাবি এসআইটি-র

বেঙ্গালুরু, ২ জুন ঃ তদন্তে সহযোগিতা করছেন না প্রজ্জ্বল রেভান্না। দাবি করল এসআইটি। তাঁদের করা বেশিরভাগ প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন এই সাংসদ। ফলে আগামীদিনে তাঁকে আরও কঠিন জেরার মুখে পড়তে হবে বলেই সূত্রের খবর।এসআইটি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সোমবার তাঁরা ঘটনাস্থলে যাবেন। প্রজ্জ্বলকেও সঙ্গে করে তাঁরা নিয়ে যাবেন। প্রজ্জ্বল রেভান্নার মোবাইল ফোনটি কোথায় আছে সেটাও জানার চেষ্টা করছে এস আইটি।প্রসঙ্গত, যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ওঠার পর

জার্মানিতে পালিয়ে যান প্রজ্জ্বল। সেখান থেকে দেশে ফেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করে এসআইটি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩ জুন মার্ট ঃসোম বার, ২০ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩ জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ৪, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২০ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩ জুন মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২০ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্নাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৭ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৫শতকরা এবং ৭১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫২১মনিটে এবং সূর্য অস্তযাবেঃ ৬ টা ১৭ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃহতাশার মনোভাব আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। আজ আপনার পথে আসা নতুন বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণ করুন- কিন্তু একবার প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার পরেই তাতে নিজেকে সঁপে দিন। **বৃষভ রাশিঃ**বাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিষ্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। আর্থিক উন্নতি **মিথুন রাশিঃ**শারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। অর্থ ব্যয়। **কর্কট রাশিঃ**গাড়ি চালানোর সময় যত্নশীল হোন। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। শুভদিন **সিংহরাশিঃ**আজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। অর্থ ব্যয়। **কন্যারাশিঃ**নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। **তুলারাশিঃ**সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি হয়। বিবাহের যোগ হতে পারে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। ফাটকায় লাভ আনবে **ধনু রাশিঃ** অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।শুভ **মকর রাশিঃ**সন্তান হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতেপারে। **কুম্ভ রাশিঃ**বিবাহের যোগ আছে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে। **মীন রাশিঃ**যদি আপনি সাম্প্রতিক কালে হতাশ বোধ করে থাকেন- তাহলে আপনার মনে রাখা উচিত যে আজ সঠিক কাজ এবং চিন্তা অত্যধিক সেই প্রয়োজনীয় অব্যাহতি দেবে। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই বিনিয়োগ করতে

এক্সিট পোলের সমীক্ষা নিয়ে সংশয়, ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী হাওড়ার বাম প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুনঃ এক্সিট পোলের ফলাফল নিয়ে ভোট বৈতরণী পার হওয়া যায়না। এক্সিট পোলের ফলাফল সবসময় মেলেও না। সুতরাং এনিয়ে বিশেষ ভরসা রাখছেন না হাওড়ার কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী সব্যসাচী চ্যাটার্জী। তিনি বলেন, বাংলায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে হাওয়া রয়েছে। কিন্তু সেটা মোটেও বিজেপির পক্ষেও নেই। মানুষ তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছেন। বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্নভাবে বিজেপিকে এগিয়ে রেখেছে তার পুরোটাই কাল্পনিক। বামফ্রন্ট প্রার্থীরা সবকটি আসনেই লড়াই করেছে। সারা বছর পড়াশোনা করলে ভয় টেনশন থাকেনা। আমরা হাওড়ায় বালি থেকে পাঁচলা সর্বত্র ভালো প্রচার করেছি। পার্টি কর্মীরা ভালো লড়াই দিয়েছেন। আশা করি আমরা ভালো ফল করবই। ইভিএম এর গন্ডগোলের আশঙ্কায় রাত পাহারা বসিয়েছেন দলের কর্মীরা সেকথাও জানান সব্যসাচী। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এদিন বলেন, ভোটের ফল প্রকাশের আগে টেনশনের কোনও কারণ নেই। কারণ পড়াশোনা করা হয়েছে। এর ফল পাওয়া যাবে। জেতার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। মানুষের কাছে পৌঁছেছি। বালি থেকে সাঁকরাইল, পাঁচলা এই ৭টি বিধানসভা এলাকায় আমাদের দলের প্রতিটি স্তরের কর্মীরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে এই লড়েছেন। নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর দলীয় কর্মসূচি চলছে। এক্সিট পোলের ব্যাপারে আমার মনে হয় এটা একটা অ্যাকাডেমিক

এক্সারসাইজ। এর ফলে সব মানুষের মতের প্রতিফলন অনেকসময় ধরা পড়ে এবং অনেক সময় ধরা পড়েনা। এটা ফাটকা বাজারকে ২-৩ দিন চাঙ্গা করে দেবে। এটার উপর দাঁড়িয়ে সব অনুমান মিলে যাবে তা ঠিক নয়। এক্সিট পোল কি দেখাল সেই ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী হই না। এক্সিট পোলে যা বলা হচ্ছে তার বাস্তবতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে কথা বলছেন।

তার মানে এই নয় যে তাঁরা বিজেপির পক্ষে কথা বলছেন। মানুষ বিজেপির দ্বারা আক্রান্ত। তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে বিজেপিকে মানুষ দেখছেন না বলেই আজ বিজেপি কমছে। একটা সময় তৃণমূল, বিজেপি উভয়েই কমবে। উভয় কমলে যা হওয়ার তাই হবে। এক্সিট পোল ভুল তথ্য দেয়। সুতরাং এতে আমরা বিচলিত নই। ওই বৈতরণীতে আমরা কোনদিন উঠিনি উঠবও না। ওটা আমাদের কাজ নয়।

হাওড়া-আমতা রোডে বাইকের সংঘর্ষ, গুরুতর জখম ২

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুনঃ হাওড়া-আমতা রোডে স্টান্ট বাইকিংয়ের সময় উল্টোদিক থেকে আসা অন্য একটি বাইকের সংঘর্ষ, গুরুতর জখম ২। স্টান্ট দেখাতে গিয়েই ওই ঘটনা ঘটে। রবিবার সকালে জগৎবল্লভপুর সন্তোষপুরের হাওড়া আমতা রোডে স্টান্ট বাইকিংয়ের সময় উল্টোদিক থেকে আসা একটি বাইকের মধ্যে ওই সংঘর্ষ হয়। বাইকের গতি এতটাই বেশি ছিল যে দুজনেই ছিটকে পড়ে যান রাস্তার ধারের নয়নজুলিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্য উদ্ধার করে দুই বাইক আরোহীকে পাঠানো হয় জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় এদের কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল বাগনান থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বাগনান, ২ জুন ঃ শুক্রবার রাতে বাগনানের নামী একটি মোবাইলের দোকান থেকে চুরি যাওয়া ১৮টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করে দোকানের মালিক-কে তুলে দেন বাগনান থানার পুলিশ।এদিন মোবাইল দোকানের মালিকের হাতে মোবাইল ফোনগুলো তুলে দেন বাগনান থানার আইসি অভিজিত দাস।সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক(এসডিপিও) নিরুপম ঘোষ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,চলতি বছরের এপ্রিল মাসের ১৭ তারিখের রাতে বাগনান থানা এলাকার নামী একটি মোবাইলের দোকান থেকে ২৫টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন চুরির ঘটনা ঘটে। চুরির ঘটনায় মোবাইল দোকানের মালিক বাগনান থানায় লিখিত অভিযোগ ও এফআইআর দায়ের করেন।এফআইআর-এর পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নামেন বাগনান থানার পুলিশ।তদন্ত চলাকালীন,উলুবেড়িয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং বাগনান থানার আইসি-এর নির্দেশনায় ওই থানার মামলার আইও এবং হাওড়া গ্রামীণ জেলার এসওজি দল ছত্তিশগড় ও উড়িষ্যা রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকার অধীনে অভিযান পরিচালনা করেন, এবং ১৮টি চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।এছাড়াও মোবাইল ফোন চুরি করার মূল অপরাধী ইয়াদ রাম প্যাটেল নামে ছত্তিশগড় রাজ্যের মহাসুমুন্ড জেলার বছর তিরিশের ওই যুবক-কে গ্রেফতার করা হয়।অভিযুক্ত-কে উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৯ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, অভিযুক্ত ওই যুবক পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে সে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা সহ ছত্তিশগড় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোবাইল ফোন চুরির সঙ্গে যুক্ত ছিল।অভিযুক্তর কাছ থেকে চুরি করা বাকি ফোন উদ্ধার করতে এবং পাশাপাশি মোবাইল ফোন চুরির সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছেন কিনা অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন বাগনান থানার পুলিশ আধিকারিক।

সুর দীক্ষার আয়োজনে প্রথম বর্ষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুনঃ সুর দীক্ষার আয়োজনে প্রথম বর্ষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হাওড়ায়। রবিবার বিকেলে হাওড়ার বোধোদয় মিশন ইন্টারন্যাশনালের কুসুম মঞ্চে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ তথা হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর প্রধান ডা.সুজয় চক্রবর্তী। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিত্রশিল্পী মলয় রায়, বিশিষ্ট কবি ও সঙ্গীতকার অনিমেষ কুমার চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী অরিন্দম মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন রাজীব চন্দ্র। সমগ্র অনুষ্ঠান, ভাবনা, পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট শিল্পী দেবারতী বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সুর দীক্ষার ছাত্রছাত্রীরা ও অন্যান্য আমন্ত্রিত শিল্পীরা। এদিনের অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পী অরিত্রী চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যদের গান প্রশংসার দাবি রাখে।

রায়দীঘিতে ১২ দলের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয়ে গেল রবিবার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২ জুন ঃ বর্তমান সময়ে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এখনকার প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা। আর রবিবার সিংহেরচক পল্লী উন্নয়ন সমিতির পরিচালনায় রায়দীঘির সিংহের চকে সুজন হালদার ও সৌরভ হালদারের উদ্যোগে নক আউট ক্রিকেট হয়ে গেল। এই খেলায় এদিন ১২ টি দল অংশ নেয়।আর এদিনের এই খেলা দেখতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

জেলযাত্রার আগে আবেগঘন বার্তা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ জেল মুখো হওয়ার আগে আম আদমি পার্টির নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে চোখে জল আনা বার্তা দেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, আমি সুপ্রিম কোর্টের কাছে কৃতজ্ঞ। আজ তিহাড়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করব। বিকেল তিনটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরবো। প্রথমে রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। সেখান থেকে আমি হনুমানজির আশীর্বাদ নিতে কনট প্লেসের হনুমান মন্দিরে যাব। সেখান থেকে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে সব কর্মী ও দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করব। এর পর আমি তিহাড়ের উদ্দেশে রওনা হব। জেল থেকেই দল চালানোর প্রতিশ্রুতি দেন কেজরি। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা ভালো থাকলে আপনার কেজরিওয়ালও জেলে ভালো থাকতে পারবে।

উল্লেখ্য, আবগারি মামলায় দুর্নীতির অভিযোগে কেজরিওয়ালকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল ইডি। তাঁকে পাঠানো হয় তিহাড় জেলে। ইডির গ্রেফতারির বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ জানায়, গ্রেফতারির বিরুদ্ধে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আবেদনের শুনানির জন্য সময় লাগতে পারে। তাই আদালত তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করবে। এর পরই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২১ দিনের জামিন পান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার ছিল তাঁর আবার জেলে ফেরার দিন।

নদিয়া জেলার আসাননগর নাগরিকত্ব পেলো

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২ জুনঃনাগরিকত্ব পেলো নদীয়ায় ২০১২ সালে বাংলাদেশের ঝিনাইদহ থেকে নদিয়া জেলার আসাননগর এলাকায় পুরো পরিবার নিয়ে চলে আসেন বিকাশ মণ্ডল। এরপরে যখন নাগরিকত্ব আইন পাস হলো তারপর থেকেই তিনি চেষ্টায় ছিলেন এ দেশের নাগরিকত্বের শংসাপত্র পাওয়ার জন্য। এরপর তিনি অনলাইনে আবেদন করে গত ২৭ তারিখ মে মাসের ২৭ তারিখে তাকে ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হয় কৃষ্ণনগর পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্ট অফিসে। এরপর তিনি সমস্ত ডকুমেন্ট জমা করার পর অবশেষে তিনি নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেলেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র ৩৫০-র বেশি আসন পাওয়ার পূর্বাভাস অধিকাংশ জনমত সমীক্ষার

শুভলগ্ন চন্দ্র

অধিকাংশ জনমত জরিপে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যার ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসবেন। বুথ ছাড়ার পরপরই ভোটারদের নিয়ে এক্সিট পোল করা হয়। এই জরিপের লক্ষ্য সরকারি ফলাফল পাওয়ার আগেই নির্বাচনের ফলাফলের পূর্বাভাস দেওয়া।শুক্রবার কংগ্রেস টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে লোকসভার কোনও এক্সিট পোল বিতর্কে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। কংগ্রেস মুখপাত্র ও মিডিয়া বিভাগের চেয়ারপার্সন পবন খেরা বলেছেন, ভোটাররা তাদের ভোট দিয়েছেন এবং তাদের রায় সুরক্ষিত রয়েছে।বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা দাবি করেছেন যে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তটি একটি দ্ব্যর্থহীন নিশ্চিতকরণ যে বিরোধী দল ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে মেনে নিয়েছে। এক্স-এ একটি পোস্টে, নাড্ডা শনিবার নির্বাচনের সপ্তম এবং শেষ পর্যায়ে ভোটারদের তাদের ভোট নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস সাধারণত অনুকূল ফলাফলের আশা না করলে অপ্ট আউট করে তবে যদি তারা মনে করে যে এটির কোনও বহিরাগত সুযোগ রয়েছে তবে তার কোনও সম্মতি নেই।তবে, শনিবার গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি বলেছে যে ভারতের সমস্ত দল এক্সিট পোলের ফলাফলে অংশ নেবে।এক্সিট পোলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রয়েছে। যাইহোক, ২০১৯ এবং ২০১৪ সালের ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনের এক্সিট পোলগুলি প্রায় সঠিকভাবে সামগ্রিক অনুভূতি ধারণ করেছে।২০১৯ সালে, এক্সিট পোলগুলি এনডিএ-র জন্য গড়ে ৩০৬টি এবং ইউপিএ-র জন্য ১২০টি আসনের পূর্বাভাস দিয়েছিল। প্রকৃত ফলাফল এনডিএ-র জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল, যারা ৩৫২টি আসন জিতেছিল (বিজেপি একা ৩০৩টি পেয়েছিল) এবং ইউপিএ মাত্র ৯৩টি আসন পেয়েছিল। (৫২). ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র জন্য ৩৫২ টি আসনের পূর্বাভাস দিয়েছিল, অন্যদিকে নিউজ ২৪-টুডের চাণক্যও বিজেপির জন্য একটি বড় জয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল ।২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ৩০৩ টি আসন জিতেছিল, যা ২০১৪ সালের তুলনায় ২১ টি বেশি, যেখানে কংগ্রেস দল ৫২ টি আসনে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্রাবিড় মুনেত্র কড়গম এবং ওয়াইএসআরসিপি প্রত্যেকে ২৩ টি আসন জিতেছে, তারপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিএমসি ২২, শিবসেনা ১৮, জেডি (ইউ) ১৬, বিজেডি ১২, বিএসপি ১০, এসপি ৫, এনসিপি ৫ এবং সিপিআই (এম) ৩ টি আসন পেয়েছে।এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এনডিএ-র জন্য ৪০০ টিরও বেশি আসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন, যেখানে বিজেপি ৩৭০ টিরও বেশি আসনের লক্ষ্য নিয়েছে।

গন্ডাছড়ায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণ, মামলা হলেও গ্রেফতার নেই

গন্ডাছড়া (ত্রিপুরা), ২ জুনঃ ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় এক জনজাতি গৃহবধূ ধর্ষিতা। এই ধর্ষণ কান্ড নিয়ে চলছে গুঞ্জন। গন্ডাছড়া থানায় অভিযুক্তের নামধাম দিয়ে মামলা করেছে ওই ধর্ষিতার পরিবার। সংবাদ লেখা পর্যন্ত পুলিশের খাতায় গ্রেপ্তার নেই। কিন্তু ধর্ষণের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জল ঘোলা হতে যাচ্ছে তা কেউই টের পাচ্ছে না। জানা গিয়েছে গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত ত্রিশকার্ডের বাসিন্দা সুশীল দাস। সুশীল দাস একজন মৎস্যজীবী। ওই মৎস্যজীবী সুশীল দাস কয়েক বছর পূর্বে গন্ডাছড়া দলপতিপাড়ার এক জনজাতি যুবতিকে বিবাহ করে ত্রিশকার্ডের নিজ বাড়িতে বসবাস করে আসছেন। বর্তমানে দুইবছরের এক ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে সুশীলের সংসার। দিন আনি দিন খাই পরিবারের কর্তা সুশীল দাস মৎস্যজীবী হওয়ায় স্ত্রী এবং একমাত্র

ছেলেকে বাড়িতে রেখে প্রায় প্রতিদিনই দুপুর বেলায় ডুম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরতে চলে যান এবং মাছ ধরার পর সুশীলবাবু রাত ১১১২ টায় বাড়িতে ফিরে আসেন। অভিযোগ সুশীলের বাড়ীর একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে ত্রিশকার্ডের বাসিন্দা মিঠুন সরকার মৎস্যজীবী সুশীল দাসের জনজাতি গৃহবধূর উপর কুনজর পড়ে। একসময় ওই গৃহবধূ সমাজদ্রোহী মিঠুনকে তাদের বাড়িতে না আসতে বাড়নও করে দিয়েছিল। কিন্তু এতে ক্ষেপে যায় মিঠুন। বদলা নিতে উঠেপড়ে লাগে মিঠুন সরকার। ধর্ষিতা জনজাতি গৃহবধূর বয়ান অনুযায়ী শনিবার রাত আনুমানিক দশটায় প্রথমে মিঠুন সরকার সুশীলের বাড়িতে যায় এবং সুশীলের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুশীলের ঘরে বসে মদ খাওয়ার আর্জি জানায় মিঠুন। এতে সুশীলের স্ত্রী রাজি না হওয়ায় তখনকার মতো ফিরে আসে মিঠুন।

অভিযোগ এর একঘটা পরেই আসল দাঁত বের করে মিঠুন। ওই জনজাতি গৃহবধূর অভিযোগ রাত আনুমানিক এগারোটায় ফের সুশীলের বাড়িতে হাজির হয় মিঠুন এবং জোড় পূর্বক ঘরের নড়বড়ে দরজা ভেঙে ওই জনজাতি গৃহবধূর মুখে গামছা ঢুকিয়ে পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পাশবিক লালশা চরিতার্থ করে মিঠুন। এমন সময়ই বাড়িতে আসেন গৃহকর্তা সুশীল দাস। স্ত্রীর ধর্ষণের ঘটনাটি আচ করতে পেরে স্ত্রীকে নিয়ে আসেন হাসপাতালে। গন্ডাছড়া মহকুমা থানায় মিঠুনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুশীল দাস।কিন্তু ঘটনার একদিন অতিক্রান্ত হতে চলেছে, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়নি পুলিশ।

উত্তরপাড়া থানার সিভিক ভলান্টিয়ারের কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২ জুন ঃ সিভিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুরু বিতর্ক, উত্তরপাড়া থানার সিভিক ভলান্টিয়ার কর্তব্যরত অবস্থায় থানায় অসুস্থ হয়ে পড়ায়,প্রথমে উত্তরপাড়া হাসপাতাল পরে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় তাঁর কিন্তু শেষ বেলা এক বারের জন্য উত্তরপাড়া থানায় মরদেহ নিয়ে আসা হল না,যে কর্মী থানায় মুন্সী পদে দীর্ঘদিন কাজ করলো কেনই বা তার মরদেহ থানায় নিয়ে আসা হল না এই নিয়ে প্রশ্ন তুললো বিজেপি নেতৃত্ব, এই নিয়ে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য পঙ্কজ রাই জানান একজন সিভিককে যে থানা নূন্যতম সম্মান জানাতে না পারে তাদের থেকে কি বা আশা করা যায়, আমরা রাত নটা থেকে থানার বাইরে অপেক্ষা করছিলাম,ওনাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কিন্তু পুলিশ থানায় মরদেহ না নিয়ে সোজা শ্মশানে নিয়ে চলে গেল,এই নিয়ে আমরা ঠিক জায়গায় অভিযোগ জানাবো।

৪ দফা দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে বিজেপি, ইন্ডি জোটকে তোপ পীযূষের

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ বিরোধীদের প্রতি অভিযোগ-সহ ৪ দফা দাবি নিয়ে রবিবার নির্বাচন কমিশনে গেল বিজেপি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে দেখা করেছে। তুলে ধরেছেন নিজেদের বক্তব্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পীযূষ গোয়েল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে দেখা করেছে এবং তাঁদের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। একটি হল, আমরা নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করেছি, গণনা প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত প্রতিটি আধিকারিককে নির্ধারিত প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্রতম বিবরণের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনের সমস্ত প্রোটোকলের সঙ্গে নিষ্ঠার সাথে জড়িত থাকতে হবে। পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, দ্বিতীয়ত, গণনা ও ফলাফল ঘোষণার সময় নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

অরুণাচলে গেরুয়া ঝড়ে তছনছ বিরোধী, ৬০-এর মধ্যে ৪৬ আসনে জয়ী বিজেপি, রচনা ইতিহাস, উল্লাস পদ্ম শিবিরে

ইটানগর, ২ জুনঃ ৬০ আসনের অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভায় ৪৬ আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু নেতৃত্বাধীন বিজেপি এবার বিগত দিনের রেকর্ড ভঙ্গ করে ইতিহাস রচনা করেছে। দলের ঐতিহাসিক সাফল্যে বিজেপির নেতা-কার্যকর্তা এবং সমর্থকরা লাগামহীন উচ্ছ্বসিত। তৃতীয়বারের মতো রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। এদিকে রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস এবার মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এনপিপি, পিপিএ, এনসিপি এবং নির্দলীয়রা দু-চারটি করে কয়েকটি আসন পেয়েছেন। অরুণাচল প্রদেশে বিদায়ী বিজেপি সরকারের সব মন্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠ নেতা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, মুক্তো আসনে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), চৌনা মিন, মামা নাতুং, ওয়াঙ্কি লোয়াং, অ্যালো লিবাং, ওয়াংলিন লোয়াংডং, ইলিং তালং, তেচি কাসো, নিনং এরিং প্রমুখ। প্রসঙ্গত, পেমা খান্ডু সহ বিজেপির দশ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দশটি আসনে বিজয়ী হয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশন মোট ৬০ আসনের সর্বশেষ খবর দিয়ে জানিয়েছে, বিজেপি ৪৬ আসনে বিজয়ী হয়েছে। এগুলি যথাক্রমে ১ নম্বর লুমলায় সেরিং লামু, ৩ নম্বর মুক্তো আসনে পেমা খান্ডু (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ৪ নম্বর দিরাং আসনে ফুরপা সেরিং, ৫ নম্বর কলকতাং আসনে ত্‌সেতেন চম্বে কি, ৭ নম্বর বমডিলায় ডংরু সেংজু (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ৯ নম্বর ছায়াংতাজো কেন্দ্রে হেইং ম্যাংফি, ১০ নম্বর সেপ্পা (পূর্ব) আসনে ইলিং তালং, ১১ নম্বর সেপ্পা (পশ্চিম) আসনে মামা নাতুং, ১২ নম্বর পক্কে-কেসাং আসনে বিয়ুরম বাহগে, ১৩ নম্বর ইটানগর আসনে তেচি কাসো (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ১৫ নম্বর সাগলি আসনে রাতু তেচি (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ১৭ নম্বর জিরো-হাপোলি কেন্দ্রে হেগে অপ্পা (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ১৮ নম্বর পালিন কেন্দ্রে বালো রাজা, ১৯ নম্বর ন্যাপিন আসনে তাই নিকিও, ২- নম্বর তালি কেন্দ্রে জিক্কে তাকো (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ২১ নম্বর কলোরিয়াং আসনে পানি তারাম, ২২ নম্বর নাচো আসনে নকাপ তালো, ২৩ নম্বর তলিহা আসনে ন্যাতো দুকম (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ২৪ নম্বর দাপোরিজো আসনে তানিয়া সোকি, ২৫ নম্বর রাগা আসনে রটোম তেবিন, ২৬ নম্বর ডাম্পোরিজো কেন্দ্রে রোডে বুই, ২৮ নম্বর লিকবালি (এসটি) আসনে কার্দো নাইগ্যোরে, ২৯ নম্বর বসর আসনে ত্যাবি জিনি দির্চো, ৩০ নম্বর আলং (পশ্চিম) আসনে তোপিন আতে, ৩১ নম্বর আলং (পূর্ব) আসনে কেন্টো জিনি, ৩২ নম্বর রামগং কেন্দ্রে তালেম তাবোহ, ৩৩ নম্বর মেচুকা আসনে পাসং দরজি সোনা, ৩৪ নম্বর টুটিং-ইংকিওং কেন্দ্রে অ্যালো লিবাং, ৩৫ নম্বর পঙিন কেন্দ্রে অজিং তাসিং, ৩৬ নম্বর নারিকয়ু (এসটি) আসনে তজির কড়ু,, ৩৭ নম্বর পাসিঘাট (পশ্চিম) আসনে নিনং এরিং, ৪১ নম্বর অনিনি আসনে মপি মিহু, ৪২ নম্বর ডম্বুক আসনে পুণ্য অপুম, ৪৩ নম্বর রয়িং আসনে মুচু মিথি (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ৪৪ নম্বর তেজু আসনে ড. মহেশ চাই, ৪৫ নম্বর হুলিয়াং কেন্দ্রে দাসংগ্লু পুল (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ৪৬ নম্বর চৌখম আসনে চৌনা মিন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ৪৭ নম্বর নামসাই আসনে চাও জিগনু নামচুম, ৫০ নম্বর মিয়াও আসনে কামলুং মৌসাং, ৫২ নম্বর চাংলাং (দক্ষিণ) আসনে হমজোং তঙ্গাহ,

৫৩ নম্বর চাংলাং (উত্তর) আসনে তেসম পঙ্গোতে, ৫৪ নম্বর নামসাং আসনে ওয়াঙ্কি লোয়াং, ৫৬ নম্বর খোনসা (পশ্চিম) আসনে চকট আবো, ৫৭ নম্বর বরদুরিয়া-বগাপানি আসনে ওয়াংলিন লোয়াংডং, ৫৮ নম্বর কানুবাড়ি আসনে গ্যাব্রিয়েল ডানওয়াং ওয়াংসু এবং ৬০ নম্বর পাংচৌ-ওয়াক্কা আসনে হনচুম ঙানডাম। ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র পাঁচ বিজয়ী প্রার্থী যথাক্রমে ২ নম্বর তাওয়াং আসনে নামগে সেরিং, ২৭ নম্বর লিরোমবা আসনে পেসি জিলেন, ৩৮ নম্বর পাসিঘাট (পূর্ব) আসনে তাপি দরং, ৪০ নম্বর মরিয়াং আসনে অনি পনইয়াং এবং ৫৯ নম্বর লংডিং-পুমাও আসনে থাংবাং বাংহম। এনসিপি-র তিন বিজয়ী প্রার্থী যথাক্রমে ১৬ নম্বর যাচুলি আসনে টকো তাতুং, ৪৮ নম্বর লেকাং আসনে লিখা সোনি এবং ৪৯ নম্বর বড়ুমসা-দিয়ুং আসনে নিখ কামিন। পিপলস পার্টি অব অরুণাচল (পিপিএ)-এর দুই বিজয়ী প্রার্থী যথাক্রমে ১৪ নম্বর দইমুখ আসনে নবাম বিবেক এবং ৩৯ মেবো আসনে ওকেন তায়েং। এক আসনে বিজয়ী হয়েছেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি)-প্রার্থী। তিনি ৮ নম্বর আসনের কুমার বাই।

তিন আসনে বিজয়ী নির্দলীয় প্রার্থী যথাক্রমে ৬ নম্বর থ্রিজিনো-বুরাগাঁও-এ তেনজিন নাইমা গ্লো, ৫১ নম্বর নামপঙ আসনে লাইসম সিমাই এবং খোনসা (পূর্ব) আসনে বাংলাম সাবিন।

উত্তরপাড়ার মাখলা শীতলতলায় শতাব্দী প্রাচীন কালী পুজোয় ভক্তদের ঢল

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২ জুন ঃ হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা শীতলাতলা চ্যাটার্জ পাড়ায় জৈষ্ঠ্য মাসের কৃষ্ণপক্ষের শনিবার সারারাত ধরে কালী মায়ের পূজো হল । জানা গেল এই পুজো শতাব্দীরও বেশি প্রাচীন প্রত্যেক বছরের মত এ বছরও ধুমধামের সঙ্গে কালি মায়ের পুজো হলো, প্রচুর ভক্তের সমাগম হয় কালীমন্দির সুন্দর ভাবে আলোকসজ্জায় সাজানো হয়। মন্দিরে মায়ের পুজোয় উপস্থিত ছিলেন এলাকার কাউন্সিলর তথা উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ।

বাইশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মানসী সিংহ সমাজসেবী মানিক সিংহ সহ বিশিষ্টরা। সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ জানালেন এই কালীপুজো, ১০০ বছরেরও প্রাচীন আমরা তখন অনেক ছোট তখন

মায়ের পুজো হতো খুব সাধারণভাবে তখন এত কিছু ছিল না মন্দির তখন হয়নি। আগের দিন জল ঢালা হয়। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে আশা করি আগামী দিনে আরো ভালো হবে এই পুজো হবে মায়ের কাছে তাই প্রার্থনা। তিনি সবার মঙ্গল করুন এই পুজোর পরিচালনায় শীতলা মন্দির কমিটি ও স্থানীয় যুবক বৃন্দ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৮৪ সংখ্যা, সোমবার, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

ভোটের ফলাফল কি ?

লোকসভার ফলাফল ছাড়া এখন আর কারোর মুখে কোনও কথা নেই। জোট ইণ্ডিয়ার অবস্থা একেবারে ভালো নয়। জোট ইণ্ডিয়া কতগুলি আসন পেতে পারে তা নিজেরাই বলতে পারছে না। তবে কংগ্রেস শাসিত অঞ্চলে তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু সেখানেও বিজেপি থাবা বাসিয়ে রেখেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে কংগ্রেস বা বিরোধী দল আশা করতে পারছে না যে তারা আসন পেতে পারে। বিহারের লোকসভার নির্বাচনে নীতীশ কুমার এবং লালু প্রসাদ যাদব আসন পেতে পারেন। কিন্তু সেখানেও কংগ্রেস আশা প্রকাশ করছে না যে তারা আসন পাবে। বিজেপি দল বিহারে এবারে ভালো ফল করবে বলে আশা প্রকাশ করেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বিজেপি ছাড়া বিরোধী দলের বলতে গেলে আশা একেবারে কম। ত্রিপুরা বা আসামে তৃণমূল দলের কোনও নেতা বা মন্ত্রীরা প্রচারে গিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। তারা পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ঘাঁটি করে তৃণমূল কংগ্রেস এতকাল ধরে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে বিরোধী দলের কেউই প্রবেশ করতে পারতো না। কিন্তু হাওয়া ক্রমশ ঘুরতে শুরু করেছে। তবে গ্রামীন ভোট যাদের পকেটে পড়বে তারাই লোকসভায় আসন পাবে। ভারতের অধিকাংশ ভোটাররা গ্রামে বসবাস করে। তারা কৃষক থেকে শুরু করে জেলে, শ্রমিক এবং দিন মজুর। এদের ভোটের ওপরে নির্ভর করছে নেতারা দেশ শাসন করার। তবে সবাই বলতে শুরু করেছে যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি অনুকূলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। ভারতের গণতান্ত্রিক সচেতনতার ভোটারদের সংখ্যা অতি নগণ্য। যারা শিক্ষিত তারা সব দিক ভাবনা চিন্তা করে ভোট দিয়ে থাকেন। কিন্তু ভারতের গ্রামীন এলাকায় অধিকাংশ ভোটাররা খেতে পরতে ঠিক মতো পায় না। তারা কাদেরকে ভোট দিল তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। তারা ভোট দেওয়ার তাই দিয়ে থাকে। বেশির ভাগ বাড়ির কর্তার হুকুমে বাড়ির মহিলারা ভোট দিয়ে থাকেন গ্রামে। শহরের মহিলাদের ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। তারা ভেবে চিন্তে ভোট দান করে থাকেন। তবে এবারে হাওয়া বিশেষ করে এক্সিটপোল বলছে বিজেপি আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমতে পারে। তবে এবার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে রাজ্যের ক্ষেত্রে এক্সিটপোল ঠিক মতো কাজ করছে না। উল্টোটাও হতে পারে। সবটাই নির্ভর করছে চার জুনের উপর। তবে এটাতো লোকসভার নির্বাচন। বিধানসভার নির্বাচন নয় যে রাজ্য সরকার পড়ে যাবে। তবে রাজনৈতিক দলকে এখন থেকে সতর্ক হয়ে পা ফেলা উচিত। জনগণের হয়ে কাজ করতে হবে এবং তাদের কোথায় অসুবিধা রয়েছে তার নিরসন করতে হবে। তবেই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বজায় থাকবে। না হলে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। সেই দিন আসছে।

মহিলা বিপ্লবীর শেষজীবন

কলকাতা শহরটাকে তাঁর নিশ্চয়ই তখন মনে হয়েছিল এক জেলখানা। যে জেলখানার চেয়ে ইংরেজের জেলখানায় কষ্ট এবং গর্ব ---- দুইই ছিল ঢের বেশি। এই গর্বই একদিন সব দুঃখ-কষ্ট ভোলাতে সাহায্য করেছিল বীণা দাসকে। কিন্তু এখন এখানে থাকবেন তার ভরসায় আর কীসের আকর্ষণে? এখানে তো দুহাত ভরে কুড়িয়েছেন শুধু অপমান আর অপমান। হৃষীকেশে কার কাছে গেলেন তিনি ? কে তাঁকে আশ্রয় দিল ? হয়তো দেখা যাবে কোন আশ্রমে সকালে ও সন্ধ্যায় অনাথ ভিখিরিদের সাথে পাত-পেতে তিনিও বসে গেছেন দুটো অন্নের লোভে ! মানুষের পেটের দায় যে বড় বেশি ! কতদিন হৃষীকেশে ছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। কে রাখবে সে খোঁজ ? কত মানুষ সেখানে নিত্য আসে যায় ! তবে হাঁ, একদিন হৃষীকেশের পুলিশের কাছে খবর এলো যে অমৃতবাহিনী গঙ্গার কোলে এক নির্জন স্থানে এক বেওয়ারিশ লাশ দেখা গেছে। লোকাল মানুষেরা কেউ তাকে চেনে না। পুলিশ গিয়ে সেই লাশ উদ্ধার করলো। পুলিশ দেখলো লাশটি এক মহিলার। বয়েস আনুমানিক সত্তর। তাঁর কাপড় পরার ধরণ দেখে পুলিশের মনে হল মহিলা সম্ভবত বাঙালি। শরীরে কোন অলংকার নেই। লোক্যাল পেপারে মহিলার মুখের ছবি ছাপা হল। পেপারের খবরটা নজরে এলো ড. ত্রিগুণা সেনের। তিনি তখন কনখলে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম রয়েছেন। ড. ত্রিগুণা সেন ফোন করলেন তাঁর এক ছাত্রকে হৃষীকেশে। সেই ছাত্রের কাছে সংবাদের সত্যতা যাচাই করে ছুটে এলেন নিজে, হৃষীকেশে। এসে কী দেখলেন ত্রিগুণা সেন ? পুলিশ মর্গে গিয়ে দেখলেন কীভাবে নিশ্চিন্তে ‘ঘুমের দেশে’ চলে গেছেন এক বীরাঙ্গনা যিনি একদিন বাংলার ছোটলাটকে সেনেট হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গুলি চালিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। যিনি ছিলেন বাঙালির শ্রেষ্ঠ বীর ও দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের জীবনে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পরিচিত বেণীমাধব দাসের কন্যা। যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নীতিগত কারণে। অথচ যিনি বহু চেষ্টা করেও আইনের বজ্রআঁটুনির জন্যে নিজের প্রাপ্য পেনশান আদায় করতে পারেননি সরকারের থেকে। বঞ্চিত হয়েছিলেন ন্যায্য অধিকার থেকে। বলা বাহুল্য যে, ত্রিগুণা সেন বীণাকে চিনতেন। যাদবপুরে যখন তিনি ভি সি তখন অনেক অনুষ্ঠানেই বীণার সাথে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। বীরাঙ্গনা বীণা দাস ! তোমায় আমরা তোমার ন্যায্য অধিকার থেকে সেদিন বঞ্চিত করে অন্যায় করেছিলাম।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

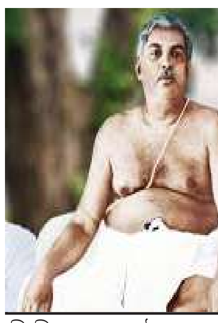

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, আসল শক্তি দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তিশালী হতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিদায়িনী। রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্য মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে ধ্যান করে শক্তি অর্জন করতে হবে। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তি। তাঁর কাছ থেকে সবাইকে শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি আধার। মা সারদা হচ্ছেন তাঁর ভাবশক্তি। জ্ঞান শক্তি। মন্ত্র শক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করেন তার কারণ হচ্ছে নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে।

বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগর ভিন্ন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না

রবীন্দ্রকুমার শীল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করে সবার কাছে অতি পরিচিত হতে পেরেছিলেন তাঁর জন্মের দুশো বছর পরে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর লেখাটি মনে পড়ে যাচ্ছে-‘ অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিস বড় করিয়া দেখায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।’। উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সন।) এই সময়টা হচ্ছে শিক্ষা সংস্কার এবং বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির করার চিত্র সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় সেখানে নানা অসমন্বয় এবং বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম এবং পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে বিদ্যাসাগর এককভাবে ও কিছু সহযোগীদের উদ্যোগে আধুনিক ব্যবহারযোগ্য বাংলা ভাষা, প্রাথমিক ও নীতিশিক্ষার বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ, বাংলা মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থা এবং নারী শিক্ষার পাকা বুনিয়াদ স্থাপন করে গেলেন যার ওপরে ভিত্তি করে আজকে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আধুনিক বাংলার সাহিত্যের সূচনাও বলা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার পাকা বুনিয়াদ যিনি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই বিদ্যাসাগরের যাত্রাপথ ছিল খুবই কঠিন ছিল।সব সময়ে তাকে বাস্তবের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সময়ে হুগলি জেলার (এখন পশ্চিম মেদিনীপুর) ঘাটাল মহকুমা বীরসিংহ গ্রামে এক হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবীর জেষ্ঠ্যপুত্র ছোটবেলা থেকে যেমন জেদি এবং একগুঁয়ে ঠিক তেমনি ছিলেন বিদ্যাশিক্ষা লাভের চরম উৎসাহী। মাত্র ন’বছর বয়সে পিতার সঙ্গে এসে সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জেদি এবং একগুঁয়েমির ছবি অঙ্কণ করতে শম্ভুচন্দ্রের লেখার সাহায্য নিয়ে ‘বিদ্যাসাগর-চরিত’ প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন-‘‘পিতার তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণ মাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাঙ্কশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করাইয়া স্নান করাইতেন।’’

ছাত্র জীবনে বহু ঝড় তাঁর পাশ দিয়ে কেটে গেলেও তিনি কিন্তু সংস্কৃতকে ভাষাকে আকঁড়ে ধরে রেখে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনও বাসনা তাঁর ছিল না। খুব দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে সময়ের স্রোতে ভেসে না গিয়ে সংস্কৃত কলেজে পাঠক্রমের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন। ১৮২৬ সালে মে মাস থেকে যে এলাকায় সংস্কৃত কলেজ ভবনটি প্রতিষ্ঠিত তার একটি অংশ সংরক্ষিত ছিল কোম্পানির আমলে ভারতীয়দের জন্য গড়ে ওঠা প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগটি (১৮১৭ সাল)। শিক্ষাবিদ এইচ এইচ উইলসন কলেজের ‘পণ্ডিত’ এবং স্কুলের ‘বাবু’দের জ্য একটি পৃথক রেলিং যেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সেই রেলিং ধরে হিন্দু কলেজে চলছে তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ানের (১৮০৩-৩১) হাতে গড়ে তুললেন ‘ইয়ং বেঙ্গল’ গোষ্ঠী সংস্কৃতি। হিন্দু সমাজের প্রচলিত সংস্কার এবং প্রথার বিরুদ্ধে এই গোষ্ঠী সক্রিয় সমালোচনা এবং তীব্র বিরুদ্ধচারণ করত, ঠিক তেমনি খাদ্য-পোশাক ও দৈনন্দিন জীবন যাপনে চরম পশ্চিমী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে ডিরোজিও চিন্তাধারাকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখতে পাওয়া গেল সেই সময়ে হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতির কর্ণধারদের কাছে ব্যাপারটা চক্ষুশূল হয়ে ওঠার ফলে ডিরোজিওর চাকরিটি চলে যায়। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র এই সব ঝড়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বটে। কিন্তু তিনি এর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেননি। লক, হিউম, রুশো বা টমা পেইনের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে গা ভাসানো বিলাসিতার মধ্যে না থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ধুতি-চাদর এবং চটি পরেও তিনি ছিলেন আপাদমস্তক যুক্তিবাদী মানবতাবাদের বিশ্বাসী প্রথানিবন্ধ আধুনিকতার ধারক এবং বাহক। মাত্র বারো বছর ধরে অত্যন্ত কঠোর অধ্যবসায়ের পর (১৮৪১) সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাশিক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সেই বছরের একদম শেষ দিকে (২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১) কলকাতার ফোর্ড উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত সোরেস্তাদার পদে যোগ দিতেই শুরু হল তাঁর শিক্ষকতা জীবন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম দিককার বিধিবদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের অবদান রয়েছে। ১৮০০ সালের ১০ জুলাই এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তখনকার সময়ে বড়লাঠ লর্ড ওয়েলসলির কাছে ‘স্বপ্নের সন্তান’ হিসাবে লালিত পালিত হতে শুরু করে। এদেশে আগত প্রশাসকদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা, আইন প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় বিষয়ক বিদ্যায় পারদর্শী করার কেন্দ্র হিসাবে তুলতে চেয়েছিলেন বড়লাট ওয়েলেসলি। এককথায় বলা যেতে পারে তিনি চেয়েছিলেন কলেজটি হোক -‘প্রাচ্যের অক্সফোর্ড।’ কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানির পরিচালনমণ্ডলী, কোর্ট অব ডিরেক্টরস চাননি এই রকম একটি ব্যয়সাপেক্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে। কোম্পানি শুধু মাত্র চেয়েছিল বিলেতের আমাদের প্রশিক্ষই হিসাবে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ফোর্ড উইলিয়াম কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাকে অতিক্রম করে তার পরিধি বিভিন্ন শিক্ষা মহলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ভারতীয় ভাষা এবং চর্চার শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে। ফলে ঔপনেবিশক সরকারের রাজনৈতিক এবং অর্থনীতির ক্ষমতা যত বেশি তীব্র হতে থাকে ততই ভারতীয় ভাষা অর্জনের চেয়ে শাসন ও বাণিজ্যে ইংরেজি ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল। এই প্রেক্ষাপটে ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতের বড়লাট হয়ে এসে প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। যার ফলে ১৮৩০ সাল থেকে কলেজের অর্থ বরাদ্দের ওপরে বড় ধরনের আঘাত এসে পড়ে।

প্রাচ্যবিদ্যাপন্থীদের যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস এবং পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলেন বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের সহায়তায় তাঁর মানসপুত্র প্রতিষ্ঠান ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তার নাম হল এশিয়াটিক সোসাইটি। উইলিয়াম জোন্স, এইছ জে কোলব্রুক সহ আরও বেশ কয়েকজনের তত্ত্বাবধানে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এই প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা এবং প্রকাশনায় ইর্ষণীয় স্থান অধিকার করতে শুরু করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবধারার মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র গড়ে ওঠে। উইলিয়াম জোন্সের পর প্রিন্সেপ, লীডেন, উইলসন, হজসন প্রমুখ এই কলেজের শিক্ষক, পরীক্ষক এবং সিভিলিয়ন ছাত্র হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর ছাড়া বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে অপরিপূর্ণ সেটা বোধ হয় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। বহু বিদেশি গবেষক এখন বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল নিয়ে চর্চা করছেন এবং তাদের শিক্ষার অংশ করে নিচ্ছে।প্রাথমিক শিক্ষার ভিতটা তৈরি করে দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর লিখিত বই পাঠ করলে বাংলা ভাষা অতি সহজে শেখা সম্ভব এবং দক্ষতা লাভ করা সম্ভব। সেই কারণে তিনি বোধোদয় রচনা করেছিলেন। পাঠ্য পুস্তক রচনা ছাত্রদের জন্য।

ভারত-চিন সীমান্ত মীমাংসা অবসানে কি রাশিয়া ?

বিশেষ প্রতিবেদন

ভারত-চিনের সঙ্গে সীমান্তে শান্তি ফেরতে উদ্যোগী হয়েছে রাশিয়া। গাওলয়ান উপত্যকায় রক্তপাতের পরেই চিনা বিদেশ মন্ত্রী সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ফোনে কথাবার্তার পিছনে উদ্যোগী ছিল রাশিয়ার। রাশিয়া চাইছে আমেরিকার যেন ভারত মহাসাগরের ওপরে কোনও আধিপত্য বিস্তার না করতে পারে। ভারত মহাসাগরের আধিপত্য বিস্তার করতে গেলে ভারতের পক্ষে তার অবস্থানের প্রয়োজন রয়েছে। চিনও চাইছে ভারত মহাসাগরের আমেরিকার যেন তাদের আধিপত্য বিস্তার না করতে পারে। তার জন্য তারা পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এবং বাংলাদেশের সঙ্গে চিন সম্পর্ক মধুর করে তোলার চেষ্টা করছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আমেরিকা যাতে মাথা না গলাতে পারে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে শুরু করে দিয়েছে। যেভাবে মোদি সরকার আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল সেটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় চিনের। চিন কোনও সময়ে চাইছে না আমেরিকার এশিয়ার ভুখণ্ডের অবস্থান। এমনকী আফগানিস্তানেও আমেরিকার সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে ভালো নজরে দেখছে না চিন।

যদিও চিনকে বাদ দিয়ে এখন বর্তমান জগত একেবারে অচল। সেটা সবাই বুঝতে পারছে। চিন যেভাবে কঠোর পরিশ্রম করে এবং পরিকল্পনা মাফিক এশিয়ার বাজারগুলোকে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে সেটা অন্য কোনও ব্যবসায়িক রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এতকাল আমেরিকার যেভাবে বিশ্বের সব রাষ্ট্রে ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে এসেছিল সেটাই এখন চিন করতে চাইছে। চিন পাকিস্তানকে নোবেল পুরস্কার অনুষ্ঠান বর্জন করতে বলেছিল। পাকিস্তান সেটাই করে। ভারতকে বললেও বারত চিনের কথা না শুনে নোবেল পুরস্কার অনুষ্ঠানে তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। এতে চিন খানিকটা রুষ্ট হয়। চিন পরিস্কার করে ভারতকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে আমেরিকার দিকে বেশি যেন ভারত না ঝোঁকে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি চিনের কথাকে বেশি আমল না দিয়ে আমেরিকা এবং ইসরায়েল দেশের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতেশুরু করে। এতে চিন বুঝতে পারে যে তারা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভারত মহাসাগরের ওপরে মহড়া চালু করতে চেষ্ট করছে তাতে ভারত বাধা দিতে পারে এবং এর সহায়ক হতে পারে আমেরিকা এবং গ্রেট ব্রিটেন। গ্রেট ব্রিটেন আমেরিকা যে পথ ধরে চলবে সেই পথকে অনুসরণ করে থাকে। গ্রেট ব্রিটেন বরবারই এই কাজ করে এসেছে। সে এবং আমেরিকার একই সঙ্গে জোট বেঁধে যুদ্ধ করে। সিরিয়া আক্রমণ কালে দেশটি দেখতেপাওয়া গিয়েছিল। এমনকী আফগান যুদ্ধে আমেরিকা এবং গ্রেট ব্রিটেন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া বাহিনী সরে এসেছিল সেখানকার তালিবান জঙ্গিরা যেভাবে গেরিলা আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল তার সঙ্গে রাশিয়ার সেনারা মোকাবিলা করতে পারছিল না। তারপরে আমেরিকা সেনা আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। আমেরিকার সেনাদের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের সেনারাও অংশ গ্রহণ করে। আফগানিস্তানে তালিবানরা একঘরে হয়ে গিয়েছে। আফগানের তালিবান সরকারকে কেউই স্বীকৃতি দিচ্ছে না। আমেরিকার সেনারা তালিবানদের হাতে আফগান দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেচে। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ বহুকাল থেকেই ছিল জো বাইডেন তাকে সফল করে তুলল। আমেরিকায সেনা আফগান থেকে সরিয়ে না নিত তাহলে আমেরিকার সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিত। তার কারণ তারা বহু বছর ধরে দেশ ছাড়া। সেই কারণে আমেরিকা আফগান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিল। আফগান তালিবানরা হচ্ছে কট্টরপন্থী। ওসামা বিন লাদেন মতো কট্টর ইসলামিক জঙ্গি ।তালিবানদের মধ্যে ভাঙন ধরলও তারাই এখন আফগানে সরকার পরিচালনা করছে। চিন চাইছে আমেরিকা ছাড়া অন্য কোনও দেশ ভারত চিনের সীমান্ত দ্বন্ধের মীমাংসা করতে এগিয়ে আসুক। তারা আমেরিকাকে পচ্ছন্দ করছে না। রাশিয়ার সঙ্গে চিনের সখ্যতা অধিক। চিনের স্বার্থটাকে গোড়া থেকে কেটে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেটা করছে বলেই চিন একেবারে ক্ষিপ্ত। আমেরিকার ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো চিনের কোনও পণ্য গ্রহণ করে না। ন্যাটো দেশগুলো যথেষ্ট আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী। তার ওপরে আমেরিকার আর্থিক সহায়তা থাকে। ফলে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো চিনা পণ্য ক্রয় করতে চায় না। তারা আমেরিকা এবং ইউরোপের পণ্যের ওপরে নিভ৪র করে থাকে৷ উরোপের বাজার থেকে একেবারে চিন বহিস্কৃত হচ্ছে।

বিদ্রোহী কবি নজরুলকে ‘বসন্ত’ নাটিকা উৎসর্গ

বিশেষ প্রতিবেদক

২৫ শে অক্টোবর ১৯২২ নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নি-বীণা প্রকাশিত হয়।প্রকাশের পর ২২০০ কপি নিঃশেষিত হয় যা ঐ সময় ছিল অকল্পনীয়। অগ্নি-বীণাতে বিদ্রোহী, আগমনী,কামাল পাশার মত ১২ টি কবিতা আগুন ছড়িয়েছিল বাংলার দিকে দিকে।যে আগুনের আলো রবির পাশে আর এক নক্ষত্রের সূচনাকে সুনিশ্চিত করে দেয়। ১৯২২ সালের ৮ই নভেম্বর নজরুলের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতাটির জন্য। মূলত কবিতাতে ব্রিটিশ বিরোধিতার অভিযোগ তোলা হয়। কবিতাটি ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার ১২ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। নজরুল কে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারাধীন বন্দি হিসাবে তাকে প্রেসিডেন্সি জেলে আনা হয়। তারপর ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি বিচারক নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন এবং ১৭ ই জানুয়ারি নজরুলকে নিয়ে আসা হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। এই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আর এক কালজয়ী কবিতা ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’র জন্ম হয়। এই কবিতার পটভূমিকা ফিরে দেখার জন্য আজকের এই লেখা। আর হ্যাঁ এই পটভূমিকার কেন্দ্র বিন্দু নজরুলের প্রিয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। নজরুল তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি।এমন একদিন নজরুলের প্রিয় পাত্র পবিত্র (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়)কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডেকে পাঠালেন। গুরুদেবের ডেকেছেন সেই উত্তেজনা ও সম্ভাব্য কারণ নির্ণয়ে তার সারা রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়ে সকালে যথা সময়ে পবিত্র জোড়াসাঁকোতে উপস্থিত হয়ে গুরুদেবেকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। গুরুদেব পবিত্রের কুশল সংবাদ জেনে নজরুল কেমন আছে জানতে চাইলেন। পবিত্র বলল সে প্রতি সপ্তাহের নিয়ম করে কাজীর সঙ্গে দেখা করে আসে। সাধারণ কয়েদিদের মতো অন্যান্য অত্যাচার না থাকলেও আকাশে চরে বেড়ানো পাখিকে খাঁচায় পুরলে যা হয় নজরুলের অবস্থা ঠিক তেমন। গুরুদেব একটু নিশ্চুপ থেকে বললেন, নজরুলের বাইরের গতি তাঁর লেখায় প্রাণ সঞ্চার করে এবং ওকে কোন বন্ধনে জড়ালে সৃষ্টিকর্ম ব্যহত হবার আশঙ্কা।রবীন্দ্রনাথ আরও বললেন নজরুল জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে তাই তার সদ্য প্রকাশিত ‘বসন্ত’ গীতিনাট্য(প্রকাশ ২২ শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৩)নজরুল কে উৎসর্গ করেছেন। তিনি টেবিলের উপর রাখা বই নিয়ে তাতে স্বাক্ষর করে পবিত্রের হাতে তুলে দিয়ে বললেন তিনি যেন নজরুলকে বইটা তুলে দেন। তিনি নিজে যেতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। আশ্রমবাসি অনেকেই এই ঘটনায় খানিক হতচকিত হয়ে পড়েন। গুরুদেব তখন বলেন, ক্ষনজরুলকে আমি বসন্ত গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গ পত্রে তাকে ‘কবি’ বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস, তাঁরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এমন মনোভাব পোষণ করেছ। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান কর নি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র। পবিত্র গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করে চলে যাবার সময় পবিত্রকে বললেন যেন নজরুলকে সে বলে ‘কবিতা লেখা কোন কারণে নজরুল যেন বন্ধ না করে’।

গোটা রাস্তা আনন্দ স্রোতে ভাসতে ভাসতে বাড়ি ফিরল পবিত্র। কতক্ষণে বন্ধুর হাতে গুরুদেবের স্বাক্ষরিত বইটি তুলে দিতে পারবে সেই উত্তেজনায় তাকে অস্থির করে তুললো। পরের দিন (২৫ শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৩) বেলা এগারোটা নাগাদ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পৌঁছাল পবিত্র। হাতে কাগজে মোড়ানোর সেই বই খানি। জেল অফিসের যাবতীয় বিধি নিয়ম সেরে পৌঁছালো নজরুলের কাছে। নজরুল খবর পেয়ে আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল মাঝের গরাদে। গরাদের একদিকে পবিত্র এবং একজন ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার এবং গরাদের অন্যদিকে নজরুল। পবিত্রকে দেখামাত্র হৈ হৈ করে উঠল নজরুল। বলল কি সংবাদ আনিয়াছ কহ পবিত্র। পবিত্র রসিয়ে রসিয়ে বলল, আজ যে সংবাদ এনেছি তাতে তোমার মাথাটা পুরোটাই পাগল হয়ে যাবে। তবে আজকের সংবাদ শুধু শোনার নয়, দেখারও। পবিত্র ধীরে ধীরে ওর হাতে ধরা প্যাকেট থেকে বইটা বের করে নজরুলের সামনে মেলে ধরল। নজরুল বলল, এটা গুরুদেবের নতুন বই বুঝি ! পবিত্র বললো হ্যাঁ নতুন বই। তবে এই বইয়ের একটি বিশেষ বিশেষত্ব আছে বলে উৎসর্গের পৃষ্ঠাটি খুলে নজরুলের সামনে মেলে ধরল। সেখানে লেখা ঃ ‘উৎসর্গ শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু,’ নজরুল ভুরু কুচকে দূর থেকে লেখাটা পড়ল। বিশ্বাস করলো না। গরাদের ফাঁক দিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে খামছে ধরল বইটা। তারপর দুই চোখের সামনে একেবারে সামনে নিয়ে আবার দেখল। তারপর সেই চিরাচরিত ‘দে গরুর গা ধুইয়ে’ বলে এতো জোরে চিৎকার করে উঠলো যে জেলের অলিন্দে বসে থাকা সব পায়রা গুলি ভয়ে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। গোটা জেলের সবাই ভাবলো ওই আবার ক্ষেপেছে পাগলাটা। নজরুল তখন উন্মাদের মত ধেই ধেই করে নৃত্য শুরু করেছে। সাহেব তখন পবিত্র হাত থেকে বইটা নিয়ে জানতে চাইল নজরুলের এমন আচরণের কারণ ? পবিত্র তখন বলল পোয়েট টেগর ওকে একখানা বই ডেডিকেট করেছেন। সাহেব ভাবল পবিত্র ভুল ইংরেজি বলছে তাই সে শুধরে নিয়ে প্রশ্ন করল ইউ মিন প্রেজেন্টেড ! পবিত্র বলল নো স্যার, নট প্রেজেন্টেড। ডেডিকেটেড। লুক, হিয়ার ইজ হিজ প্রিন্টেড নেম কাজী নজরুল ইসলাম। সাহেব এবার সত্যিই বিস্মিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের নাম তিনিও জানেন। সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করলেন ইউ মিন দ্য কনভিক্ট ইজ সাচ অ্যান ইম্প রট্যান্ট পারসন ? পবিত্র তখন বুক ফুলিয়ে বললেন ইয়েস আওয়ার প্রেটেস্ট পোয়েট নেক্সট টু টেগোর। সাহেবে সব দেখেশুনে কি ভাবলেন এবং মাঝের দরজা খুলে দিয়ে পবিত্রকে ইশারায় নজরুলের কাছে যেতে অনুমতি দিলেন ।নজরুল বিলম্ব না করে পবিত্রকে জাপটে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করল। একবার পবিত্র কে শক্ত করে চেপে ধরে,একবার কোলে তুলে নেয়। একবার গালে চুমু খায় ! সে এক দেখবার মত অবস্থা ! পবিত্র নজরুলকে বললেন গুরুদেব তোমাকে বলেছে তুমি যেন কবিতা লেখা বন্ধ না করো। শুনে নজরুল বললেন গুরুর আদেশ শিরোধার্য। তুমি গিয়ে বলো তাঁর আশীর্বাদ মাথায় থাকলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে লিখে যেতে পারবে।

পাঠকের দরবারে

নটী বিনোদিনীর আত্মকথা

.আমি গরীবের মেয়ে ছিলাম। থিয়েটার করতে যাবার আগে থিয়েটার কখনও দেখি নি। কি ক’রে যে থিয়েটারের মধ্যে পড়লেম... একদিন আমাকেও খেলাঘরের হাঁড়ি-কুড়ি, হাতা বেড়ীর মাঝখান থেকে টেনে নিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের নাচঘরের মাঝখানে ফেলে দিলেন। ছোট্ট মেয়ে, কিছুই জানি না, কখনও অতগুলি ভদ্রলোকের মাঝখানে এর পূর্ব্বে যাইওনি; থিয়েটার যে কি জিনিষ তাও জানি না। ভয়ে ভাবনায় লজ্জায় কেমন একরকম হয়ে গেলেম। ঠিক যেন হংস মধ্যে বক।...সমাজের আলোক বর্তিকা থেকে দূরে অন্ধকারময় হেলায় পড়ে থাকা এক বিদ্যুৎবহ্নি ঊনবিংশ শতকে মহিলাদের অভিনয়কে বাঙালী দর্শকের দরবারে গ্রহণযোগ্য করতে যিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন; কথাগুলি সেই বিনোদিনী দাসীর। মাত্র ১২ বছরের অভিনয় জীবনে ৫০টি নাটকে ৬০টিরও বেশি চরিত্রে অভিনয় করে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিলেন নটী বিনোদিনী নামে খ্যাত এই অভিনেত্রী। তাঁর অভিনয় প্রতিভা মুগ্ধ করেছিল সমাজের সকল স্তরের মানুষকেই। বহুল প্রশংসিত হয়েছিলেন নাট্যাচার্য এবং তাঁর অভিনয়ের গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের। গিরিশচন্দ্র তাঁর ‘কি করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিনোদিনীর জীবনচর্চাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব তাঁর চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখে তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন ‘চৈতন্য হোক’। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসের চরিত্রগুলির সার্থক রূপায়ণ হয়েছিল বিনোদিনীর অভিনয়ে;এই উপলব্ধি লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের। একই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের সহজাত প্রতিভা ছিল তাঁর। দুর্গেশনন্দিনীর দুটি ভিন্নমুখী চরিত্র;আয়েষা ও তিলোত্তমা একই সাথে সার্থক রূপদান করেছিলেন তিনি। এছাড়াও মেঘনাদবধের সাতটি চরিত্রে একই সাথে অভিনয়ের মাধ্যমে সফলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। আবার একই অভিনয় রজনীতে একাধিক নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে দক্ষতার সাথে অভিনয় করতে দেখা গেছে তাঁকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী, সধবার একাদশীর কাঞ্চন, বিবাহ বিভ্রাটে বিলাসিনী কারফর্মা, বিল্বমঙ্গলে চিন্তামনি, চৈতন্যলীলার চৈতন্য এবং বেল্লিক বাজার-এ রঙ্গিনী। চৈতন্য, প্রহ্লাদ প্রভৃতি পুরুষ চরিত্রগুলিতে অভিনয়েও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পৌরানিক, সামাজিক বা ঐতিহাসিক; যেকোন নাটকের করুণরসাত্মক হোক বা ভক্তিরসাত্মক, গুরুগম্ভীর হোক বা হাস্যরসাত্মক অথবা কোন গভীর চরিত্রের রূপায়ন; তিনি ছিলেন অনায়াস দক্ষ। অভিনয় ছাড়াও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিনী বিনোদিনীর গানের গলা ছিল উঁচু মানের। বিশ শতকের গোড়ায় যখন গ্রামোফোন চালু হয়, তখন গান শুরু করেন। এছাড়াও বিনোদিনী লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী ‘আমার কথা’, কাব্যগ্রন্থ ‘বাসনা’ এবং ‘কনক’। কিছু মানুষের প্রতারনার শিকার হয়ে সারাজীবনের জন্য ভালোবাসার অভিনয়জীবন থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। নিজের আত্মত্যাগে গড়ে ওঠা থিয়েটারে বিনোদিনীর নাম থাকেনি। এই নতুন থিয়েটারের নাম হয়েছিল স্টার থিয়েটার। এই বিশ্বাস ঘাতকতায় অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি। এই ঘটনার দুবছর পরেই মাত্র ২২-২৩ বছর বয়েসে তিনি স্বেচ্ছায় চিরতরে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেছিলেন। এরপর কখনও অভিনয়ে ছিলেন না।

ভাটপাড়ায় অর্জুনের এজেন্টের বাড়ির কাছে বোমাবাজি

দুরন্ত বার্তা, ভাটপাড়া, ২ জুন ঃ সাত দফার ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে শনিবার। ওইদিনই বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে ভাটপাড়াতে। সেখানে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের ইলেকশন এজেন্ট প্রিয়াংকু পান্ডের বাড়ির পাশের মাঠে বোমা ছোড়া হয়। শনিবার রাতের অন্ধকারে ভাটপাড়ায় এই বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। বিজেপি কর্মী প্রিয়াংকু পান্ডের অভিযোগ, ভোটগণনা যত এগিয়ে আসছে ভাটপাড়া অঞ্চলে সন্ত্রাস করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রিয়াংকুর বাড়ির সামনে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ পুলিশ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। যদিও এই ঘটনায় পুলিশ রবিবার সকাল পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে একযোগে সন্ত্রাসের অভিযোগ বাম-বিজেপির

কলকাতা, ২ জুন ঃ লোকসভা ভোট মিটতে না মিটতেই বিরোধীদের উপর একের পর এক হামলার অভিযোগে সরগরম রাজ্য। উত্তর কলকাতা, যাদবপুর, দমদমের মতো এলাকায় বিজেপি ও সিপিএমের পোলিং এজেন্টরা আক্রান্ত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রে কাঠগড়ায় তৃণমূল। হামলায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। শনিবার রাতে উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের অন্তর্গত ট্যাংরায় হামলা হয় বিজেপির এজেন্ট রমেশ সাউয়ের ওপর। বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের এজেন্ট ছিলেন তিনি। ওদিকে উত্তর পাড়ার বেলেঘাটা ও নারকেলডাঙা এলাকায় বিজেপির এজেন্টদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। যাদবপুরে আক্রান্ত হয়েছে বামেরা। সেখানে ৩২ জন বাম কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। শনিবার রাতেই সৃজন আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। রবিবার সুজন চক্রবর্তীও আহতদের সঙ্গে দেখা করতে যান। যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে সব অভিযোগই অস্বীকার করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরের সৌন্দর্যায়নে এখন থেকেই প্রস্তুত সৌমিত্র

দুরন্ত বার্তা, ২ জুন ঃ নির্বাচনের সব লড়াই শেষ। বাকি শুধু ফলের। আগামী ৪ জুন ফল বের হবে। কিন্তু ছুটি বললেই তো আর তা হয় না। ভোটের পরও কত কাজ থাকে। চাপমুক্ত হয়ে ফুরফুরে মেজাজের মাঝেও সেসব কাজের কথা ভুলছেন না বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। এখন থেকেই তিনি বিষ্ণুপুরের সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা করে রাখছেন। বলছেন, সমস্ত রাজনৈতিক দেওয়াল লিখন মুছে বিষ্ণুপুর ঘরানার শিল্পে সাজিয়ে তুলবেন শহরকে। বিষ্ণুপুর কেন্দ্র থেকে চব্বিশের লোকসভা ভোটে ফের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন বিদায়ী সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। গত ২৫ মে বিষ্ণুপুরের ভোট হয়ে গিয়েছে। ভোটের দিন সক্রিয় থাকলেও ভোট দিতে পারেননি সময়ের অভাবে। সেই আক্ষেপ ছিল। তবে ১ জুন রাজ্যে সাত দফা ভোট মেটার পর এখন ফুরফুরে মেজাজে তিনি। মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন একেবারে ঠান্ডা মাথায়। বোঝাই যাচ্ছে, দ্বিতীয়বার সংসদের পথে পা বাড়ানো নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী। রবিবার বিকেলে সৌমিত্র খাঁ বিষ্ণুপুর শহর থেকে সমস্ত দেওয়াল লিখন মুছে ফেলতে তৎপর হলেন বলে দেখা গেল। তিনি এই বিষয়ে জানালেন, তাঁর পরিকল্পনা বিষ্ণুপুরের মল্লভূম ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে দেওয়ালে দেওয়ালে সেসব ছবি আঁকা হবে। সেইসঙ্গে সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটিকে তুলে ধরতে সেসব ছাপও থাকবে শহরজুড়ে।

বাম-কংগ্রেস জোট খুব বেশি হলে ১টি আসন পাবে তারা ঃ দেবাংশু!

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২ জুন ঃ এবারও দিল্লিতে মোদী সরকার! বুথফেরত সমীক্ষা যখন উড়িয়ে দিয়েছেন স্বয়ং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন নিজস্ব 'এক্সিট পোল' তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, বাংলায় ২০১৯ -এ যত আসন পেয়েছিল বিজেপি, এবার তার থেকে আসনসংখ্যা কমবে। আর বাম-কংগ্রেস জোট? দেবাংশু মতে, খুব বেশি হলে ১টি আসন পাবে তারা।বাংলায় জোট হয়নি। বাংলার ৪২ আসনেই প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। আর সেই তালিকায় সর্বকনিষ্ঠ দেবাংশু। তমলুকে তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলের সেই দেবাংশুর পোস্ট করলেন, বাংলায় তৃণমূল পাবে ২৫ থেকে ২৭ আসন। বিজেপি দখলে যেতে চলেছে ১৪ থেকে ১৬ আসন। বাম-কংগ্রেস জিতবে বড়জোর ১ আসনে। এদিকে গতকাল, শনিবার ভোট শেষ হতেই একে একে সামনে আসতে শুরু করে বিভিন্ন বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল। মমতা বলেন, 'বুথফেরত সমীক্ষা ভুয়ো। আমি বিশ্বাস করি না। সংবাদমাধ্যম কীভাবে বলে দিচ্ছে, কোন আসনে কী জিতবে? সংবাদমাধ্যমের এই হিসেব আমি মানি না। কর্মীদের বলব ভালোভাবে গণনা করতে। সংবাদমাধ্যম যা দেখিয়েছে তার দ্বিগুণ পাব। আমি কোনও নম্বরে যাব না। আমারা যেভাবে মাঠে ময়দানে নেমে কাজ করেছি তাতে কখনও আমার মনে হয় না যে মানুষ আমাদের ভোট দেবে না'।

হাসপাতালের চক্ষুবিভাগের অদ্ভুত যুক্তিতে হয়রানি বৃদ্ধর

দুরন্ত বার্তা, ২ জুন ঃ আধার কার্ড না থাকায় সেই চশমা হাতে পাচ্ছেন না রোগী। জানা গেল, এনআরএস হাসপাতালের বিরুদ্ধে এই মৌখিক অভিযোগ তোলেন ফুলবাগানের বাসিন্দা। ওই রোগীর ছেলে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন তিনি।তাঁর অভিযোগ, তাঁরা নির্ধিরিত তারিখে চশমার ডেলিভারি নিতে গেলে তাঁদের কাছ থেকে আধার কার্ড চাওয়া হয়। তা না থাকায় তাঁরা ভোটার কার্ড দেন। কিন্তু অভিযোগ, তা নিতে অস্বীকার করে হাসপাতালের চক্ষু বিভাগ। সেখান থেকে নাকি বলা হয়, আধার কার্ড ছাড়া মিলবে না চশমা। যদিও এনআরএসের উপাধ্যক্ষ তথা সুপার ইন্দিরা দে বলেন, ' কোনও একটি সরকারি পরিচয়পত্র দরকার চশমা পেতে। আধার কার্ডই হতে হবে, এমন কোনও ব্যাপার নেই। আজই অভিযোগের চিঠি পেয়েছি। বিষয়টা নিয়ে তদন্ত করে দেখতে হবে। তিনি জানান কোথাও একটা ভুল হয়ত হচ্ছে। রোগীর পরিবারকেও ডেকে বলে দেব সঠিক সরকারি নিয়মটি কি।' আমি কথা দিচ্ছি কোনও অসুবিধা হবে না।

ইউপিআই পেমেন্ট -ভিত্তিক টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে

কলকাতা, ২ জুন ঃ ব্লু লাইনের স্টেশনগুলিতে সমস্ত স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনে ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই টিকিট ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রীন লাইন ১ এবং গ্রীন লাইন ২-এর সমস্ত স্টেশনে চালু করা হয়েছে। গ্রীন লাইন ১ এবং গ্রীন লাইন ২-এর সমস্ত টিকিট বুকিং কাউন্টারগুলি এখন ইউপিআই সক্ষম। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের এখন এই স্টেশনগুলিতে কারেন্সি নোট এবং কয়েনে সঠিক ভাড়া টেন্ডার করতে হবে না। পরিবর্তে, তারা এখন তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করছে বা এই সিস্টেমের সাহায্যে টোকেন কিনছে।

কলকাতা মেট্রোতে নতুন টিকিট সিস্টেমের এই প্রবর্তন যাত্রীদের মধ্যে একটি হিট হয়েছে। যেহেতু ব্লু লাইনের সমস্ত এএসসিআরএম মেশিনে এখন এই সুবিধা রয়েছে তাই বেশি সংখ্যক যাত্রীরা এই মেশিনগুলি থেকে টোকেন কিনছেন বা তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করছেন কোনো ঝামেলা ছাড়াই। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন যাত্রী দমদম ভ্রমণ করতে চান তবে তাকে স্টেশনের প্রথম অক্ষরটি টাইপ করতে হবে অর্থাৎ স্ক্রিনে শুধুমাত্র ডি টাইপ করতে হবে তারপর স্ক্রিনে একটি অটো-পপ-আপ আসবে যা ডি দিয়ে শুরু হওয়া সমস্ত স্টেশনের নাম দেখাবে। , তাকে স্ক্রিনে স্টেশনের নাম নির্বাচন করতে হবে এবং তারপর পেমেঃট পৃষ্ঠাটি প্রদর্শিত হবে। পেমেঃট পৃষ্ঠায, ইউপিআই পেমেন্টের বিকল্পটি প্রদর্শিত হবে এবং তারপর ইউপিআই পেমেন্ট বিকল্পটি নির্বাচন করার পরে স্মার্ট ফোনের সাহায্যে কিউআর কোড স্ক্যান করে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। যেহেতু গ্রীন লাইন ১ এবং ২-এর সমস্ত স্টেশনে এই সুবিধাটি পাওয়া গেছে, মেট্রো যাত্রীরা এর পুরো সুবিধাটি ব্যবহার করছেন। উল্লেখ্য যে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস এর সহায়তায় এই ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করেছে। মেট্রো ব্যবহারকারীদের ব্যাপক সাড়া দেখে কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই বিকল্প টিকিটিং সুবিধাটি পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে প্রসারিত করার কথা ভাবছে। এই করিডোরে এই সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ভোটের সময় একটু হলেও গ্রামিন এলাকায় বেড়েছে 'বডি ক্যামেরাই'-র কাজ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ জুন ঃ লোকসভা ভোটের আবহে বন্দুক নয়, বডি ক্যামেরাই যেন পুলিশের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা ও বিশেষ অভিযানে এর আগে শহরাঞ্চলে এই ক্যামেরা দেখা গেলেও গ্রামীণ এলাকায় সেইভাবে সচরাচর চোখে পড়ত না। তবে ভোট আবহে সেই বডি ক্যামেরাই যেন বারবার চোখে পড়েছে। তাই এটা বলা যেতেই পারে যে এই বডি ক্যামেরাই যেন পুলিশের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। তথ্যপ্রমাণকে ক্যামেরাবন্দি করতেই বডি ক্যামেরাই যেন হাতিয়ার হয়ে উঠেছে তাদের। তাই এখন আর শুধু বিশেষ অভিযানেই নয়, বেশিরভাগ সময়ই পুলিশের পোশাকে আঁটা থাকতে দেখা গিয়েছে এই বডি ক্যামেরা। কালনা মহকুমা এলাকাতেও পুলিশি পোশাকে সেই ছবি ধরা পড়ায় অজানা অনেকেরই মনে তৈরি হয়েছে ব্যাপক কৌতুহল। যদিও এক পুলিশ কর্তার কথায়,কালনা মহকুমার বিভিন্ন থানায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বডি ক্যামেরা রয়েছে। ভোটের সময় তার ব্যবহার একটু হলেও বেড়েছে।বিশেষ কোনও অভিযানে বের হলে পরিবহণ দপ্তর, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর বা পুলিশ আধিকারিকদের শরীরে লাগানো থাকে এই বডি ক্যামেরা। যা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু হলে কী হবে, লোকসভা ভোট চলাকালীন কালনা মহকুমার থানা এলাকায় পুলিশ ইন্সপেক্টরের পোশাকে দিনেরাতে, এমনকী বিক্ষোভরত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কথা বলার সময়েও পোশাকে এঁটে থাকা বডি ক্যামেরা চোখে প।ছে। পুলিশ সূত্রে কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে, কাজের সুবিধার্থেই এই বডি ক্যামেরার ব্যবহার বেড়েছে। কোথাও কোনও গোলমালের সূত্রপাত হলে সামনের ব্যক্তি কী বলছেন, কী করছেন, এছাড়া ওই পুলিশ আধিকারিক কি বলছেন সবই ভিডিও আকারে রেকর্ড হয়ে যায়। পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উঠলেও কে আসল দোষী উন্নত প্রযুক্তির এই ক্যামেরায় থাকা ডিভাইস থেকে পরে তা জানা যায়। স্বাভাবিক কারণেই লোকসভা ভোটে বিভিন্ন এলাকায় হওয়া বিভিন্ন ঘটনা, অশান্তি বডি ক্যামেরার এই কার্যকরী ভূমিকাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। কালনা এসডিপিও রাকেশ কুমার চৌধুরী বলেন, এলাকার উপর নির্ভর করে এই বডি ক্যামেরা কোথাও কম কোথাও বেশি রয়েছে। কালনা মহকুমার বিভিন্ন থানা এলাকাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বডি ক্যামেরা রয়েছে। এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনায় কে কোন ভূমিকায় রয়েছে তার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় বডি ক্যামেরায় তোলা ছবি থেকে। তদন্তে সাহায্য করে।আগের তুলনায় বডি ক্যামেরার ব্যবহার বেড়েছে।

কোন্নগরে বাঁশাই চন্ডিগড়ে লোকনাথ বাবার ১৩৪ তম তিরোধান দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, ২ জুন ঃ রবিবার কোন্নগর এর কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁশাই চন্ডিগড় লোকনাথ মন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার ১৩৪ তম তিরোধান দিবস পালন করা হয়। বাশাই চন্ডিগড় গ্রামের বাসিন্দারা প্রতি বছর এই পূজা করে থাকেন। এখানে মানসিক পূজাও দেওয়া হয় । কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে বাবার ভোগ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বাবার পাথরের মূর্তির উচ্চতা চার ফুট। সকাল থেকেই হোম যজ্ঞ চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়।ভোগ প্রসাদে ছিল মাখন, মিছরি, এবং অমৃতি, সব রকম সবজি সিদ্ধ দিয়ে তৈরি ভাত, ডাল চচ্চড়ি খিচুড়ি, পায়েস, এবং চাটনি। বাঁশাই লোকনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি উজ্জ্বল ঘোষ বলেন সমস্ত নিয়ম মেনে আমরা লোকনাথ বাবার পূজা করছি, এছাড়া মন্দির কমিটির সম্পাদক শর বিশ্বাস কোষাধক্ষ্য মৃন্ময় চ্যাটার্জি, অভিজিৎ বৈদ্য, সহ-সম্পাদক মানিক বাগ উনারা বলেন যে ২০০৫ সাল থেকে এই পূজা হয়ে আসছে এবং দুইদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যা আরতি হয়। কয়েক হাজার ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এখানে অসংখ্য ভক্ত পূজার ডালি নিয়ে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পূজা দেন। মন্দির কমিটির সম্পাদক বলেন তারা বাৎসরিক পূজা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকেন। তিনি বলেন বাবা লোকনাথ ভক্তদের মনে সব সময় ভরসা যুগিয়েছেন, তার বাণী তুমি কখনো একা নও, আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে আছি,এই সত্যটি কখনোই ভুলে যেও না। বাবা লোকনাথের কথায় রনে-বনে-জলে-জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়বে, আমাকে স্মরণ করিও, আমি রক্ষা করব।

আগামী ২১ জুলাই ফাইনালের দিকে সবাই তাকিয়ে রয়েছেন ইলোরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জুন ঃ মিসেস কানাডা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ির ইলোরা মিত্র নজর কা।লেন। একমাত্র ভারতীয় বাঙালি প্রতিযোগী হিসাবে ইলোরা প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছেন। ইলোরা জলপাইগুড়ি শহরের নিউটাউনপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। বিবাহসূত্রে অনেক বছর ধরে তিনি কানাডার বাসিন্দা। ছোটবেলা থেকে তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চায় যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। ক্ল্যাসিকাল নৃত্যশিল্পী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। মিসেস কানাডা সু ন্দরী প্রতিযোগিতার কথা শুনে তিনি এই প্রতিযোগিতাতে অংশ নেবেন বলে মনস্থির করে ফেলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে তিনি ফাইনালে উঠেছেন। ফাইনালে বিশ্বের ২০টি দেশের প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতাতে অংশ নেবেন। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ইলোরা দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে। ইলোরা জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। কলেজ স্তরের পড়াশোনা জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজে। ফাইনালে শিরোপা অর্জনের জন্য প্রতিদিন অনুশীলন করে চলেছেন ইলোরা। ইলোরার মা রীতা মিত্র বলেন, কঠোর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করায় মেয়ে এই পর্যন্ত এসেছে। ওর মনের খুব জোর। আমার বিশ্বাস, আগামী ২১ জুলাই কানাডাতে মিসেস কানাডার প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমার মেয়ে অবশ্যই পদক জিতবে।' ইলোরার স্বামী, মেয়ে ও বাবা-মা তাঁকে সব সময় অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছেন। সেরার শিরোপা লাভের জন্য তিনি মরিয়া। ইলোরার কথায়, ' থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দুবাইতে কেটেছে। ২০১৪ সালে কানাডাতে আসি। ছোট্ট বাচ্চা সামলে সবকিছু সহজ ছিল না। ছোটবেলা থেকে ই-বিউটি আর ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডের প্রতি আকর্ষণ ছিল। স্বপ্ন দেখতাম আমিও একদিন সু ন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করব। স্কুলে পড়াকালীন সুস্মিতা সেন মিস ইউনিভার্স হয়েছিলেন। একজন বাঙালি মেয়ের মিস ইউনিভার্স হওয়া আমাকে গর্বিত করেছিল। আমার মেয়ে এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। হাতে অনেক সময় তাই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে নেমে পড়লাম।' পাড়ার মেয়ের সাফল্যের কথা জেনে জলপাইগুড়ির নিউটাউনে খুশির হাওয়া। সকলে পাড়ার মেয়ের আরও বড় সাফল্যের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে এত বড় সাফল্য জলপাইগুড়ির কোনও মহিলা অতীতে পাননি। স্বাভাবিকভাবে আগামী ২১ জুলাই ফাইনালের দিকে সবাই তাকিয়ে রয়েছেন। ইলোরা পদক জিতলে জলপাইগুড়িতে বিশেষ সেলিব্রেশন হবে।

মেয়ের মৃত্যু সহ্য করতে পারেননি বাবা, মেয়ের কাছেই চলে গেলেন!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জুন ঃ ২৬ বছরের মেয়েকে হারানোর যন্ত্রণা মানতে পারেননি বাবা। কন্যা-বিচ্ছেদের পর দু'টো রাতও কাটল না। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন বাবা। ময়নাগুড়ি ব্লকের পুঁটিমারি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। শুক্রবার শ্বশুরবাড়িতেই রহস্যজনক মৃত্যু হয় তহমিনা বেগম (২৬) নামে এক তরুণীর। এই ঘটনার পরই পালিয়ে যান তাঁর স্বামী। শ্বশুরবাড়ির দু'জনকে গ্রেফতারও করা হয়। মেয়ের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই বেসামাল হয়ে পড়েন বাবা এনামূল হক। রবিবার মারা যান তিনি। বার্নিশ গ্রামপঞ্চায়েতের পুঁটিমারি গ্রামে এই খবরে শোকের ছায়া। জানা গিয়েছে তহমিনা সন্তানসম্ভবা ছিলেন। ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তিনি। শুক্রবার বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়। অভিযোগ, তহমিনার খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগের আঙুল ওঠে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ তহমিনার শ্বশুর ও শাশুড়িকে গ্রেফতারও করে। তবে স্বামী সাযন করিম এখনও পলাতক। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। এরইমধ্যে কন্যাহারা বাবার মৃত্যুর ঘটনা। পরিবারপরিজনরা বলছেন, এমন তরতাজা মেয়েটাকে এভাবে হারানোর যন্ত্রণা সইতে পারেননি বাবা। মেয়ের কাছেই চলে গেলেন!

তৃণমূলের একাংশ কংগ্রেস-বিজেপির হয়ে কাজ করেছে', দাবি নেতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জুন ঃ সাত দফার ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ। এবার গণনার পালা। তার আগেই মালদায় শাসক শিবিরের অঃদরে অন্তর্ঘাত? সেই সম্ভাবনার কথা এবার খোদ তৃণমূল নেতার গলায়। ভোট পর্বে দলের একাংশ কংগ্রেস ও বিজেপির হয়ে কাজ করেছে, সে কথা অকপটে মানছেন তৃণমূলের মালদা জেলা সম্পাদক তথা জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খান। তিনি বলেন,'পার্টির কাছে রিপোর্ট আছে, কারা দলের ভিতরে কাজ খারাপ করেছে। যারা এসব কাজ করেছে, তাদের নজরে রাখা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।' এরপরই তৃণমূলের জেলা সম্পাদকের সংযোজন, তাঁর কাছে খবর আছে, দলের কিছু কিছু লোক কংগ্রেস ও বিজেপির হয়ে কাজ করেছেন। তৃণমূল নেতার এমন দাবি ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে জেলার রাজনীতির অঃদরমহলে। ভোটগণনার আগে মালদা জেলার তৃণমূল নেতার এমন চাঞ্চল্যকর দাবিতে সরগরম জেলার রাজনৈতিক মহল। শাসক দলের নেতার এমন মন্তব্যের পর পাল্টা মুখ খুলেছেন কংগ্রেস ও বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির জেলা সম্পাদক রূপেশ আগরওয়ালের দাবি, ৪ জুনের পর তৃণমূলের মধ্যে একটি ' হবে। তিনি বলেন, ' ভূমিকম্পে তৃণমূল দল ভেঙে ছাড়খার হয়ে যাবে। তৃণমূল দলের কে কাজ করেছেন, কে কাজ করেননি, সেই তালিকা তাদের কাছে থাকতেই পারে। সেটা তাদের দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু ভোটগণনার পর তৃণমূলে ভূমিকম্প হবেই।' অন্যদিকে উত্তর মালদার কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলমেরও আবার দাবি, প্রকাশ্যে সমর্থন না করলেও গোপনে অনেকেই বাম-কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন।

প্যারিস থেকে মুম্বইগামী ভিস্তারা বিমানে বোমাতঙ্ক, তল্লাশিতে মিলল না কিছুই

মুম্বই, ২ জুন ঃ বিগত কিছু দিন ধরে বিমানে বোমাতঙ্কের ঘটনা বেড়েই চলেছে, এবার প্যারিস থেকে মুম্বইগামী বিস্তারা বিমানে বোমাতঙ্ক! তড়িঘড়ি বিমানটিকে অবতরণ করিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। যদিও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি বলে বিমানবন্দর সূত্রে খবর। প্যারিসের চার্লস দ্য গল বিমানবন্দর থেকে ইউকে ০২৪ বিমানটি মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। রবিবার ভারতীয় সময় সকাল ১০টা ১৯ মিনিটে ছত্রপতি শিবাজি বিমানবন্দরে নামে। মুম্বই বিমানবন্দরকে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। তার পর যাত্রীদের নামিয়ে বিমানে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালানো হয়। বিমানকর্মী-সহ বিমানে মোট ৩০৬ ছিলেন ওই বিমানে, তাঁদের মধ্যে ২৯৪ জন যাত্রী। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, প্যারিস বিমানবন্দর থেকে ভিস্তারার বিমানটি ছাড়ার পরই ' ব্যাগে হাতে লেখা বোমার হুমকি দেখতে পান বিমানের এক কর্মী। তার পরই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিমানে। সঙ্গে সঙ্গে পাইলটকে বিষয়টি জানানো হয়। পাইলট এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিমানটি নামার আগেই মুম্বই বিমানবন্দরকে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। তার পর বিমানটি অবতরণ করতেই যাত্রীদের নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়।

জেরার নোটিশ পেয়ে ''বেপাত্তা'' রেভান্নার মা, জারি তল্লাশি

বেঙ্গালুরু, ২ জুন ঃ পালিয়ে বেড়ানোর পরে যৌন নিগ্রহ, অপহরণ, অশালীন ভিডিয়ো করা-সহ নানাবিধ দুষ্কর্মে অভিযুক্ত প্রজ্বল রেভান্না পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছেন দিনদুযেক আগেই। এদিকে এখন আবার বেপাত্তা প্রজ্বলের মা ভবানী রেভান্না। প্রজ্বল ও তাঁর বাবা এইচ ডি রেভান্নার বিরুদ্ধে তাঁদের গৃহসহায়িকাকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাতে ভবানীরও হাত আছে কি না, তার তদন্তে নেমেছে বিশেষ তদন্তকারী দল। সেই সূত্রেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ভবানীকে নোটিস পাঠানো হয়। অভিযোগ, তারপর থেকেই তিনি বেপাত্তা। এদিকে তাঁর খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছে বিশেষ তদন্তকারী দল। উল্লেখ্য, প্রজ্জ্বল রেভান্না তদন্তে সহযোগিতা করছেন না দাবি করে এসআইটি। তারপরে তার মায়েরও বেপাত্তা হয়ে যাওয়ায় বিষযটি জটিল হচ্ছে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

বাংলায় ৩০টি আসন জেতার লক্ষ্য বিজেপির ঃ অর্জুন রাম মেঘওয়াল

বিকানের, ২ জুন ঃ বুথ ফেরত সমীক্ষায় ফের আভাস পাওয়া গিয়েছে তাতে খুশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। একইসঙ্গে তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, বাংলায় ৩০টি আসন জেতার লক্ষ্য বিজেপির। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, বিজেপির লক্ষ্য হল, বাংলায় ৩০টি আসন জেতার। এক্সিট পোল বাংলায় ২৫-৩০টি আসন জয়ের প্রবণতা দেখাচ্ছে। রাজস্থানের বিকানের লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী মেঘওয়াল এদিন আরও বলেছেন, দেশবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্সিট পোল একই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমি মনে করি, ৪ জুন যে ফলাফল আসবে তা হুবহু এক্সিট পোলের মতোই হবে। রাজস্থানেও ফল ভালো হবে।

দমদম কেন্দ্রে নিউবারাকপুরে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বাহিনী পুলিশ প্রশাসনের উপর সন্তুষ্ট শাসক এবং বিরোধীরা

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর , ২ জুন ঃ শনিবার শেষ হল পশ্চিমবঙ্গের সপ্তম এবং শেষ দফার নির্বাচন।১১০ দমদম উত্তর বিধানসভার ১৬ দমদম লোকসভার কেন্দ্রের নববারাকপুরে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট সুসম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নববারাকপুর থানার পুলিশের কাজে শাসক এবং বিরোধী দলের নেতারা সন্তুষ্ট। ভোটের আগের দিন থেকে পরের দিন ভোট শেষে ব্যালট বাক্স ডিসিআরসি কেঃদ্র পৌছানো পর্যন্ত পর্যাপ্ত পুলিশের তদারকি টহলদারি নজরদারি ছিল বেশ ভালো। নববারাকপুরে ৬৭ টি বুথে মোট ভোটার প্রায় ৬২ হাজার ৭৫৪ জন।খড়দহ এবং নববারাকপুরে দুটো জোন মিলিয়ে সিআরপিএফ কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল ৭ কোম্পানি।সেক্টর ৭। বিশেষ কুইক রেসপন্স টিম ৯ টি এনআইটি ৪টি সহ আরো বিশেষ এসএসটি টিম। সিপিএমের নববারাকপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুনীত ঘোষ বলেন নিউবারাকপুর ৬৭ টি বুথে তাদের পুলিং এজেন্ট ছিল। দু চারটে জায়গায় এজেন্ট দের একটু অসুবিধা ছিল। বাদবাকি সমগ্র নববারাকপুরে শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। ভোটের আগের রাত থেকে যথেষ্ট নজরদারি টহলদারি ছিল। ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই নিউবারাকপুরে পুলিশ প্রশাসন কে। কিছু জায়গায় ছাপ্পা ভোটের চেষ্টা করেছিল শাসক দল। তারা ব্যর্থ হয়েছে। নববারাকপুরে সুষ্ঠু ভাবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে শেষ দফা লোকসভা নির্বাচন। বিজেপি দমদম উত্তর ১

মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি তাপস তালুকদার জানান গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এবছর পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য নিউবারাকপুরে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট হযেছে। কিছু জাযগায.ভোটে বাধা দান এর চেষ্টা আটকে দেয.পুলিশ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে থাকায় যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গুলিতে। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন নববারাকপুরে উৎসবের আমেজে ভোট হয়েছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট পুর প্রতিনিধি সহ ওযার্ডের তৃণমূল সভাপতি রা দায়িত্ব সহকারে কাজ করেছেন।পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট দায়িত্ব সহকারে নির্বাচনে সামলেছেন।কোন অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় নি। সকাল থেকেই মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিটি বুথে মানুষ ভোট দিতে পেরেছেন। গত লোকসভা থেকে এবছর সৌগত রায়ের মার্জিন বেশ ভালো হবে জানান পুরপ্রধান।সৌগত রায় বেশ ভালো ভোটের ব্যবধানে চতুর্থ বারের জন্য জয়ী হবেন। ব্যারাকপুর ২ ব্লকের খড়দহ বিধানসভার বিলকান্দা ১ এবং বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে ও প্রায় ৪০ টি বুথ ছিল। ব্যারাকপুর ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন নববারাকপুর থানার পুলিশ সর্বত্র শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করেছেন দমদম লোকসভা কেন্দ্রে নববারাকপুর এবং বিলকান্দা লেনিনগড়ে ভোট কেন্দ্রে। ছিল পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সহ থানার পুলিশ কনস্টেবল। নববারাকপুর পুরসভা এবং বিলকান্দা দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সর্বত্র প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে।

ফ্যাশন- রূপচর্চা

নেইল পলিশের ব্যবহার কোথা থেকে এল

আপনি সুখ কিনতে পারবেন না, তবে নেইল পলিশ কিনতে পারবেন এবং ব্যাপারটা একই। কে বলেছিল কথাটা? না, তা জানা যায় না। তবে উক্তিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ জনপ্রিয়। সন্দেহ নেই, বক্তব্যটা হালকা চালের। তবে একেবারে ফেলনাও কিন্তু নয়। অনেক নারীর কাছেই নখপলিশ সৌন্দর্যের এক অনন্য অনুষঙ্গ। তাঁদের মন যখন বিক্ষিপ্ত থাকে, যখন 'মুড সুইং' হয়, মানে মনের যখন 'এই ভালো এই খারাপ' অবস্থা, তখন মানসিক স্থিরতার জন্য নখপলিশ অব্যর্থ টোটকা হিসেবে কাজ করে। একটু বেশি সাজসচেতন নারীদের কাছে তো নেইল পলিশের কদরই আলাদা। গায়ের পোশাক, হাতের ব্যাগ, পায়ের জুতা, অঙ্গের অলংকার সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে তাঁরা নখও সাজান যত্ন করে। আর এই সুন্দর নখ, তাতে বাহারি আলপনা নারীর সৌন্দর্যে যোগ করে অন্য মাত্রা।

গবেষণা বলছে, প্রাচীন চীনে, ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রথম শুরু হয়েছিল নেইল পলিশের ব্যবহার। সে সময় অবশ্য রাজবংশের মানুষজনই কেবল এটি ব্যবহার করত। শুরুতে সোনালি ও রুপালি রঙের নেইল পলিশ ব্যবহার করলেও পরে লাল ও কালো রংও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রাচীন ব্যাবিলনের সৈন্যরাও নখ রাঙাত বলে জানা যায়। এ কাজে তারা অবশ্য বিভিন্ন সবজি ও মেহেদির রং ব্যবহার করত। ১৮ শতকের শেষের দিকে ইউরোপের অভিজাত মহলে নেইল পলিশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি ১৯ শতকের গোড়ার দিকে প্যারিসে প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠিত হয় 'নেইল সেলুন'।

একসময় নেইল পলিশের ব্যবহার, রঙের বৈচিত্র্য নারীদের সামাজিক অবস্থানের তারতম্য নির্দেশ করত। তবে সময়ের আবর্তে এটি এখন সাধারণ নারীদের অপরিহার্য সৌন্দর্য-উপকরণ হয়ে গেছে। আজ ১ জুন, নেইল পলিশ দিবস। মার্কিন এক প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ২০১৭ সালে দিনটির চল হয়। আপনিও দিনটি পালন করতে পারেন। নারী হলে নতুন রঙে সাজাতে পারেন হাত-পায়ের নখ। পুরুষেরা প্রিয় নারীকে কিনে দিতে পারেন তাঁর পছন্দের ব্র্যান্ডের কোনো নেইল পলিশ।

চা-পাতা দিয়ে যেভাবে রূপচর্চা করা যাবে

ত্বকের যত্নে সাধারণ চায়ের চেয়ে গ্রিনটির ব্যবহার বেশি হয়, উপকারটাও এতে বেশি পাওয়া যায়। গ্রিনটি ময়েশ্চারাইজার, ক্লিনজার বা সিরামসবভাবেই ত্বকে ব্যবহার করা যায়। ঘরোয়াভাবেই চা দিয়ে সহজে রূপচর্চা করা যায়। বয়স্ক ত্বকে কোলাজেন কম থাকে। এ কারণে ত্বক কুঁচকে যায়। সমস্যার সমাধান দেবে বাড়িতে বানানো পেস্ট। ভাতের মাড় ১ চা-চামচ, গ্রিনটি ১ চা-চামচ, মধু আধা চা-চামচ, পেস্ট করা ভাত ১ চা-চামচ, গ্লিসারিন ২ ফোঁটা। একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। আলতো হাতে ২-৩ মিনিট মালিশ করে ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্বকে ব্রণ থাকলে টোনার হিসেবেও গ্রিনটি ব্যবহার করা যায়। ১ কাপ গ্রিনটির সঙ্গে ১ চা-চামচ পুদিনাপাতার রস মিশিয়ে নিন। এটি ত্বকের কোলাজেন বাড়াতে সহায়তা করবে। ত্বকে টান টান ভাব চলে আসবে। বলিরেখার সমস্যারও কিছুটা সমাধান এতে পাওয়া যাবে। এই টোনার প্রতিদিন রাতে মুখ ধোয়ার পর চেহারায় স্প্রে করে নিতে পারেন। ব্রণযুক্ত ত্বকের জন্য আরেকটি উপায় আছে। সমপরিমাণ গ্রিনটি আর চন্দন বেটে নিন। মুখে লাগিয়ে রাখুন ১০ থেকে ১৫ মিনিট। ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এক দিন পরপর এক মাস ব্যবহার করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। লিকার চাও ত্বকের টোনার হিসেবে ভালো কাজ করে। গ্রিনটি ত্বকে প্রদাহের কষ্টও কমিয়ে আনে। পাশাপাশি মাথার ত্বকের কোলাজেন বাড়াতেও সহায়তা করে। পাশাপাশি রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি করে, ব্যাকটেরিয়া ও খুশকি দূর করে। মাইল্ড স্ক্রাবার হিসেবেও গ্রিনটির সুনাম আছে। গরমকালে ঘামাচির যন্ত্রণাও কমাবে। সমপরিমাণ গ্রিনটি, পুদিনাপাতা ও তুলসীর পাতা মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। ছেঁকে নিন। এরপর এটি স্প্রে বোতলে ভরে ব্যবহার করতে পারেন। ঘামাচিও কমে যাবে। ঘুম থেকে ওঠার পর চোখে ফোলা ফোলা ভাব থাকে। দুটি কালো চায়ের টি-ব্যাগ ঠান্ডা জলেতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে চোখের ওপর দিয়ে রাখলে ফোলা ভাব অনেকটাই কমে যাবে।

চুলের জন্য

২৫০ মিলিলিটার জলেতে ১ চা-চামচ গ্রিনটি মেশান। স্প্রে বোতলের মাধ্যমে মাথার ত্বকে স্প্রে করুন। খেয়াল রাখতে হবে চুলে যেন না লাগে। তাহলে আবার চুল রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। ২০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। খুশকি এবং সব ধরনের ছত্রাকজাতীয় সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। চুলে খুশকির জন্য ৩ চা-চামচ গ্রিনটি অল্প জলেতে ভিজিয়ে রাখুন ৪-৫ ঘণ্টা। ১০০ মিলিলিটার নারকেল তেলে ভিজিয়ে রাখা গ্রিনটি জ্বাল দিন। অল্প আঁচে জ্বাল দিতে থাকুন, যতক্ষণ না গ্রিন-টির জল শুকিয়ে যায়। জল শুকিয়ে এলে ছেঁকে কাচের বোতলে ভরে রাখতে পারেন। তুলার সহায়তায় মাথার ত্বকে লাগান। চাইলে ৩০ মিনিট পর এটি শ্যাম্পু করে ফেলতে পারেন, অথবা সারা রাত রেখেও শ্যাম্পু করা যায়। এতেও ছত্রাকের সংক্রমণ কমে আসবে।

খেয়াল করুন প্রায় সব ধরনের ত্বকেই চা ব্যবহার করা যায়। তবে যে ধরনের ত্বকে পিগমেন্টেশন, রোদে পোড়া ভাব কিংবা ব্রণ আছে, সে ধরনের ত্বকে বেশি ভালো কাজ করে। গ্রিনটিতে আছে ভিটামিন ই, সি। ভিটামিন ই ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে আর ভিটামিন সি ত্বক থেকে তেল অপসারণ করে। তাই ভিটামিনগুলো যেন একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি না করে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তৈলাক্ত ত্বকে ভিটামিন 'ই'এর পরিমাণ কমিয়ে আনলে ভালো। আবার শুষ্ক ত্বকে ভিটামিন 'সি'-এর ব্যবহার কমালে ভালো। প্যাক তৈরি করার সময় এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

ভিটামিন সি কি সব ধরনের ত্বকে মানায়

ত্বকের যত্নে ভিটামিন সি একটি অপরিহার্য উপাদান। ত্বকের পরিচর্যায় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায় ভিটামিন সি। হতে পারে লেবু, কমলা, স্ট্রবেরি ইত্যাদি ফল বা ভিটামিন সিযুক্ত সিরাম বা ক্রিম। ভিটামিন সিযুক্ত সিরাম ব্যবহার করতে প্রথমে ফেসওয়াশ দিয়ে আপনার মুখ পরিষ্কার করে নিন। তারপর ত্বকে টোনার লাগিয়ে নিতে পারেন। এরপর মুখে কয়েক ফোঁটা ভিটামিন সি সিরাম লাগিয়ে নিন। বেশি পরিমাণে লাগালে ত্বকের জন্য খারাপ। কারণ, অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন সির ব্যবহার ত্বককে শুষ্ক করে ফেলতে পারে। ধীরে ধীরে ত্বক সিরাম শুষে নিলে ভালো ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে ভালো করে মালিশ করে নিন। দিনের বেলা হলে পরে অবশ্যই সানস্ক্রিন লাগাতে ভুলবেন না। রাত হলে ময়েশ্চারাইজারের বদলে নাইট ক্রিম লাগাতে পারেন।

যেভাবে রূপচর্চায় ভিটামিন সি ব্যবহার করবেন

১ চা-চামচ কমলার খোসার গুঁড়া, ১ চা-চামচ মধু ও ১ টেবিল চামচ টক দই একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে নিন। মুখের মরা চামড়া তুলে ত্বককে কোমল ও নরম করতে প্যাকটি ব্যবহার করতে পারেন। পরিষ্কার মুখে প্যাকটি লাগিয়ে রাখুন ১৫ থেকে ২০ মিনিট। এরপর কুসুম গরম জল দিয়ে আলতোভাবে ঘষে ঘষে তুলে ফেলুন। টক দইয়ের পরিবর্তে ১ চা-চামচ বেসন এবং ১-২ টেবিল চামচ দুধ দিয়েও প্যাকটি তৈরি করা যায়। তবে সরাসরি মুখে কমলা বা লেবু না লাগানোর পরামর্শ দিলেন রূপচর্চাবিশারদ রাহিমা সুলতানা রিতা।

এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। যেকোনো ধরনের ত্বকের অধিকারীরাই ভিটামিন সি প্যাক লাগাতে পারবেন, তবে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য এটি অধিক উপযোগী। সংবেদনশীল ত্বকের অধিকারীদের ভিটামিন সি প্যাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ত্বকের ধরন যাই হোক, সপ্তাহে তিনবারের বেশি এসব প্যাক লাগানো উচিত নয় বলে জানান তিনি।

ভিটামিন সির উপকারিতা

ত্বকের কালো দাগ, দাগছোপ এবং অসমান ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে ভিটামিন সি কার্যকর। এটি ত্বকের মেলানিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে এবং দাগছোপ কমিয়ে আনে।

ভিটামিন সি ত্বকের বলিরেখা কমায়

ভিটামিন সিযুক্ত খাবার খাবেন, নাকি ভিটামিন সিযুক্ত উপাদান রূপচর্চায় ব্যবহার করবেনএ নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না বললেন রূপচর্চাবিশারদ রাহিমা সুলতানা রিতা। ত্বকের যত্নে দুটিই উপকারী। ভিটামিন সিসমৃদ্ধ খাদ্য ভেতর থেকে কোলাজেনের বৃদ্ধি ঘটিয়ে ত্বকের টান টান ভাব বজায় রাখে। ভিটামিন সিযুক্ত প্যাক বা সিরাম ব্যবহার ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে।

বঙ্গে বাড়ল কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার সময়সীমা

কলকাতা, ২ জুনঃ ভোটের পরেও হিংসা অব্যাহত, আর তাই ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে পশ্চিমবঙ্গে বাড়ল কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার সময়সীমা। আগে ঠিক হয়েছিল ৬ জুন পর্যন্ত থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী, কিন্তু উপর্যুপরি ভোট পরবর্তী হিংসার প্রেক্ষিতে ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যে থাকবে ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্যে সাত দফার ভোট মিটে গেলেও আগামী ১৯ পর্যন্ত রাজ্যে ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। এর মধ্যে সিআরপিএফ-এর ১১৫ কোম্পানি, বিএসএফ-এর ১১৮ কোম্পানি, সিআইএসএফ-এর ৭১, আইটিবিপি-র ৩৬, এসএসবি-র ৬০ কোম্পানি থাকবে।

Name Change

I, Akshat Saha (old name) S/O Kanai Lal Saha, residing at 11/3C, Jagannath Sarkar Lane, Kolkata - 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Akshat Kumar Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/05/2024. Akshat Kumar Saha (new name) and Akshat Saha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, PANKAJ JAIN (OLD NAME), SON OF LAXMI PAT MUNOT, RESIDING AT VIVEK VIHAR, PHASE-5, BLOCK-20, FLAT-5B, 493/C/A, G.T.ROAD, HOWRAH-711102, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PANKAJ MUNOT (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/05/2024.THAT ,PANKAJ JAIN AND PANKAJ MUNOT BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Akshat Saha (old name) S/O Kanai Lal Saha, residing at 11/3C, Jagannath Sarkar Lane, Kolkata - 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Akshat Kumar Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/05/2024. Akshat Kumar Saha (new name) and Akshat Saha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, PANKAJ JAIN (OLD NAME), SON OF LAXMI PAT MUNOT, RESIDING AT VIVEK VIHAR, PHASE-5, BLOCK-20,FLAT-5B, 493/C/A, G.T.ROAD, HOWRAH-711102, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PANKAJ MUNOT (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/05/2024.THAT ,PANKAJ JAIN AND PANKAJ MUNOT BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Kamal Dalui (old name) S/O Kashi Nath Dalui, residing at Lakeside Empire, 352, Sukanta Pally, P.O.- Boral, Garia, Dist- South 24 Pgs, Pin- 700154, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kamal Kumar Dalui (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/05/2024. Kamal Kumar Dalui (new name) and Kamal Dalui (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Antara Bhadra (old name) D/O Animesh Dasgupta, residing at Bankim Pally (West), Mdahyamgram, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700129, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Antara Dasgupta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/05/2024. Antara Dasgupta (new name) and Antara Bhadra (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md. Shahriar Mistry (old name) S/O Abdul Haque Mistry (father) and Jahanara Mistry (mother), residing at Vill- Rajakgohalia, P.O. - Dosotina, P.S.- Bishnupur, Baruipur Road, 24 PGS (South), Pin- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shahriar Mistry (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/05/2024. Shahriar Mistry (new name) and Md. Shahriar Mistry (old name) both are same identical person.

Name Change

I, GANESH CHANDRA BISWAS (OLD NAME), SON OF KRISHNADHAN BISWAS, RESIDING AT PIPLIP PARA, BANAGRAM, PS-BONGAON, NORTH 24 PARGANAS-743251, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GANESH BISWAS (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/05/2024.THAT GANESH CHANDRA BISWAS AND GANESH BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SEKH YER MOHAMMAD (OLD NAME), C/O SK SAFAR ALI , RESIDING AT VILL- HATPUKUR PURBA PARA P.O-JANAIP. S-CHANDITALA, HOOGHLY, PIN-712-304, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK IYAR MAHAMMAD (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/05/2024.THAT SEKH YER MOHAMMAD AND SK IYAR MAHAMMAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ANUAURA BIBI, WIFE OF SAWKAT MALITA, RESIDING AT SAISHPUR, AMBIKAPUR, PS-GOPALNAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 743251, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASURA MALITA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/05/2024.THAT ANUAURA BIBI AND ASURA MALITA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) RAFIKUL SK S/o- SHUKUR SK, Residing at, Vill- Gauripur, Post- Joykrishnapur, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAFIKUL SK To RAFIK SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAFIK SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, RAFIK SK and RAFIKUL SK both are Same and one identical person.

সোমবার ফের ভোট

দেগঙ্গা ও কাকদ্বীপে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ২ জুনঃ লোকসভা ভোটের পুনর্নির্বাচন সোমবার। বারাসত ও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের দু'টি বুথে পুনর্নিবাচনের কথা ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দেগঙ্গা ও কাকদ্বীপে ওই দু'টি বুথ রয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় দেশের নির্বাচন কমিশন যে তালিকা দিয়েছে, তাতে রয়েছে দু'টি বুথেরই উল্লেখ। বারাসতের দেগঙ্গায় কদম্বগাছির সর্দারপাড়া ৬১ নম্বর বুথে ভোট নেওয়া হবে সোমবার। অন্যদিকে মথুরাপুরে কাকদ্বীপে ২৬ নম্বর বুথে শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপীঠে হবে ভোটগ্রহণ। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুই বুথে চলবে ভোটগ্রহণ। সপ্তম দফায় তথা শেষ দফায় নির্বাচন হয়েছিল বারাসত ও মথুরাপুর লোকসভায়। প্রসঙ্গত, শেষ দফায় প্রায় সবক'টি কেন্দ্রেই বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ ওঠে। কোথাও কোথাও মাত্রা ছাড়ায় ঝামেলা। তবে কমিশনের সিদ্ধান্ত, দেগঙ্গা ও কাকদ্বীপের দু'টি বুথে পুনরায় ভোট হওয়া প্রয়োজন। এই দুই জায়গায় যেভাবে ভোট হয়েছে তা সঠিক হয়নি বলে রিপোর্ট এসেছে কমিশনে। এরপরই পুনর্নির্বাচনের কথা জানাল নির্বাচন কমিশন।

এক্সিট পোলে গেরুয়া ঝড়ঃ উৎসাহিত বিজেপিঃ পাত্তা দিচ্ছে না তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ জুনঃ শনিবার সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট গ্রহন শেষ হতেই ভারতের জাতীয় সংবাদমাধ্যমগুলি তাদের এক্সিট পোল বা বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ফলাফলের একটা পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে। এই বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলির আনুমানিক ফলাফল হিসাবে দেখা যাচ্ছে সারা দেশে গেরুয়া বিগ্রেডের জয়জয়কার। শুধু দেশের নিরিখেই নয়, এই রাজ্যেও তৃণমূলের থেকে বিজেপিকে এগিয়ে রেখেছে জাতীয় সংবাদমাধ্যমের একটা সিংহভাগ অংশ। এতদিন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটপর্ব চলাকালীন কোন এক্সিট পোল প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা ছিল। তাই সপ্তমদফার ভোট পর্ব শেষ হওয়া মাত্রই বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল প্রকাশ করল বিভিন্ন গনমাধ্যমগুলি। এদিকে অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমের এক্সিট পোল অনুযায়ী তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। এমন কি এ রাজ্যের ক্ষেত্রেও তৃণমূলের থেকে বিজেপির আসন সংখ্যা বেশী হবে বলে যে দাবী করছে বিভিন্ন মিডিয়া হাউস তাতে বেশ উৎসাহিত গেরুয়া ব্রিগেড। বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, ২৩ কিম্বা ২৫ নয়, বিজেপি এবার এই রাজ্যে ৩০ টি আসন পাবে। কারন মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভোট দিতে পেরেছে। তাই এই রাজ্যের স্বৈরচারী শাসনের বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদিকেই বেছে নিচ্ছেন এরাজ্যের মানুষ। অপর দিকে একই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ এক্সিট পোল সম্পর্কে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অনুমান দিয়ে কিছু হয় না। এর আগেও বিভিন্ন নির্বাচনে সংবাদমাধ্যম এক্সিট পোল ভুল বলে প্রমানিত হয়েছে। তার বিশ্বাস এ রাজ্যে তৃণমূল আগের বারের থেকে অনেক বেশী ভাল ফল করবে। জেলা বিজেপি নেতা সৌম্যরাজ ব্যানার্জী জানিয়েছেন, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের এক্সিট পোলে বিজেপির ভাল ফল দেখে ভাল অনুভব হলেও তারা এক্সিট পোল নিয়ে কোনরকম আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছেন না। তাদের মূল লক্ষ্য এখন কাউন্টিং অর্থাৎ ভোট গননা। জেলা বিজেপির নেতা কর্মীদের এখন একটাই লক্ষ্য ভোট গননা কেন্দ্রে যাতে কোন রকম কারচুপি না করতে পারে শাসকদল সে দিকটা লক্ষ্য রাখা। কারন গননা কেন্দ্রে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন কারচুপি বা ষড়যন্ত্র করতে পারে বলে তাদের কাছে কিছু খবর আসছে। সেগুলিকে রুখে দিয়ে যাতে সঠিক ভোটগননা করা হয় সে দিকটা লক্ষ্য রাখাটাই তাদের কাছে এখন মূল চ্যালেঞ্জ। সার্টিফিকেট না নিয়ে তারা গননা কেন্দ্র ছাড়বেন বলেও জানিয়েছেন এস আর ব্যানার্জী। যদিও এক্সিট পোলের সংখ্যাতত্বকে অবাস্তব বলেই মনে করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলীর বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। তিনি জানিয়েছেন, এক্সিট পোল অনুমান নির্ভর একটা সমীক্ষা, যার সাথে বাস্তবের মিল খুব কম।

তিহাড় জেলে আত্মসমর্পণ কেজরিওয়াল, ৫ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজত

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ দিল্লি আবগারি মামলায় রবিবার বিকেলেই তিহাড় জেলে আত্মসমর্পণ করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এরপর এদিনই তাঁকে আগামী ৫ জুন পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় (জেল হেফাজত) হেফাজতে পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। জেল থেকেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজির হন কেজরিওয়াল।

কেজরিওয়ালকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর আবেদন জানায় ইডি। ইডি-র পক্ষ থেকে বলা হয়, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং যেহেতু বিচার মুলতুবি রয়েছে, আমরা তাঁর বিচার বিভাগীয় হেফাজতের জন্য আবেদন করছি। এরপর অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ৫ জুন পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। আদালত এদিন উল্লেখ করেছে, ইডি সম্প্রতি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে চেয়ে একটি আবেদন করেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে থাকায় আবেদনটি বিচারাধীন ছিল। রবিবার আত্মসমর্পণের পর আবেদনটি গ্রহণ করেন রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের ডিউটি জজ সঞ্জীব আগরওয়াল। কেজরিওয়ালকে ৫ জুন পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন বিচারক।

Name Change

I, SAMIM MOLLA (OLD NAME), S/O ASAD ALI MOLLA, RESIDING AT PASCHIM CHARISWAR, PAIKAN, KOLKATA-700135, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIN MOLLA (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/05/2024.THAT SAMIM MOLLA AND SAMIN MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, CHANDRANI PAN (OLD NAME), W/O APURBA KUMAR PAN, RESIDING AT 124, SANTOSHPUR AVENUE, KOLKATA-700075, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRANI GHOSH PAN (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/05/2024.THAT CHANDRANI PAN AND CHANDRANI GHOSH PAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Previously Called SHREELATA CHANDAK (old name) W/o, Navratan Chandak R/o,3, Baroda Thakur Lane,1st Floor P.S.Posta. Kolkata -700007. Have Changed My Name as SRI LATA CHANDAK (new name) Vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-31/05/2024.Therefore SHREELATA CHANDAK and SRI LATA CHANDAK are same identical persons not two different ones.

I, SHER ZYAMAN KHAN @ MD ZYAMAN KHAN, Son of Late MD Hussain @Bahadur Khan, by Religion- Islam, by occupation- Business, presently residing at Premises No. 5, Prince Anwar Shah Road, Kolkata- 700033, West Bengal, do hereby solemnly affirmed and declared by an affidavit executed before 1st class magistrate on dated 22/05/2024 as follows:

1. That in my old Aadhar card my name is written as SHER ZYAMAN KHAN S/o MD Hussain.
2. That my date of birth has been wrongly inserted as 20/03/1974 whereas my real date of birth is 16/07/1984.
3. That I, MD ZYAMAN KHAN @ SHER ZYAMAN KHAN s/o Bahadur Khan @, MD Hussain are one identical person only having D.O.B i.e, 16/07/1984 .

নাম পরিবর্তন

আমি, MITHU RANI DEY (পুরাতন নাম), স্বামী KARTICK DEY , ঠিকানা- 8/1 PARUI PARA ROAD,PO - SARSUNA, KOLKATA - 700061, WEST BENGAL, INDIA, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 31.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MITHU DEY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। MITHU DEY (নতুন নাম) এবং MITHU RANI DEY (পুরাতন নাম) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) RAISUDDIN MIA S/o- AJAHAR, Residing at, Vill- Kechuahi, Post- Kamalabari, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAISUDDIN MIA To RAISUDDIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAISUDDIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, RAISUDDIN and RAISUDDIN MIA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) NURBANU BIBI W/o- RAISUDDIN, Residing at, Vill- Kechuahi, Post- Kamalabari, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NURBANU BIBI To NURBANU (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NURBANU in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, NURBANU and NURBANU BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MANJURA BIBI W/o- ABDUR RAJJAK, Residing at, Vill- Kechuahi, Post- Kamalabari, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MANJURA BIBI To MANJURA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANJURA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, MANJURA KHATUN and MANJURA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, Previously Called SHREELATA CHANDAK (old name) W/o, Navratan Chandak R/o, 3, Baroda Thakur Lane,1st Floor P.S.Posta. Kolkata -700007. Have Changed My Name as SRI LATA CHANDAK (new name) Vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-31/05/2024.Therefore SHREELATA CHANDAK and SRI LATA CHANDAK are same identical persons not two different ones.

Name Change

I , SAFIQUL ALAM SK S/O- HAZI SEKH NAZRUL ALAM RESIDENT OF PARAJ, P.O.-PARAJ, P.S.-GALSI, DIST-PURBA BARDHAMAN, W.B.-713403, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS 'SEKH SAFIQUL ALAM' VIDE AN AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT PURBA BARDHAMAN ON 31/05/2024. THAT SAFIQUL ALAM SK AND SEKH SAFIQUL ALAM BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

বর্জ্যভূমি পুনরুদ্ধার করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিবেশ অনুকূল ব্যবস্থা গড়ে তোলার আরেকটি পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ২ জুনঃ স্থায়িত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে মালিগাঁওয়ের বিজি কলোনিতে অবস্থিত একটি বর্জ্যভূমি পুনরুদ্ধার করে সেখানে সিরিশা রেল উদ্যান নামে একটি পার্ক নির্মাণ করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদাই পরিবেশ রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য গ্রহটি সংরক্ষণ করে রাখথে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নবনির্মিত সিরিশা রেল উদ্যানের স্থানটি এক সময়ে একটি বর্জ্যভূমি ছিল। কিন্তু আবর্জনা ও জল জমতে জমতে স্থানটি প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। যা সমাজের জন্য এবং নিকটবর্তী বাসিন্দাদের জন্য এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। কদর্যময় ও ভয়ঙ্কর দেখতে এই স্থানটির চারপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়েছিল দূষিত গন্ধ। যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ভূমিটি পুনরুদ্ধার করে সেখানে স্থানীয় জনগণের জন্য একটি পার্ক নির্মাণ করা হয়। সব ধরনের বয়সের মানুষের জন্য ওয়াকিং ও রানিং ট্র্যাকের মতো আধুনিক সুবিধাযুক্ত এই পার্কটি আয়তনে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাঁজার বর্গমিটার।

এখানে বসার ব্যবস্থা, লন এবং ওপেন জিমের সুবিধা রয়েছে। মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম রয়েছে। পার্কটির দেওয়ালে অসমের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। শিশুদের খেলার স্থানের পাশাপাশি সোলার এলইডি ল্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। দুটি জলের ফোয়াড়া সহ একটি আকর্ষণীয় জলাশয় তৈরি করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় জনগণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রশংসা করে কারণ আবর্জনা, মাছি ও মশার কবল থেকে তাঁরা এখন মুক্ত হতে পেরেছেন। শিশুরা যাতে খেলাধুলো করতে পারে এবং মানুষের একটু হাঁটার জন্য এলাকার জলাশয়টি একটি পার্কে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকে এখানে সবকিছুর পরিবর্তন ঘটেছে।

আমাদের এই গ্রহকে একটি উন্নত স্থান হিসেবে গড়ে তোলার কথা চিন্তা করে বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষ রোপণ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আমাদের পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়েছে।

অঞ্চলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা এবং জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও স্থায়ী উন্নয়নে সাহায্য করা একটি কৌশলগত প্রতিশ্রুতি।

৫.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অসমে, ৩.৫ তীর্বতার পৃথক কম্পন মণিপুরে

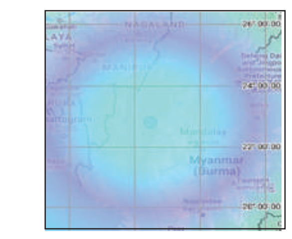

গুয়াহাটি, ২ জুন ঃ আজ রবিবার বেলা ০২টা ১৪ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে মায়ানমারে। এর ঝটকা লেগেছে অসমের গুয়াহাটি, মেঘালয় এবং মণিপুরের একাংশ এলাকায়। অসমে রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৫। এছাড়া আজ ভোররাত ০২টা ৩৮ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে মণিপুরেও ভূমিকম্প হয়েছে। দুটি রাজ্যে সংঘটিত ভূমিকম্পে কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস)-র পৃথক পৃথক প্রদত্ত তথ্যে জানা গেছে, আজ রবিবার বেলা ১৪,১৪,৫৭টায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মায়ানমারের ভূপৃষ্ঠের ১১০ কিমি গভীরে ২২.৮২ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৪৮ও পূর্বে। এনসিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল মায়ানমারে হওয়ায় এর ঝটকা অসম, মণিপুর, মেঘালয় এবং বাংলাদেশের কিছু অংশে অনুভূত হয়েছে। এছাড়া আজ রবিবার ভোররাত ০২,৩৮,৫০টায় মণিপুরে ৩.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে। এর উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদ জেলার ভূপৃষ্ঠের ৭৭ কিমি গভীরে ২৩.৯১ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.১০ও পূর্বে। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২৯ মে সন্ধ্যারাত ০৬টা ৪৩ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে মায়ানমারের সংঘটিত ভূমিকম্পের ঝটকা লেগেছিল অসমের গুয়াহাটি, মেঘালয়ের শিলং এবং মণিপুরের একাংশ। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৬। এছাড়া গত ৮ মে ভোর ০৪টা ৫৫ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের লোয়ার সুবনশিরি জেলা। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.১। তার আগে গত ১ মে সন্ধ্যায় নাগাল্যান্ডের মন জেলা থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে রিখটার স্কেলে ৪.০ মাত্রার একটি মাঝারি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল।

করিমগঞ্জ সীমান্তে বন্যাকবলিত গ্রামে বিএসএফ-এর স্বাস্থ্য শিবির

করিমগঞ্জ (অসম), ২ জুন ঃ করিমগঞ্জে বন্যার কবল থেকে আপাতত কিছুটা রেহাই পাওয়া গেছে। লঙ্গাই, সিংলা নদী এ মুহূর্তে বিপদসীমার নীচে। ঘরবাড়ি থেকে বন্যার জল নেমে গেলেও চরম দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে করিমগঞ্জের সীমান্ত এলাকায়। বন্যাকবলিত গ্রামগুলোতে জলবাহিত রোগ দেখে দিয়েছে। সেই সঙ্গে বানভাসি অনেক শিশু জ্বর ও ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। যার ফলে সীমান্তবাসীর মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে বিএসএফ-এর ১৬ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে। আজ রবিবার স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় জলমগ্ন কাঁটাতারের বাইরে বিদ্যমান উত্তর লাফাশাইল গ্রামে। সেখানে অবস্থানরত ৬৬টি পরিবারের মধ্যে ২০০-এর বেশি বাসিন্দা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে পরিষেবা গ্রহণ করেন। বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধও প্রদান করা হয়েছে শিবিরে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন বিএসএফ-এর চিকিৎসক অ্যাসিস্টেন্ট কমাডেন্ট

ডা. দিব্যা। উপস্থিত ছিলেন ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অরুণ কুমার, লক্ষ্মীবাজার বিওপি কোম্পানি কমান্ডার অনিল কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বিএসএফ-এর কমাডেন্ট সঞ্জয় কুমার জানান, বন্যার কবলে পড়েছে সীমান্তের বেশ কয়েকটি গ্রাম। গ্রামের বাড়িঘরে বন্যার জল ঢোকায় চরম দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে। বন্যাকবলিত গ্রামগুলোতে জলবাহিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেই সঙ্গে বানভাসি অনেক শিশু জ্বর ও ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বিএসএফ-এর তরফ থেকে স্বাস্থ্য শিবির ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করার কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। রবিবার থেকে এই কার্যসূচি শুরু হয়েছে।পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সীমান্তবর্তী গ্রামে বিএসএফ-এর স্বাস্থ্য শিবির চলবে।

মেটেলি ব্লকে হাতির হানা অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, মেচেলি, ২ জুন ঃ মেটেলি ব্লকে হাতির হানা অব্যাহত, ফের খাদ্যের লোভে জনবহুল এলাকায় হামলা চালাল হাতি। ঘর ভেঙে সাবাড়। কররলো যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবাস্তি বস্তি এলাকায়। জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে সংলগ্ন পানঝোরা জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে চলে আসে মঙ্গলবাড়ি বস্তি এলাকায়। ওই এলাকার বিপুল ওরাওঁ ও প্রেম ওরাওঁয়ের বাড়িতে হামলা চালায় হাতিটি। বুঝতে পেরে বাড়ির লোকজন পালিয়ে কোনক্রমে প্রাণে বাঁচেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকারে হাতিটি ফের জঙ্গলে চলে যায়। তবে যাবতীয় ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন বাসিন্দারা। এবিষয়ে বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে জানান, নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এদিন খবর পেয়েই এলাকায় গিয়ে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করেন বনকর্মীরা।

পুণে পোর্শে-কাণ্ডে নাবালকের অভিভাবকের পুলিশ হেফাজত

পুণে, ২ জুন ঃ পুণে-তে পোর্শে-কাণ্ডে অভিযুক্ত নাবালকের বাবা ও মা-কে আগামী ৫ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠাল পুণের জেলা ও দায়রা আদালত। রক্তের নমুনা ম্যানিপুলেশন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে নাবালকের অভিভাবককে। রবিবার তাঁদের পুণের জেলা ও দায়রা আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তাঁদের ৫ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে। উল্লেখ্য, পুণের রাস্তায় বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায় দু'জনের মৃত্যু হয়। অভিযোগ, ঘটনার সময় মত্ত ছিল নাবালক। সেই তথ্য আড়াল করতে সরকারি হাসপাতালে তার রক্তের নমুনা অন্য কারও সঙ্গে বদলে দেওয়া হয়েছিল বলে আগেই দাবি করেছিল পুলিশ। সেই মামলায় গ্রেফতার করা হয় সাসুন হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান অজয় তাওরে, চিফ মেডিক্যাল অফিসার হরি হলনোর এবং এক পিয়োনকে। এরপর এই মামলায় নাবালকের মা-কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে নজরকাড়া ফলাফল

ইটানগর, ২ জুন ঃ অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে নজরকাড়া ফলাফল করেছে বিজেপি। ইটানগরে প্রদেশ সদর কার্যালয়ে চলছে উদ্দাম বিহু নৃত্য, আবির খেলা ও পরস্পর পরস্পরকে মিষ্টিমুখ করানোর প্রতিযোগিতা। ইতিমধ্যে ৬০ আসনের অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভায় ৩২ আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা অতিক্রম করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু নেতৃত্বাধীন বিজেপি এবার বিগত দিনের রেকর্ড ভঙ্গ করে ইতিহাস রচনা করেছে। রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ খবর, ১৮ নম্বর পালিন বিধানসভা কেন্দ্রে ১০,০২৯ ভোট পেয়ে জিতেছেন বালো রাজা। তিনি ৫,০৪০ ভোটের ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেছেন। ইলাং তানাং ১০ নম্বর সেপ্পা (পূর্ব) বিধানসভা কেন্দ্রে ৬,৯৩৬ ভোট পেয়েছেন। তিনি ৫,২৭০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। হামজং তাংহা ৫২ নম্বর চাংলাং (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রে ১,৫৫২ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। এখন পর্যন্ত হামজং পেয়েছেন ৩,৬৫৪ ভোট। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যে গত ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় দুটি লোকসভা এবং ৫০টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একযোগে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু সহ ক্ষমতাসীন বিজেপি ইতিমধ্যেই ৬০ সদস্যের বিধানসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দশটি আসনে বিজয়ী হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভায় ক্ষমতাসীন বিজেপি ৬০ আসনের সব কেন্দ্রেই প্রার্থী দিয়েছিল। এছাড়া বিরোধী কংগ্রেস ১৯, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) ২০, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ১৪টি, ১১টি আসনে আঞ্চলিক দল পিপলস পার্টি অব অরুণাচল (পিপিএ), চারটিতে অরুণাচল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, একটি আসনে লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেএসপি) প্রার্থী দিয়েছিল। প্রসঙ্গত মুক্তো বিধানসভা কেন্দ্রে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। এছাড়া পাপুমপারে সহ আরও কয়েকটি আসনে বিরোধী প্রার্থী না থাকায় ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন সাগালি আসনে রাতু তেচিও, লোয়ার সুবনশিরি জেলার জিরো আসনে হাগে আপাকে, তালি আসনে জিকে টাকো, তালিহা আসনে নিয়াতো ডুকম, রোয়িং বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মুচ্ছু মিথি। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ ২ জুন সকাল ছয়টায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা শুরু হয়েছে। আগামী ৪ জুন হবে দুই আসনে লোকসভা নির্বাচনের গণনা। এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু অরুণাচল পশ্চিম সংসদীয় আসনে এবং পূর্ব সংসদীয় আসনে বর্তমান সাংসদ তাপির গাও বিজেপির টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে অরুণাচল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাবাম তুকি পশ্চিম লোকসভা আসনে এবং দলের প্রদেশ উপ-সভাপতি বসিরাম সিরাম পূর্ব লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার রানীনগরে

দুরন্ত বার্তা, রাণীনগর, ২ জুন ঃ ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রানীনগরে। ব্যাগ ভর্তি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার কে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায় ।ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার পানিপিয়া পুরাতনপাড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায় রাত্রি বারোটা নাগাদ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে রানীনগর থানার পুলিশ আব্দুর রাজ্জাক নামের এক ব্যক্তির বাড়ির পিছনে ঘাসের জমি থেকে ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার করে। তবে ওই বাড়ির মালিক জানান কে বা কারা রাতের অন্ধকারে বোমা গুলি রেখেছে তা জানিনা। রাত্রে পুলিশ বোমা গুলি সারা রাত্রি পাহারা দেয.যাতে করে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। তবে কয়েকদিন বাদে ভোটের ফলাফল তার আগেই মুর্শিদাবাদের প্রায.জাযগায.বোমা উদ্ধার এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কমেন্টে জানান ।এই ঘটনায় এলাকায. ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । তবে রানীনগর থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুনবো বিস্তারিত।

কালীগঞ্জে মৃত বিজেপি কর্মী হাফিজুলের পরিবারের সাথে দেখা করতে গেলেন বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২ জুন ঃ নদীয়ার কালীগঞ্জে খুন হওয়া বিজেপি কর্মীর বাড়িতে তার পরিবারের সাথে দেখা করতে গেলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায় ও নদীয়া উত্তর বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস। মৃত হাফিজুল শেখ আগে সিপিএম করত। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের আগে সে বিজেপিতে যোগদান করে। আর তাই বিজেপি করার অপরাধে এবং এলাকায় ভয় ভীতি সন্ত্রাস সৃষ্টি করতেই বিজেপি কর্মী হাফিজুলকে খুন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস বলে দাবি করেন কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী। বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায.আরো জানান, বিজেপির উচ্চ নেতৃত্বের সাথে কথা বলা ছাড়াও দল মৃত হাফিজুলের পরিবারের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস

দান তিনি। একই সাথে মৃত পরিবারের সুরক্ষার কথাও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দাবি করা হয়। রাজ্যের শেষ দফার ভোট মিটতে না মিটতেই নদিয়ায় খুন হল বিজেপি কর্মী। মৃত বিজেপি কর্মীর নাম হাফিজুল শেখ। দুষ্কৃতীরা পরপর দুটি গুলি করে খুন করার পর হাফিজুলের মাথা কেটে নিয়ে নৃশংসভাবে চলে যায় বলে অভিযোগ। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের আগে হাফিজুলের নেতৃত্বে এলাকায় সংখ্যালঘুরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনেও ওই এলাকায় বিজেপি বেশ ভালো ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল আর তার পরিণাম হিসেবেই হাফিজুল কে খুন করা হয়েছে বলে দাবি বিজেপির। ইতিমধ্যেই মৃত হাফিজুলের পরিবারের পক্ষ থেকে সিবিআই তদন্তর দাবি করা হয়েছে। একই সাথে ঘটনায় জড়িত প্রায় ১০ থেকে ১১ জনের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দাবি করা হয়েছে। আর বিজেপি কর্মী হাফিজুলের খুনের ঘটনায় অভিযোগের তীর রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে বলেই জানিয়েছেন নদীয়া উত্তর বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস।

রাজঘাটের বাইরে কেজরির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় আটক হলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা-সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা। তিহাড় জেলে আত্মসমর্পণের আগে রবিবার রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল ও দলের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু, রাজঘাটে কেজরিওয়ালের আসায় আপত্তি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি। বীরেন্দ্র সচদেবার নেতৃত্বে বিজেপির নেতা-কর্মীরা রাজঘাটের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তখনই আটক করা হয় বীরেঃদ্র সচদেবা-সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতাকে। পুলিশ ভ্যান থেকেই বীরেন্দ্র বলেছেন, তিনি নিজ অফিস থেকে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি সরিয়েছেন এবং এখন রাজঘাটে যাচ্ছেন।

এক্সিট পোলকে ভুয়ো বললেন জয়রাম, ইন্ডি জোটের জয় নিয়ে আশাবাদী

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ এক্সিট পোলকে ভুয়ো বললেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। বিরোধীদের ইন্ডি জোটের জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী তিনি। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জয়রাম রমেশ বলেছেন, এই এক্সিট পোলগুলি ভুয়ো। ইন্ডি জোট ২৯৫ আসনের কম পাবে না। এই এক্সিট পোলগুলি ভুয়ো, কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একটি মনস্তাত্ত্বিক খেলা খেলছেন। তারা বিরোধী দল, ইডিসিআই, গণনা এজেন্ট, রিটার্নিং অফিসারদের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং এমন পরিবেশ তৈরি করছে যে তাঁরা ফিরে আসছে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ আরও বলেছেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সাংসদ রাহুল গান্ধী আমাদের সমস্ত প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। গতকাল ইন্ডি জোট নেতারা মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে দেখা করেছিলেন এবং আলোচনা হয়েছিল। সবাই বিশ্বাস করেছেন, ইন্ডি জোট ২৯৫ আসনের কম পাবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অমিত শাহ যে মনস্তাত্ত্বিক গেম খেলছেন।

প্রাণ হারালেন আরও দু'জন, পুরীতে বাজি বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে ১১

পুরী, ২ জুন ঃ ওড়িশার পুরীতে জগন্নাথ দেবের চন্দনযাত্রার সময় বাজি বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১ হয়েছে। রবিবার দু'জন বিভিন্ন হাসপাতালে মারা গিয়েছেন বলে জানা গেছে। আগেই জানানো হয়েছে, জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার সময় গত বুধবার রাতে বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছিলেন। তাঁদের পুরী, ভুবনেশ্বর এবং কটকের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক এই বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। নিহতদের প্রত্যেকের নিকট আত্মীয়দের জন্য এককালীন চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

বুথ ফেরত সমীক্ষাকে ভুয়ো বললেন বেণুগোপাল

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ আগামী ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা। তার আগে রবিবার, গণনার দিনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠকে বসল কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পৌরহিত্যে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সোনিয়া গান্ধী, কে সি বেণুগোপাল, রাহুল গান্ধী, জয়রাম রমেশ প্রমুখ। এই বৈঠক শেষে বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, আমরা আমাদের প্রদেশ সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী, ইনচার্জ এবং প্রার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, তাঁরা সবাই খুব আত্মবিশ্বাসী। এই এক্সিট পোল সরকারের জন্য একটি ভুয়ো পোল। ইন্ডি জোট ২৯৫টি আসন পাবে এবং অবশ্যই সরকার গঠন করবে।

নদিয়ায় ভোট পরবর্তী হিংসা! গুলি করে মাথা কেটে খুন বিজেপি কর্মী

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২ জুন ঃ সপ্তম দফার ভোট শেষ হতেই রাতে নদিয়ার দেবগ্রামে বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ভোট পরবর্তী হিংসার জেরেই এই ঘটনা বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম হাফিজুল শেখ। তিনি চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা। এলাকায় তিনি বিজেপি কর্মী বলেই পরিচিত। শনিবার রাতে কালীগঞ্জের চাঁদপুর জামতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন যুবক। অভিযোগ, সেই সময়ই কয়েকজন দুষ্কৃতী মোটরবাইকে এসে হাফিজুলকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। গুলি চালানোর পর মৃত্যু নিশ্চিত করতে তাঁকে কোপানো হয় বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে তদন্তকারীরা। বিজেপির অভিযোগ, কয়েকদিন আগে এলাকার বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের দলে যোগ দেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় এই খুন বলে দাবি তাঁদের। পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে তারা। মৃতের দাদা জৈনউদ্দিন মোল্লা বলেন, আমার ভাই হাফিজুল এখানে ক্যারাম খেলছিল। সেই সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ভাইকে পর পর গুলি করে। তার পর কুপিয়ে মারে। এখানেই থামেনি ওরা। অন্য বিজেপি কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজি করে। আমরা বিজেপি করি বলে আমাদের উপর এই অত্যাচার। পুলিশের উপর ভরসা নেই জানিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন তিনি।

দিনকয়েক দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস

বেঙ্গালুরু, ২ জুন ঃ শনিবার ভারী বৃষ্টিতে জল জমে যানজটের সৃষ্টি হয. কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে। বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টিপাত আরও বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দফতর রবিবার হলুদ সতর্কতা জারি করে পূর্বাভাস দিয়েছে যে, বেঙ্গালুরুতে আগামী পাঁচ দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও, কেরলের বেশ কয়েকটি অংশে আগামী সাত দিনে বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের জন্যও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পূর্বাভাস অনুসারে, চেন্নাইয়ে আংশিক মেঘলা আকাশ এবং হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কয়েকদিন।

জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

ভয়াবহ দুর্ঘটনা জলপাইগুড়ি জাতীয. সড়ক বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায় জাতীয় সড়ক বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায়। লরির সাথে ছোট গাড়ি সংঘর্ষ দুমড়ে মুছে যায় চার চাকার ছোট গাড়ি। প্রাণে বাজে ছোট গাড়িতে থাকা যাত্রী। ঘটনাস্থলে পুলিশ। পুজো দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি পাড়ার বাসিন্দা। দুর্ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি খড়িয়া অঞ্চলের বিবেকানন্দ পল্লী এলাকার জাতীয় সড়কে।

রবিবার জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায়৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে লরি ও ছোট গাড়ির সংঘর্ষে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

পুজো দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা কবলে পড়েন জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি পাড়ার বাসিন্দা সুদীপ কান্তি মজু ন্দার। আনুমানিক সকাল ১০ টা ৫০ মিনিট নাগাদ, জাতীয় সড়ক হয়ে একটি লরি যাচ্ছিল জয়াঁওতে। অপর একটি ছোট প্রাইভেট গাড়ি সেটি যাচ্ছিল জলপাইগুড়ি দোমহানি এলাকায়। দুটি গাড়িতেই একজন করে চালক ছিল। হঠাৎ এর কোন খবর নেই। ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ পৌঁছেছেন এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।

ডাকাতির মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ৫ জন বাংলাদেশি ও একজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২ জুন ঃ মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি ডাকাত। রঘুনাথগঞ্জে ডাকাতির ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বহরমপুর থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে প্রচুর সোনার গয়না উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম আজিজুল শেখ। রবিবার ভোররাতে বহরমপুরের গোযালজন থেকে সোনার গয়না-সহ তাকে গ্রেপ্তার করল বহরমপুর পুলিশ। মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ৫ জন বাংলাদেশি ও একজন ভারতীয় ডাকাতকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ডাকাতি হয় রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রামে। ওই বাড়ির মহিলার হাত-পা বেঁধে রেখে সাড়ে ৭ ভরি সোনা নিযে.চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খবর পাওয়া মাত্রই জঙ্গিপুর পুলিশ তদন্ত শুরু করে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ৫ জন বাংলাদেশি ও একজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানায়, দুদিন ধরে বহরমপুরের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত মোট সাতজন। তার পরেই রঘুনাথগঞ্জের জরুর গ্রামে তারা ডাকাতি করে। ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের পর গয়না ও অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ওই ডাকাত দল আরও কোনো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা তদন্ত করছে বহরমপুর ও রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

অসমে পুলিশের পৃথক অভিযানে ৯.৫ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার

গুয়াহাটি, ২ জুন ঃ দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায় পুলিশের অভিযানে ৯.৫ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়েছে। মাদক পাচারের অভিযোগে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে কাছাড় পুলিশ। আজ রবিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে এ খবর দিয়ে বলেছেন, অসমের বরাক উপত্যকায.শনিবার রাতে পৃথক অভিযানে মাদক দ্রব্য সহ সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ড. শর্মা লিখেছেন, পুলিশের 'শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক'-এর ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশ একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৮০০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে একজনকে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া কাছাড় জেলা পুলিশের দুটি অভিযানে ১.৯ কেজি হেরোইনের সঙ্গে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এক্স হ্যান্ডলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, এ ধরনের অপারেশন এবং নেশাদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার ঘটনায় রাজ্যে ড্রাগস নেক্সাসকে দুর্বল করছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের কড়া অবস্থান জারি থাকবে। সমাজ ধ্বংসযজ্ঞকারী নিষিদ্ধ দ্রব্যের প্রচলন নির্মূল করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রসঙ্গত, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে কাছাড়ের ধলাই থানাধীন রামপ্রসাদপুর এবং লক্ষ্মীপুরের বাঁশকান্দিতে অভিযান চালিয়ে ১.৯ কেজি হেরোইনের সঙ্গে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জলের সঙ্কট দিল্লিতে, যোগী ও সাইনিকে চিঠি লিখলেন অতিশী

ATISHI
GOVT. OF NCT OF DELHI
NEW DELHI-110002
Respected Sir,

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ জলের সঙ্কটে দুর্বিষহ অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে, অতি কষ্টের মধ্যে কাটছে সাধারণ মানুষের জীবন। জলের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনিকে চিঠি লিখলেন দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী। দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও হরিযানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনিকে চিঠি লিখেছেন, সেই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, এক মাসের জন্য দিল্লিতে অতিরিক্ত জল ছাড়া হয়। কষ্টের এই সময়ে সাহায্যের হাত বা।ায়ে দেওয়ার জন্য যোগী ও সাইনির কাছে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন অতিশী।

ঘুষ কাণ্ডে সাজা পেলেও ভোটে লড়তে পারবেন ট্রাম্প সাজা ঘোষণা হলে জেলে যেতে হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে

২ জুন ঃ ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জুলাই মাসের ১১ তারিখ চূড়ান্ত সাজা ঘোষণা হলে জেলে যেতে হবে ৭৭ বছরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে। এমনকী, তাঁর জন্য দরজা বন্ধ থাকবে ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশের দরজা। কারণ অপরাধমূলক ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত হলে বিশ্বের বেশ কিছু দেশ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রবেশাধিকার দেয় না সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে। সেই তালিকায় রয়েছে ভারতের নামও। তথ্য গোপনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক নথিপত্রে জালিয়াতি করার দায়ে মার্কিন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই মামলায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা ৩৪টি অভিযোগের সব ক'টিই প্রমাণিত হয়েছে বলে জানিয়েছে ১২ সদস্যের জুরি বোর্ড।

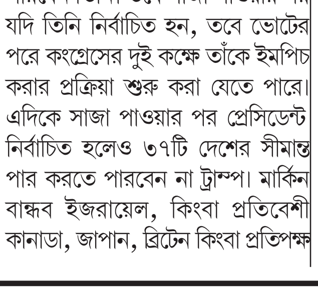

এই অবস্থায় মার্কিন আইন অনুযায়ী দেশের সর্বোচ্চ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন তিনি। তবে সাজা পাওয়ার পর যদি তিনি নির্বাচিত হন, তবে ভোটের পরে কংগ্রেসের দুই কক্ষে তাঁকে ইমপিচ করার প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। এদিকে সাজা পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও ৩৭টি দেশের সীমান্ত পার করতে পারবেন না ট্রাম্প। মার্কিন বান্ধব ইজরায়েল, কিংবা প্রতিবেশী কানাডা, জাপান, ব্রিটেন কিংবা প্রতিপক্ষ চিন- সব দেশেই ফৌজদারি সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রবেশে অনুমতি দেয় না। একই নিয়ম রয়েছে ভারতেও। ফলে যদি ফের প্রেসিডেন্ট পদে জিতে হোয়াইট হাউসে ফিরেও আসেন ট্রাম্প, তাহলেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিদেশ সফরে অনেক ভেবেচিন্তে চলতে হবে তাঁকে। পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে ট্রাম্প দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এই রিপাবলিকান নেতার সমর্থকরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় আমেরিকার পতাকার উল্টো ছবি পোস্ট করে প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আদালতের নির্দেশ নিয়ে যেভাবে সকলে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন, জাতীয় পতাকার অপমান করছেন তা দেশের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর বলেই জানিয়েছেন বাইডেন।

ফের নির্বাচনে হারলেন বাইচুং ভুটিয়া

গ্যাংটক, ২ জুন ঃ ফের নির্বাচনে হারলেন বাইচুং ভুটিয়া । ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর রাজনীতিতে নাম লেখান এই ফুটবল তারকা। তারপর কখনও বাংলায় শাসক দল তৃণমূলের হয়ে তো কখনও সিকিমে নিজের দল গড়ে নির্বাচনে লড়াই করেছেন। কিন্তু কখনই মানুষের আশীর্বাদে জিততে পারেননি তিনি। এবারও সিকিমের নির্বাচনে হেরে পরপর ৬টি নির্বাচনে হারের লজ্জার রেকর্ড গড়লেন বাইচুং। ফুটবল ময়দানে তিনি যতটা দাগ কাটতে পেরেছেন রাজনীতির ময়দানে ঠিক ততটাই ব্যর্থ তিনি। এবারে সিকিমের বরফুং কেন্দ্র থেকে তিনি ৪৩৪৬ ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার প্রার্থীর কাছে। বাইচুংকে হারিয়েছেন সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার রিকশল দর্জি ভুটিয়া। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৮৩৫৮। বাইচুং পেয়েছেন ৪০১২ ভোট।

রাজগঞ্জের চন্দাবাড়ির প্রিয়াংকা রায় সোনা জিতলেন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জুন ঃ রাজগঞ্জের চন্দাবাড়ি এলাকার প্রিয়াংকা রায় বয়স(১৫) ন্যাশনাল কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ এ ৩৭ কেজি বিভাগে পয়েন্ট ফাইভে সোনা এবং রূপা জয় করে এসেছেন মোহিত নগর জলপাইগুড়ি আপনজন ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে পিয়াংকা রায় কে সংবর্ধনা এবং ৫০০ টাকা অনুদান দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

পুজো দিলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ জুন ঃ আর মাত্র দুদিন, তারপরই আগামী মঙ্গলবার অর্থা, ৪ জুন ঘোষণা হবে লোকসভা ভোটের ফলাফল। তার আগে রবিবার যজ্ঞ এবং পুজো দিলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিক বরাইক। এদিন আলিপুরদুয়ার নিউটাউন দুর্গাবাড়িতে জয়ের জন্য পুজো দিতে দেখা যায় প্রকাশ চিক বরাইককে। পাশাপাশি ছিলেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরাও। এ বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিক বরাইক বলেন, 'এই নির্বাচনের ৪২টি আসনে যাতে তৃণমূল জয়ী হয় সেই প্রার্থনাই করলাম।'গত ১৯ এপ্রিল আলিপুরদুয়ার লোকসভায় নির্বাচন হয়েছে, এরপর প্রায় দেড় মাসের অপেক্ষা শেষে আগামী মঙ্গলবার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে। ফলে উচ্ছসিত সকল শিবিরই।

বিরাটকে আইসিসি'র

ওডিআই প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার পুরস্কার

নিউ ইয়র্ক, ২ জুনঃ এই মুহূর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ খেলতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন বিরাট কোহলি। সেখানেই দারুণ একটা খবর পেলেন তিনি। আইসিসি-র তরফ থেকে বিরাট কোহলিকে আইসিসি ওডিআই প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার ২০২৩ পুরস্কার দেওয়া হল। এই ভাবে বিশ্বকাপ শুরুর আগে বিরাট কোহলিকে আইসিসি ওডিআই প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার ২০২৩-এর পুরস্কার দিয়ে বিশেষ সম্মানিত করেছে আইসিসি। আসলে বিরাট কোহলি গত বছরই এই পুরস্কার পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ শুরুর আগে বিরাট কোহলির হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হল। আইসিসি পুরস্কারের সঙ্গে বিরাট কোহলির ছবি ও ভিডিয়ো তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে বিরাট কোহলির এই প্রাপ্তি দেখে ভক্তরাও বেশ খুশি হয়েছেন। আমরা আপনাকে বলি যে ভক্তরা আইসিসির শেয়ার করা ভিডিয়োটি পছন্দ করছেন এবং 'কিং' কোহলিকে অভিনন্দনও জানাচ্ছেন। ২০২৩ সালে, বিরাট কোহলি তাঁর ব্যাট দিয়ে বিস্ময়কর কাজ করেছিলেন। বিরাট কোহলি ২৭টি ওডিআই ম্যাচে মোট ১৩৭৭ রান করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল ৬টি সেঞ্চুরি এবং ৮টি হাফ সেঞ্চুরি। ২০২৩ সালে বিরাট কোহলির সেরা স্কোর ছিল অপরাজিত ১৬৬ রান। শুধু তাই নয়, ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজের ব্যাটিং দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন বিরাট কোহলি। ১১ ম্যাচে বিরাট ৭৬৫ রান করেছিলেন। যার মধ্যে তার নামে ছিল ৩টি সেঞ্চুরি ও ৬টি হাফ সেঞ্চুরি। এখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত রয়েছেন বিরাট কোহলি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বিরাট কোহলি। এমন পরিস্থিতিতে এই বিশ্বকাপেও ক্রিকেট বিশ্বের তাঁর কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। ভারত ১ জুন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। যেখানে বিরাট কোহলি খেলেননি। ভারত নিজেদের এই প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশকে ৬০ রানে পরাজিত করেছিল। প্রসঙ্গত, ৫ জুন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ভারতীয় দল। ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল ভারত। তারপর থেকে টি-টোয়েন্টি শিরোপা জিততে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা শেষবার ইংল্যান্ড জিতেছিল ২০২২ সালে। এবারে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে বদ্ধপরিকর টিম ইন্ডিয়া।

কার্লসেনের পর বিশ্বের ২ নম্বর কারুয়ানা বধ প্রজ্ঞানন্দের

ওসলো, ২ জুনঃ একদিন আগেই ক্লাসিকাল দাবায় হারিয়েছিলেন বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনকে। এবার নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতায় বিশ্বের দুনম্বরকেও হারিয়ে দিলেন ভারতের ছেলে রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। এই প্রতিযোগিতায় শুরু থেকেই ঝড় তুলেছেন ভারতীয় দাবাড়ু। আঁটঘাট বেঁধেই যে এবারে তিনি এসেছেন, সেটা প্রথম রাউন্ড থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। নরওয়ে চেজ প্রতিযোগিতার পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচে বিশ্বের দুনম্বর ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় পেলেন প্রজ্ঞা। মাত্র একদিনের ব্যবধানে বিশ্বের ১ নম্বর এবং ২ নম্বর দাবাড়ুকে ক্লাসিকাল দাবায় হারানোর নজির গড়লেন ভারতের এই ১৮ বছর বয়সী দাবাড়ু। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বের প্রথম দশে ঢুকে পড়ছেন চেন্নাইয়ের এই দাবাড়ু। প্রথমবার এই দুই তারকাকে একই প্রতিযোগিতায় হারালেন তিনি। বয়সে তরুণ হলেও তিনি যে মানসিকভাবে অনেকের থেকেই শক্তিশালী সেটা এই ম্যাচেই প্রমাণ করে দিয়েছেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। কারণ ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারানোর পর চতুর্থ রাউন্ডে কিছুটা অপ্রত্যাশিভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিকারু নাকামুরার কাছে হেরে গেছিলেন প্রজ্ঞানন্দ, কিন্তু হারের একদিনের মধ্যেই অনবদ্য প্রত্যাবর্তন করে বিশ্বের দু নম্বরকে হারিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন তিনি। এই জয়ের পরই তাঁকে শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসিয়েছে ক্রীড়া অনুরাগীরা। প্রথম থেকে অবশ্য দুই দাবাড়ুর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে। তবে ৬৬ নম্বর দানে গিয়েই মস্ত বড় ভুল করে ফেলেন কারুয়ানা, সেই সুযোগেই ম্যাচে জাঁকিয়ে বসেন প্রজ্ঞানন্দ। এরপর আর ১১ দান বাকি ছিল তাঁর জয়ের। এই মূহূর্তে প্রতিযোগিতায় পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন আমেরিকার হিকারু নাকামুরা, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ম্যাগনাস কার্লসেন, ঠিক পিছনেই রয়েছেন ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ, তাঁর পয়েন্ট ৮.৫। এখনও বাকি পাঁচ রাউন্ডের খেলার বাকি রয়েছে, ফলে দ্বিতীয় পর্যায় ভালো পারফরমেন্স করতে পারলেই রেকর্ড গড়তে পারেন গতবার এফআইডিই দাবা বিশ্বকাপে রানার্স আপ হওয়া প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞানন্দের দুরন্ত জয়ের পরই বিভিন্ন দিক থেকে এসেছে শুভেচ্ছা বার্তা। প্রতিযোগিতার নিজস্ব সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইট থেকে যেমন প্রজ্ঞানন্দকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে, তেমনই ভারতের এই দাবাড়ুকে অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য প্রশংসায় ভরিয়েছেন গৌতম আদানি।

তারকা পেসারের হাতে পড়ল ৬ সেলাই

বিশ্বকাপ যাত্রা শুরুর আগে চিন্তা বাড়ল বাংলাদেশের

নাসাউ, ২ জুনঃ মার্কিন মুলুকে টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে হতশ্রী পারফর্ম্যান্স দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের। ভারতের বিরুদ্ধে নাসাউতে হেরেছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। তার ওপর এ বার জানা গিয়েছে বাংলাদেশের তারকা পেসার শরিফুল ইসলামের হাতে চোট লেগেছে। সেই চোটের কারণে তাঁর হাতে ৬টি সেলাই পড়েছে। এ বার বাংলাদেশ শিবিরের চিন্তা তাঁকে কি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তাদের টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে পাওয়া যাবে? ঠিক কী ভাবে চোট লাগল শরিফুলের? শনিবার বাংলাদেশের পেসার শরিফুল ইসলামের চোট লাগে ভারতের ইনিংসের শেষ ওভারে। নাসাউ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রস্তুতি ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার ইনিংসের শেষ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার এক জোরাল শট আটকাতে গিয়ে হাতে চোট লাগে শরিফুল ইসলামের। নিজের ওভারের শেষ বলটিও করতে পারেননি শরিফুল। তাঁর জায়গায় তানজিম হাসান ওভার শেষ করেন। হাতের যন্ত্রণা নিয়ে ওভার শেষ করার আগে মাঠ ছাড়েন শরিফুল। বাংলাদেশি পেসারের হাতে সেলাইয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবির চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী। বিসিবির ওই চিকিৎসক এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'শনিবার প্রস্তুতি ম্যাচে শরিফুলের নিজের শেষ ওভারে বোলিংয়ের সময় একটি ফিরতি বল আটকাতে গিয়ে চোট লাগে।

তাঁর বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মাঝের জায়গা আছে, একটা স্প্লিট ইনজুরি হয়েছে। মাঠে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শরিফুলকে ম্যাচের শেষে নাসাউ ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়।' এ বার প্রশ্ন কবে ঠিক হবে শরিফুলের চোট? এই প্রসঙ্গে বিসিবির চিকিৎসক দেবাশীষ বলেছেন, 'হ্যান্ড সার্জনের তত্ত্বাবধানে ওর ক্ষতর জায়গায় ৬টা সেলাই পড়েছে। আমরা দু'দিন পরে ড্রেসিং পাল্টানোর জন্য আবার হ্যান্ড সার্জনের কাছে যাব। ওই সময় বুঝতে পারব যে ওর মাঠে ফিরতে কত সময় লাগবে। ও যেন নিরাপদে তাড়াতাড়ি খেলায় ফিরে আসতে পারে, সে দিকে আমাদের নজর রয়েছে।' ৮ জুন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সফর শুরু করবে বাংলাদেশ। হাতে এখনও সময় রয়েছে। ফলে এ বার দেখার বাংলাদেশের হয়ে এ বারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে শরিফুলকে খেলতে দেখা যাবে কিনা।

পিঠের চোট সারিয়ে মাঠে ফেরার পর নতুন দর্শন মেনে চলছেন বুমরাহ

নিউ ইয়র্ক, ২ জুনঃ পিঠের চোট নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে ভুগেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। সেই চোট সারিয়ে ২২ গজে সফল প্রত্যাবর্তন মোটেও সহজ বিষয় ছিল না। তবে ভারতের তারকা পেসার বুমরাহ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই জানিয়েছেন, এই চোট তাঁর খেলার দর্শনই বদলে দিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলকে (আইসিসি) দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বুমরাহ তাঁর চোট থেকে পুনরুদ্ধারের বিষয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এখন আর তিনি ফলাফল নিয়ে না ভেবে, শুধু খেলাটা উপভোগ করেন। বুমরাহ বলেছেন, ''আমি আমার চোট থেকে ফিরে আসার পর, যতটা সম্ভব খেলা উপভোগ করার দিকে মনোনিবেশ করেছি। কারণ কিছু বিষয় আমার পক্ষে যাবে, কিছু বিষয় যাবে না। এই সমস্ত বিষয় আমার প্রক্রিয়ার একটি অংশ হবে। তাই আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, নিজের খেলাটা খেলতে হবে। কারণ আমি খেলাটা ভালোবাসি। খেলাটা উপভোগ করি।'' তিনি আরও বলেছেন, ''আমি ফলাফলকে গুরুত্ব না নিয়ে, শুধু নিজের খেলাতেই ফোকাস করতে চাই। বাকি সব চাপ কমিয়ে, খেলাটি উপভোগ করতে চাই। যে বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না, সেগুলি নিয়ে বেশি ভাবারও কোনও দরকার নেই।'' ২০২২ সালের জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টের পরে পিঠে চোট পান বুমরাহ। তার জেরে সেই বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলতে পারেননি তিনি। ২০২৩ সালের আগস্টে আবার ক্রিকেটে ফেরেন বুমরাহ। গত বছরের আগস্টে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ২২ গজে ফেরেন তিনি। এবং তার পর থেকে তিনি আর ফিরে তাকাননি। এবারের আইপিএলে খুব ভালো পারফরম্যান্স করেছেন বুমরাহ। বিশ্বকাপেও সেই ফর্ম বজায় রাখার চেষ্টা করতে চান তিনি। বুমরাহ আরও জানিয়েছেন, ছোটবেলা থেকেই তিনি টেনিস বল, রাবার বল-এই সব কিছু দিয়েই ক্রিকেট খেলতেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করেই তাঁর সময় কেটে যেত। সেই সময় থেকেই তিনি ইয়র্কার রপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। এখন ডেথ ওভারে ইয়র্কারের জন্য বিখ্যাত বুমরাহ। তিনি দাবি করেছেন, ''অল্প বয়সে আমি টেনিস বল এবং রবারের বল দিয়ে খেলেছি, বিশেষ করে গরমের ছুটির সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতাম। সেই সময়ে আমার মনে হত, ইয়র্কার দিয়েই উইকেট নেওয়া সম্ভব। আমি ফাস্ট বোলিংয়ের বড় ভক্ত। টেলিভিশনে ফাস্ট বোলারদের ইয়র্কার দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আমিও সেই ধরনের ইয়র্কার করার চেষ্টা করতাম। টেনিস বল বা রবারের বল আমাকে ইয়র্কার শিখতে কতটা সাহায্য করেছে, তা আমার জানা নেই। তবে প্রতিনিয়ত অনুশীলন করার জন্যই আমি ইয়র্কার রপ্ত করতে পেরেছি।''

১০ ছক্কা হাঁকিয়ে হিরো অ্যারন জোন্স কানাডাকে দুরমুশ করল ইউএসএ

নিউ ইয়র্ক, ২ জুনঃ ২০২৪ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে কানাডাকে ৭ উইকেটে হারাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে স্বাগতিক দেশ আমেরিকা। এই ম্যাচে প্রথমে

ব্যাট করে কানাডা স্কোর বোর্ডে ১৯৪ রান তুলে ছিল। অ্যারন জোন্সের ৪০ বলে ৯৪ রানের জ্বলন্ত ইনিংসের কারণে ১৭.৪ তম ওভারেই আমেরিকা এই লক্ষ্য অর্জন করে। ফলে সহজেই এই বড় স্কোর তাড়া করে নিয়ে বড় জয় নথীভুক্ত করে আমেরিকা। ২০২৪ সালের আইসিসি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে জোন্স মাত্র ২২ বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি করেন। নিজের ইনিংসে তিনি চারটি চার ও ১০টি আকাশচুম্বী ছক্কা মেরে অপরাজিত ইনিংস খেলেন। তৃতীয় উইকেটে অ্যান্ড্রিস গাউসের সঙ্গে সেঞ্চুরি জুটিও গড়েন অ্যারন জোন্স। এই সময়ে আন্দ্রিস গাউস করেন ৪৬ বলে ৬৫ রান। ম্যাচের শুরুতেই টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল আমেরিকা। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো করেছিল কানাডা। অ্যারন জনসন এবং নবনীত ধালিওয়ালের ওপেনিং জুটিতে কানাডিয়ান দল ভালো শুরু করেছিল। ৫.২ ওভারে ৪৩ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় কানাডা। এর পরেই পাওয়ারপ্লেতে ৫০ রান পূর্ণ করে দল। কানাডা প্রথম ধাক্কা পেয়েছিল অ্যারন জনসনের ফর্মে। তিনি ২৩ রানের ব্যক্তিগত স্কোরে হরমিত সিংয়ের শিকার হন, আর পরগট সিং ৫ রানে রানআউট হন। ৩৬ বলে টুর্নামেন্টের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি করেন নবনীত। ব্যক্তিগত ৬১ রানে কোরি অ্যান্ডারসনের শিকার হন তিনি। এরপর নিকোলাস কির্টন হাফ সেঞ্চুরি করেন এবং ব্যক্তিগত ৫১ রানে আউট হন নিকোলাস। শেষ পর্যন্ত, উইকেটরক্ষক শ্রেয়স মভভা ১৬ বলে ৩২ রানের ইনিংস খেলে দলকে ২০০ রানের কাছাকাছি নিয়ে যান। এই সময়ে আমেরিকার আলি খান, হারমিত সিং, সিজে অ্যান্ডারসন একটি করে উইকেট নেন। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা একেবারেই ভালো করেনি আমেরিকা। শূন্য রানে তারা তাদের প্রথম উইকেট হারায়। স্টিভেন টেলরকে সাজঘরে ফেরান কালিম সানা। এরপরে মোনাঙ্ক প্যাটেল ও আন্দ্রিস গাউস ইনিংসকে ইগিয়ে নিয়ে যান। তবে মোনাঙ্ক ১৬ বলে ১৬ রান করে সাজঘরে ফিরে যান। এরপরে আন্দ্রিস গাউসের সঙ্গে ইনিংস সামলান অ্যারন জোন্স। ৪৬ বলে ৬৫ রানের ইনিংস খেলেন আন্দ্রিস গাউস। নীখীল দত্তের বলে অ্যারন জনসনের হাতে ক্যাচ দিয়ে গাউস সাজঘরে ফেরেন। তবে বাকি কাজটা শেষ অ্যারন জোন্সের সঙ্গে শেষ করেন করি অ্যান্ডারসন। ১৭.৪ ওভারেই লক্ষ্য অর্জন করে তারা। এরফলে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ জিতে ইতিহাস গড়ে ফেলল তারা।

মেসি নয়, মায়ামিকে বাঁচাল ভিএআর

ফ্লোরিডা, ২ জুনঃ ঘরের মাঠে আরেকটি হারের প্রান্তে চলে গিয়েছিল ইন্টার মায়ামি। ম্যাচের তখন ৮৫ মিনিট, ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলের চেজ স্টেডিয়ামে সেন্ট লুইসের বিপক্ষে মায়ামি তখন ৩-২ গোলে পিছিয়ে। এমন অবস্থায় মায়ামি কার দিকে তাকিয়ে থাকে, সেটা সবারই জানা। কিন্তু যাঁর দিকে সবাই তাকিয়ে ছিল, সেই লিওনেল মেসিও কিছু করতে পারছিলেন না। ঘরের মাঠে অবশ্য শেষ পর্যন্ত হার থেকে বেঁচেছে মায়ামি। কিন্তু মেসি নয়, মায়ামিকে আজ হার থেকে বাঁচিয়েছে ভিএআর! ৮৫ মিনিটে ইউলিয়ান গ্রেসেলের লম্বা পাস থেকে সেন্ট লুইসের জালে বল পাঠান বার্সেলোনার সাবেক খেলোয়াড় জর্দি আলবা। সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দে মেতে ওঠে চেজ স্টেডিয়ামের গ্যালারি। মুহূর্তেই আবার সেই উচ্ছ্বাস যায় থেমে। কারণ, সহকারী রেফারি যে পতাকা তুলে অফসাইডের সংকেত দেন। কিন্তু মূল রেফারি ভিএআরের সাহায্য নেন। মাঠের পাশে থাকা মনিটরে তিনি পুরো মুহূর্তটা দেখেন। মনিটরে দেখা যায়, আলবা অফসাইড নন। গোলের বাঁশি বাজান রেফারি। আবার উচ্ছ্বাসে ভাসে মায়ামির গ্যালারি। ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে

মায়ামি। এর আগে ম্যাচের ১৫ মিনিটে পিছিয়ে পড়া মায়ামিকে ১০ মিনিট পর সমতায় ফেরান মেসি। ৪১ মিনিটে আবার পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে তাদের সমতায় ফেরান বার্সেলোনায় মেসির প্রাক্তন সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ। ৬৮ মিনিটে তাঁরই আত্মঘাতী গোলে ৩-২-এ পিছিয়ে পড়েন মেসিরা। মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা মায়ামি গত বুধবার নিজেদের মাঠে আতালান্তার কাছে ৩-১ গোলে হেরেছিল।

বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের স্বপ্ন ভেঙ্গে ইউরোপ সেরা রিয়াল মাদ্রিদ

রিয়াল মাদ্রিদ ২-০ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

লন্ডন, ২ জুনঃ ধারাটা অবশেষে ভাঙল। চ্যাম্পিয়নস লিগে সর্বশেষ চারটি ফাইনালেই স্কোরলাইন ছিল ১-০। লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে সেই ধারা ভেঙে স্কোরলাইন হলো ২-০। জয়ী দলের নামে অবশ্য একটি ধারা ঠিকই থাকল। ইউরোপের এই শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় ১৯৮১ সালের পর ফাইনালে কখনো হারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। এবারও ধারাটা বদলায়নি। ওয়েম্বলিতে ভর করেছিল অদ্ভুত এক দৃশ্য। মার্কো রয়েসের চোখ দুটো টলমল। ভালোবাসার ক্লাবের হয়ে শেষ ম্যাচেও ১১ বছর আগের ভাগ্যটা তাঁর পাল্টায়নি। সেই ওয়েম্বলির ফাইনাল এবং আবারও হার! টনি ক্রুসের চোখ দুটোও টলমল। কিন্তু মুখে হাসি। রিয়ালের সমর্থকদের করতালিতে ভিজে শেষবারের মতো বিদায় নিচ্ছিলেন। তাঁরা দুজনেই কিংবদন্তি। কিন্তু চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের স্কোরলাইন ক্রুস ও রয়েসকে উপহার দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি। না, ১৯৯৭ ফেরাতে পারেনি ডর্টমুন্ড। ওয়েম্বলিতে তাঁদের জন্য ফিরেছে ২০১৩ ফাইনালের দুঃস্বপ্নই। বিশেষজ্ঞদের কাছে সেটাই ছিল প্রত্যাশিত। প্রতিপক্ষ যে রিয়াল মাদ্রিদ। চ্যাম্পিয়নস লিগের অবিসংবাদিত 'রাজা'। দানি কারভাহল ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র রিয়ালকে ইউরোপের সেই রাজত্বই পুনরুদ্ধার করিয়ে দিলেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের জালে গোল করে। ইউরোপের শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় ১৮তম ফাইনালে এটি রিয়ালের ১৫তম শিরোপা। অথচ ডর্টমুন্ড স্বপ্ন দেখেছিল নিজেদের দ্বিতীয় ইউরোপসেরার শিরোপার। সেই স্বপ্ন চূর্ণ হলো ফিনিশিংয়ে দুর্বলতা, কিছুটা দূর্ভাগ্য এবং রিয়ালের 'ডিএনএ'-তে। চাপ কাটিয়ে গোল আদায় করে কীভাবে ফাইনাল জিততে হয়, তা রিয়ালের চেয়ে ভালো কে জানে! একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছিলেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। চোট পাওয়া অঁরেলিয়ে চুয়ামেনির জায়গায় এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা এবং পোস্টে আন্দ্রেই লুনিনের জায়গায় থিবো কোর্তোয়া। ডর্টমুন্ড কোচ এদিন তেরজিচ একাদশ পাল্টাননি। চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের সর্বশেষ তিন ম্যাচের একাদশেই ভরসা রেখেছেন। কোচের ভরসার প্রতিদান প্রথমার্ধেই দিতে পারতেন ডর্টমুন্ডের খেলোয়াড়েরা। ফিনিশিংয়ে দুর্বলতা, ভাগ্যের সহায়তা না পাওয়া এবং থিবো কোর্তোয়ায় ঠেকেছে ডর্টমুন্ড। ১৪ মিনিটে প্রথম সুযোগটি নষ্ট করেন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ইউলিয়ান ব্রান্ট। বাতাসে ভেসে আসা বল দারুণ রিসিভের পর তাঁর সামনে ঠেলে দিয়েছিলেন নিকলাস ফুলক্রুগ। শটটা পোস্টে রাখতে পারেননি ব্রান্ট। ৭ মিনিট পর ম্যাটস হুমেলসের ডিফেন্স চেরা পাস

চ্যাম্পিয়নস লিগ '২৪

থেকে আবারও সুযোগ পেয়েছে ডর্টমুন্ড। করিম আদেয়েমি বুদ্ধি খাটিয়ে অফ সাইড ফাঁদে এড়িয়ে কোর্তোয়াকে সামনে একা পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে কাটাতে গিয়ে বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। রিয়ালের ডিফেন্ডার কারভাহাল ততক্ষণে আদেয়েমির সামনে চলে আসেন। এর ২ মিনিট পরই রিয়ালের পোস্টের পেছনে গ্যালারিতে ২৫ হাজার ডর্টমুন্ড সমরর্থকের 'ইয়েলো ওয়াল' টের পেয়ে যায়, ভাগ্যও বোধ হয় তাদের সঙ্গে নেই। নইলে ফুলক্রুগের বাঁ পায়ের শটটি রিয়ালের পোস্টে লাগত না! ইয়ান মাতসেনের পাস থেকে সহজ গোলটি না পাওয়ায় ফুলক্রুগ নিশ্চিত প্রথমার্ধ শেষে ড্রেসিংরুমে কপাল চাপড়েছেন। তার আগেই অবশ্য রিয়ালের খেলোয়াড়েরা দুবার কোর্তোয়ার পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। প্রথমবার ২৭ মিনিটে ব্রান্ডটের পাস থেকে আদেয়েমির বিপজ্জনক শট রুখে দেন চ্যাম্পিয়নস লিগে এবারের মরসুমে এই প্রথমবারের মতো একাদশে সুযোগ পাওয়া কোর্তোয়া। সেটাও ফাইনালে! 'স্কোয়াকা' জানিয়েছে, এমন নজির নাকি আগে দেখা যায়নি। কোর্তোয়া অবশ্য ৪১ মিনিটে আরও একটি সেভ করে বেঞ্চে বসে থাকা লুনিনের আক্ষেপ বেশি বাড়তে দেননি। সাবিতজারের ২৫ গজি শট ঠেকিয়ে কোর্তোয়া বুঝিয়ে দেন, চোটের কারণে মরীসুমের অধিকাংশ সময় বাইরে থাকলেও তিনি বড় ম্যাচের গোলকিপার। রিয়াল সেভাবে গতির সঞ্চার করতে না পারলেও প্রথমার্ধের খেলায় যথেষ্ট রোমাঞ্চ ছিল। গতি ছিল, বিশেষ করে ডর্টমুন্ডের খেলায়। ৩৫ মিনিটে ডর্টমুন্ড গোলকিপার গ্রেগর কোবেলেকে অযথা ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন। ব্রাজিলিয়ান তারকা উইং ধরে দু-একটি ভালো আক্রমণ করলেও রিয়াল মূলত ভুগেছে আদেয়েমির গতির নাগাল না পাওয়ায়। প্রথমার্ধে রিয়ালের স্পষ্ট মাথাব্যথা ছিলেন ডর্টমুন্ডের এই উইঙ্গার। এই অর্ধে পোস্টে ৮টি শট রেখেও গোলের দেখা পায়নি জার্মান ক্লাবটি। রিয়াল ২টি শট রাখলেও কোর্তোয়ার দুটি সেভ এই অর্ধে তাদের সেরা খেলা। বিরতির পর অবশ্য অন্য গল্প। চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের ক্ষেত্রে অন্তত এমনটাই প্রত্যাশিত। প্রথমার্ধে চাপের মুখে থাকলেও রিয়ালের খেলোয়াড়দের মাথা ঠান্ডা ছিল। কেউ অপ্রত্যাশিত ভুল করে বসেননি। বায়ার্ন মিউনিখ কিংবা ম্যানচেস্টার সিটির সমর্থকদের কাছে মনে হতে পারে এ তো চেনা গল্প! রিয়াল চাপে থাকলেও গোল করে জেতে। আর সেই সম্ভাবনাই উঁকি দিতে শুরু করে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে। ৪৯ মিনিটে টনি ক্রুসের ফ্রি কিক দারুণ দক্ষতায় ঠেকান কোবেল। ততক্ষণে ধার বেড়েছে রিয়ালের খেলার। পরের ২০ মিনিটের মধ্যে দানি কারবাহল, ভিনিসিয়ুস গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। গোল পেতে মরিয়া ডর্টমুন্ড কোচ তেরজিচ ৭২ মিনিটে আদেয়েমিকে তুলে মার্কো রয়েসকে নামান। মঞ্চ তখন যেন পরিপূর্ণ। একদিকে ক্রুস, অন্য দিকে রয়েস দুজনেরই নিজ নিজ ক্লাবের হয়ে শেষ ম্যাচ। ক্রুসের তো ক্লাব ক্যারিয়ারেই শেষ ম্যাচ। ভাগ্য বোধ হয় সেজন্য জার্মান কিংবদন্তির প্রতি প্রসন্ন হয়। ডর্টমুন্ডের এক খেলোয়াড়ের ভুল ক্লিয়ারেন্সে ৭৪ মিনিটে কর্নার পায় রিয়াল। ক্রুসের কর্নার থেকে হেডে গোল করেন কারভাহাল। ১-০ গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল এবং তারপরই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে শুরু করে ডর্টমুন্ডের রক্ষণ। ৮৩ মিনিটে ভিনিসিয়ুস ম্যাচের শেষ গোলটি করার আগে ডর্টমুন্ড গোলকিপার কোবেল অন্তত তিনটি ভালো সেভ করেন। মাতসেনের ভুল পাস ধরে জুড বেলিংহামের পাস থেকে সহজ প্লেসিং শটে গোল করে ব্যালন ডি'অরের ওপর দাবিটা আরেকটু জোরাল করেন ভিনি। ডর্টমুন্ড এরপর অবশ্য বল একবার জালে পাঠিয়েছিল। হেডে ফুলক্রুগ গোল করলেও অফসাইডের কারণে সেটি বাতিল হয়। গ্যালারিতে রিয়ালের সাদা শিবির ততক্ষণে উৎসব করতে শুরু করেছে। তার মাঝেই অবশ্য বেজেছে বিদায় রাগিনী। ৮৫ মিনিটে ক্রুসকে তুলে লুকা মদরিচকে মাঠে নামান আনচেলত্তি। ভিনিকে আলিঙ্গন করে ক্রুস যখন মাঠ ছাড়ছিলেন রিয়ালের সমর্থকেরা করতালিতে তাঁকে ভাসিয়ে দেন। ক্লাব ক্যারিয়ারে শেষ মুহূর্তে ক্রুসের মুখে তখন বিজয়ীর হাসি। সেই হাসি রিয়ালকে ১৫তম ইউরোপসেরার মুকুট এনে দেওয়ার তৃপ্তিমাখা।

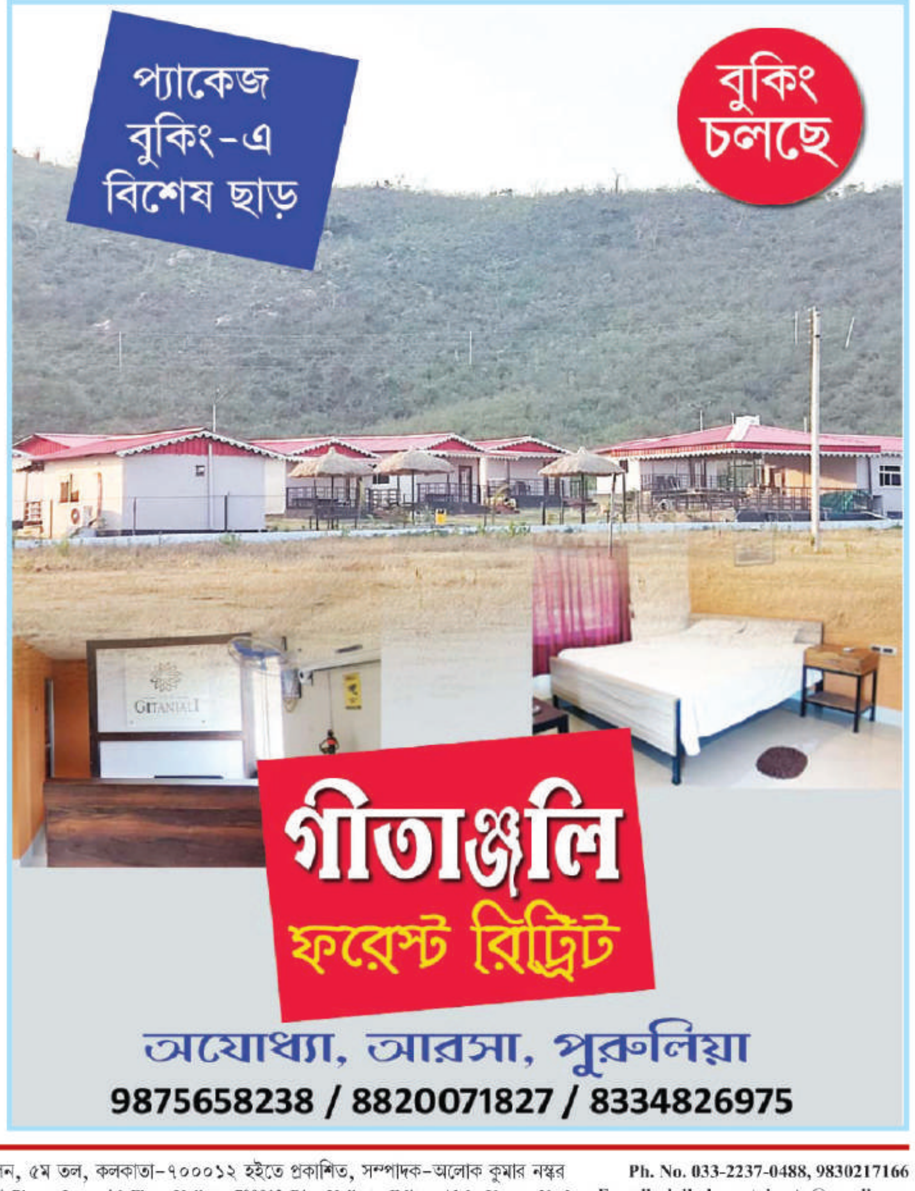

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com